ইসলামের দৃষ্টিতে

মুনাফাখোরী, মজুদদারী ও পণ্যে ভেজাল

ড. নূরুল ইসলাম

Contents

ইসলামের দৃষ্টিতে

মুনাফাখোরী, মজুদদারী ও পণ্যে ভেজাল

ড. নূরুল ইসলাম

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

ইসলামের দৃষ্টিতে মুনাফাখোরী, মজুদদারী ও পণ্যে ভেজাল

প্রকাশক
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩
হা.ফা.বা. প্রকাশনা-১০৫
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০

الاستغلال والاحتكار والغش في السِّلَع على ضوء الإسلام

تأليف: الدكتور نور الإسلام

الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش
(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة و النشر)

১ম প্রকাশ
জুমাদাল আখেরাহ ১৪৪১ হি./ফাল্গুন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/ফেব্রুয়ারী ২০২০ খৃ.

মুদ্রণে
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য
৫০ (পঞ্চাশ) টাকা মাত্র

ISLAMER DRISTITE MUNAFAKHORY, MOZUDDARY O PONNE VEZAL by **Dr. NURUL ISLAM**. Published by **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH**. Nawdapara, Rajshahi, Bangladesh. Ph: 88-0247-860861. Mob. 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www. ahlehadeethbd.org

সূচীপত্র

প্রকাশকের নিবেদন	৪
ভূমিকা	৭
মুনাফাখোরী	**১৩-৩০**
মুনাফার সংজ্ঞা	১৩
সূদ ও মুনাফার মধ্যে পার্থক্য	১৫
ইসলামের দৃষ্টিতে মুনাফাখোরী	১৬
মুনাফাখোরী প্রতিরোধে ইসলামে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ	২০
মজুদদারী	**৩১-৬২**
মজুদদারির পরিচয়	৩১
মজুদদারের প্রকারভেদ	৩৫
মজুদদারির বিধান	৩৫
মজুদদারী হারাম করার হিকমত	৪৩
মজুদদারী হারাম হওয়ার শর্ত সমূহ	৪৪
মুনাফাখোরী ও মজুদদারী প্রতিরোধে করণীয়	৫০
মজুদদারির ভয়াল থাবা : ইতিহাসের সাক্ষ্য	৫৭
দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি	**৬৩-৯৮**
দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণ সমূহ	৬৬
দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি প্রতিরোধে করণীয়	৭৫
ইসলামের দৃষ্টিতে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি	৭৮
মূল্যবৃদ্ধির সময় শারঈ দৃষ্টিতে কিছু করণীয়	৮৭
পণ্যে ভেজাল	**৯৯-১২৪**
বাংলাদেশে ভেজালের চিত্র	৯৯
ভেজালের পরিচয়	১০৫
ইসলামের দৃষ্টিতে পণ্যে ভেজাল	১০৯
ভেজালের ব্যাপারে সালাফে ছালেহীনের সতর্কতা	১১৮
ভেজাল প্রতিরোধে করণীয়	১১৯
উপসংহার	১২৫

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

প্রকাশকের নিবেদন

পৃথিবীতে জীবনধারণের জন্য মানুষ নানাবিধ পেশা বা বৃত্তি অবলম্বন করে। পেশার এই ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য মহা প্রজ্ঞাময় আল্লাহ প্রদত্ত ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন, نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُوْنَ– ‘আমিই তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বণ্টন করি তাদের পার্থিব জীবনে এবং তাদেরকে একে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করি। যাতে তারা একে অপর থেকে কাজ নিতে পারে। বস্তুতঃ তারা যা কিছু জমা করে তা থেকে তোমার প্রতিপালকের রহমত অনেক উত্তম’ *(যুখরুফ ৪৩/৩২)*।

এ বিশ্বচরাচরে যত রকমের পেশা আছে তন্মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পেশা। ইসলামে ব্যবসার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজেও নবুঅতপূর্ব সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করেছেন। তিনি খাদীজা (রাঃ)-এর অর্থ দিয়ে ‘মুযারাবা’ পদ্ধতিতে ব্যবসা করে প্রচুর লাভ করেছিলেন।[১] তবে ব্যবসা হতে হবে হালাল পন্থায়, হারাম পন্থায় নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَأَجْمِلُوا فِى الطَّلَبِ خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرُمَ ‘জীবিকা অন্বেষণে উত্তম পন্থা অবলম্বন কর। যা হালাল তা গ্রহণ কর এবং যা হারাম তা পরিহার কর’।[২] কারণ হালাল রূযী ইবাদত কবুলের অন্যতম শর্ত।[৩] এজন্য হাদীছ ও ফিক্বহের গ্রন্থগুলিতে ‘কিতাবুল বুয়ূ’ শিরোনামে ব্যবসা-বাণিজ্যের নীতিমালা বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। ইসলামে সূদের আদান-প্রদান, মুনাফাখোরী, মজুদদারী, ফটকাবাজারী, কালোবাজারী, পণ্যে ভেজাল সহ অবৈধ পন্থায় অর্থ উপার্জনের যাবতীয় পথ ও পদ্ধতি হারাম করা হয়েছে।

---

১. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), (রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৬), পৃঃ ৭৬।*
২. *ইবনু মাজাহ হা/২১৪৪; মিশকাত হা/৫৩০০।*
৩. *মুসলিম হা/১০১৫; মিশকাত হা/২৭৬০।*

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে হালাল রূযী ভক্ষণের নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং হারাম থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। যেমন তিনি বলেন,

১. يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ ‘হে মানব জাতি! তোমরা পৃথিবী থেকে হালাল ও পবিত্র বস্তু ভক্ষণ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু’ *(বাক্বারাহ ২/১৬৮)*।

২. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ‘হে বিশ্বাসীগণ! আমরা তোমাদের যে রূযী দান করেছি, সেখান থেকে পবিত্র বস্তু সমূহ ভক্ষণ কর। আর আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা কেবল তাঁরই দাসত্ব করে থাক’ *(বাক্বারাহ ২/১৭২)*।

৩. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ‘অতএব আল্লাহ তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছেন তার মধ্যে বৈধ ও পবিত্র খাদ্য তোমরা ভক্ষণ কর এবং আল্লাহ্র নে‘মতের শুকরিয়া আদায় কর, যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদতকারী হয়ে থাক’ *(নাহল ১৬/১১৪)*।

৪. ‘নিশ্চয়ই গবাদি পশুর মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। আমরা তোমাদেরকে তাদের থেকে বিশুদ্ধ দুধ পান করাই যা পানকারীদের জন্য অতীব উপাদেয়। যা নিঃসৃত হয় উক্ত পশুর উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্য হ’তে। আর খেজুর ও আঙ্গুর গাছের ফল সমূহ থেকে তোমরা মাদক ও উত্তম খাদ্য গ্রহণ করে থাক। নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য’ *(নাহল ১৬/৬৬-৬৭)*।

৫. إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ‘তিনি তোমাদের উপর নিষিদ্ধ করেছেন মৃত প্রাণী, রক্ত, শূকরের গোশত এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গীত প্রাণী। তবে যে ব্যক্তি বাধ্য হয় এবং বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনকারী না হয়, তার জন্য তা ভক্ষণে কোন পাপ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান’ *(বাক্বারাহ ২/১৭৩)*।

Contents

৬. يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ 'যিনি তাদেরকে ন্যায়ের আদেশ দেন ও অন্যায় থেকে নিষেধ করেন। যিনি তাদের জন্য পবিত্র বিষয় সমূহ হালাল করেন ও নাপাক বিষয় সমূহ নিষিদ্ধ করেন' *(আ'রাফ ৭/১৫৭)*।

আলোচ্য গ্রন্থে বিজ্ঞ লেখক অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের ৩টি মৌলিক হাতিয়ার তথা মুনাফাখোরী, মজুদদারী ও পণ্যে ভেজাল সম্পর্কে দালীলিক আলোচনা পেশ করেছেন। এ সকল বিষয় ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা সচরাচর হয় না, অথচ এগুলি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। লেখক কুরআন, হাদীছ, ফিক্বহ, ইতিহাস এবং পত্র-পত্রিকা থেকে সমসাময়িক ঘটনাবলী ও উদাহরণ উদ্ধৃত করে বিষয়গুলির খুঁটিনাটি আলোচনা করেছেন এবং এ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি বিশদভাবে তুলে ধরেছেন। যা সাধারণ পাঠক থেকে শুরু করে গবেষকদের জন্যও জ্ঞানের খোরাক যোগাবে।

উল্লেখ্য যে, লেখক ২০০৬ সালে সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ, ঢাকা কর্তৃক 'মুনাফাখোরী, মজুদদারী, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও ভেজাল প্রতিরোধে করণীয় : ইসলামী দৃষ্টিকোণ' শীর্ষক শিরোনামে আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সমগ্র বাংলাদেশে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং পুরস্কার স্বরূপ তিনি নগদ ১৫ হাযার টাকা ও সনদ লাভ করেন। দীর্ঘদিন পর তাঁর উক্ত রচনাটি পরিবর্ধন ও পরিমার্জনপূর্বক প্রবন্ধাকারে মাসিক আত-তাহরীক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে (আগস্ট-ডিসেম্বর'১৯ ও ফেব্রুয়ারী'২০) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এক্ষণে সেটি আমরা গ্রন্থাকারে পাঠকবৃন্দের হাতে তুলে দিতে পেরে মহান আল্লাহ্র দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। *আল-হামদুলিল্লাহ*। সেই সাথে লেখক এবং গবেষণা বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাটুকু কবুল করুন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম জাযা প্রদান করুন-আমীন!

সচিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

ভূমিকা

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের সদস্যরা একে অপরের উপর নির্ভরশীল। কোন ব্যক্তির একার পক্ষে তার প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য-সামগ্রী সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় তথা ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় ও মুনাফা লাভের বিধান প্রবর্তন করেছেন। খ্যাতনামা ফকীহ ইবনু কুদামা (রহঃ) এ প্রসঙ্গে বলেন,

وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ فِي الْجُمْلَةِ، وَالْحِكْمَةُ تَقْتَضِيهِ؛ لِأَنَّ حَاجَةَ الْإِنْسَانِ تَتَعَلَّقُ بِمَا فِي يَدِ صَاحِبِهِ، وَصَاحِبُهُ لَا يَبْذُلُهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ، فَفِي شَرْعِ الْبَيْعِ وَتَجْوِيزِهِ شَرْعُ طَرِيقٍ إِلَى وُصُولِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى غَرَضِهِ، وَدَفْعِ حَاجَتِهِ-

'সার্বিকভাবে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হওয়ার ব্যাপারে সকল মুসলমান ঐক্যমত পোষণ করেছেন। আর প্রজ্ঞার দাবীও তাই। কেননা মানুষের প্রয়োজন তার সাথীর নিকট যা রয়েছে তার সাথে সংশ্লিষ্ট। অথচ তার সাথী বিনিময় ব্যতীত তা প্রদান করবে না। সুতরাং ক্রয়-বিক্রয় বিধিসম্মত ও জায়েয করে তাদের উভয়েরই উদ্দেশ্যে পৌঁছা ও প্রয়োজন পূরণ করার পথ প্রবর্তন করা হয়েছে'।[৪]

'আল-ফিক্বহ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ' প্রণেতা বলেন, فالبيع والشراء من أكبر الوسائل الباعثة على العمل فى هذه الحياة الدنيا، وأجل أسباب الحضارة والعمران- 'এই পার্থিব জগতে ক্রয়-বিক্রয় (ব্যবসা-বাণিজ্য) কর্মোদ্দীপনার অন্যতম বড় মাধ্যম এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রধান উপকরণ'।[৫]

---

৪. ইবনু কুদামা, আল-মুগনী (রিয়াদ: দারু আলামিল কুতুব, ৩য় সংস্করণ, ১৪১৭হিঃ/ ১৯৯৭খ্রিঃ), ৬/৭।

৫. আব্দুর রহমান আল-জাযীরী, আল-ফিক্বহ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ (কায়রো : দারুল হাদীছ, ১৪২৪ হিঃ/২০০৪ খ্রিঃ), ২/১২৪।

Contents

আধুনিক অর্থনীতিবিদ ড. আমীন মুছতফা আব্দুল্লাহ বলেন, العمل أساس التنمية الاقتصادية، وأساس الملكية الخاصة وتتوقف عليه الزراعة والصناعة والتجارة– 'অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তি হল কর্ম বা শ্রম। চাষাবাদ, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য এর উপরই নির্ভরশীল'।[৬]

সেই সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যে সততা অবলম্বন করা এবং সর্ব প্রকার ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সৎ ব্যবসায়ীদের জন্য ঘোষণা করা হয়েছে সুসংবাদ এবং অসৎ ব্যবসায়ীদের জন্য দুঃসংবাদ। মহান আল্লাহ মাপে ও ওযনে কমদানকারীদের তথা অসৎ ব্যবসায়ীদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে ঘোষণা করেছেন, أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ، 'তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে? সেই মহা দিবসে, যেদিন মানুষ দণ্ডায়মান হবে বিশ্বপালকের সম্মুখে। কখনই না। নিশ্চয় পাপাচারীদের আমলনামা সিজ্জীনে থাকবে' *(মুতাফ্ফিফীন ৮৩/৪-৭)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلتَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ، 'সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ী (ক্বিয়ামতের দিন) নবী, ছিদ্দীক্ব (সত্যবাদী) ও শহীদদের সাথে থাকবে'।[৭] অর্থাৎ যে ব্যবসায়ী পণ্য ক্রয় করে, বিক্রয় করে এবং সত্য কথা বলে সে ক্বিয়ামতের দিন উক্ত সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের সাথে থাকবে। এটি বিশাল একটি মর্যাদা। যা এই পেশার শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি নির্দেশ করে।

অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلاَّ مَنِ اتَّقَى اللهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ– 'ক্বিয়ামতের দিন ব্যবসায়ীরা পাপিষ্ঠ রূপে উত্থিত

---

৬. *ড. আমীন মুছতফা আব্দুল্লাহ, উছূলুল ইকতিছাদ আল-ইসলামী ওয়া নাযরিয়্যাতুত তাওয়াযুন আল-ইকতিছাদী ফিল ইসলাম (মিসর : মাতবা'আ ঈসা আল-বাবী আল-হালাবী, ১ম প্রকাশ, ১৪০৪ হিঃ/১৯৮৪ খ্রি.), পৃঃ ২২২।*

৭. *তিরমিযী হা/১২৫২; সুনানে দারেমী (দামেশক: দারুল কলম, ১৪১৭ হিঃ/১৯৯৬খ্রিঃ), ২/৬৯৮, হা/২৫৩৯; আল-হাকেম আন-নায়সাপুরী, আল-মুসতাদরাক আলাছ ছহীহাইন (বৈরূত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৪১১হিঃ/১৯৯০খ্রিঃ), ২/৮; ছহীহ তারগীব হা/১৭৮২, ছহীহ লি-গায়রিহী; তারাজু'আতুল আলবানী হা/১৪৪।*

হবে। তবে যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং ব্যবসায় সততা ও সত্যবাদিতা অবলম্বন করে তারা ব্যতীত'।[৮]

তিনি আরো বলেন, إِنَّ التُّجَّارَ هُمُ الْفُجَّارُ. قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ أَوَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ؟ قَالَ بَلَى وَلَكِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ فَيَكْذِبُونَ وَيَحْلِفُونَ وَيَأْثَمُونَ 'ব্যবসায়ীরাই তো পাপাচারী। বলা হল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ কি ব্যবসাকে হালাল করেননি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। কিন্তু ব্যবসায়ীরা কথা বললে মিথ্যা বলে এবং কসম করে পাপ করে'।[৯]

রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হ'ল কোন উপার্জন সর্বোত্তম? তিনি বললেন, عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ 'নিজ হাতে কাজ করা এবং প্রত্যেক বায়য়ে মাবরূর'।[১০] যে ব্যবসায় মিথ্যা, প্রতারণা, ধোঁকা, সংশয় ও আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধাচরণ থাকে না তাকে 'বায়য়ে মাবরূর' বলে।[১১]

কাতাদা (রহঃ) বলেন, اَلتِّجَارَةُ رِزْقٌ مِنْ رِزْقِ اللهِ حَلاَلٌ مِنْ حَلاَلِ اللهِ لِمَنْ طَلَبَهَا بِصِدْقِهَا وَبِرِّهَا 'ব্যবসা আল্লাহ্‌র রিযিক সমূহের মধ্যে একটি রিযিক এবং আল্লাহ্‌র হালালকৃত বস্তুগুলির মধ্যে একটি হালাল বস্তু ঐ ব্যক্তির জন্য, যে সততা ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে ব্যবসা করে'।[১২]

ইসলাম ব্যক্তি স্বার্থের চেয়ে জাতীয় ও সামষ্টিক স্বার্থকে গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার দিয়েছে। এ ব্যাপারে মূলনীতি হল, إذا تعارضت مصلحة الفرد مع مصلحة المجتمع فتقدم مصلحة المجتمع 'সমাজের স্বার্থের সাথে যখন ব্যক্তি স্বার্থের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হবে, তখন সমাজের স্বার্থ অগ্রাধিকার লাভ করবে'।[১৩] এজন্য যেসব কারবারের ফলে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষ আঙ্গুল

---

৮. তিরমিযী হা/১২১০; ইবনু মাজাহ হা/২১৪৬; ছহীহা হা/৯৯৪; হাকেম, ২/৮, হাদীছ হাসান।
৯. আহমাদ হা/১৫৫৬৯; সিলসিলা ছহীহা হা/৩৬৬।
১০. আহমাদ হা/১৭২৬৫; মিশকাত হা/২৭৮৩; ছহীহা হা/৬০৭।
১১. আল-ফিক্বহ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ ২/১২৪।
১২. বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা (বৈরূত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৪১৪হিঃ/১৯৯৪ খ্রিঃ), ৫/৪৩২।
১৩. প্রফেসর ড. ওমর বিন ফায়হান আল-মারযূকী ও অন্যান্য, আন-নিযাম আল-ইকতিছাদী ফিল ইসলাম (রিয়াদ : মাকতাবাতুর রুশদ, ৭ম সংস্করণ, ১৪৩৮হিঃ/২০১৭ খ্রিঃ), পৃঃ ১৩৭।

ফুলে কলা গাছ হয়, আর আপামর জনসাধারণের ওঠে নাভিশ্বাস, সেসব কারবারকে ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

অত্যধিক মুনাফা লাভের প্রত্যাশায় মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী মজুদ করে দ্রব্যমূল্যের পাগলা ঘোড়ার পদতলে তাদেরকে পিষ্ট করা এবং খাদ্যদ্রব্যসহ অন্যান্য পণ্যে ভেজাল প্রদান করে মুনাফা লুটে নেয়া তেমনি নিষিদ্ধ কারবার। উপরন্তু এগুলো অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভক্ষণ করার শামিল। আর আল্লাহ রব্বুল আলামীন কুরআন মাজীদে অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভক্ষণ করার বিরুদ্ধে বজ্রনির্ঘোষ বাণী উচ্চারণ করে হুঁশিয়ারী প্রদান করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না, তোমাদের পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা ব্যতীত। আর তোমরা একে অপরকে হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াশীল' *(নিসা ৪/২৯)*।

সাইয়িদ কুতুব (রহঃ) বলেন, وأكل الأموال بالباطل يشمل كل طريقة لتداول الأموال بينهم لم يأذن بها الله، أو نهى عنها، ومنها الغش والرشوة والقمار واحتكار الضروريات لإغلائها، وجميع أنواع البيوع المحرمة- 'মুমিনদের মধ্যে সম্পদ লেনদেনের প্রত্যেক পদ্ধতি যার অনুমতি আল্লাহ দেননি বা তিনি যা থেকে নিষেধ করেছেন তার সবই অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভক্ষণ করার শামিল। যেমন- ধোঁকা, প্রতারণা, ঘুষ, জুয়া, মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মজুদ করে রাখা এবং সকল প্রকার হারাম ক্রয়-বিক্রয়'।[১৪]

আমরা ব্যবসা-বাণিজ্য করি। কিন্তু এর ইসলামী বিধি-বিধান না জানার কারণে নানাবিধ হারাম ও অবৈধ কারবারে জড়িয়ে পড়ি। অথচ সেসব বিধি-বিধান জানা আমাদের জন্য আবশ্যক। যাতে ক্রয়-বিক্রয় সঠিক পন্থায়

---

১৪. সাইয়িদ কুতুব, ফী যিলালিল কুরআন (জেদ্দা: দারুল ইলম, ১২তম সংস্করণ, ১৪০৬হিঃ/ ১৯৮৬খ্রিঃ), ৫/৬৩৯।

হয় এবং যাবতীয় দুর্নীতি ও অবৈধ পন্থায় মুনাফা লাভ থেকে বিরত থাকা যায়। এজন্য ওমর (রাঃ) বাজারে ঘুরে ঘুরে বলতেন, لا يبيع في سوقنا إلا من يفقه. وإلا أكل الربا شاء أم أبى ‘যে ক্রয়-বিক্রয়ের নিয়ম জানে কেবল সেই আমাদের বাজারে ব্যবসা করতে পারবে। নচেৎ সে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সূদ ভক্ষণ করবে’।[১৫] তিনি আরো বলতেন, لا يقعد فى سوق المسلمين من لا يعرف الحلال والحرام– ‘যে হালাল-হারাম চিনে না সে মুসলমানদের বাজারে বসবে না’। যাতে সে নিজে সূদী কারবারে জড়িয়ে না পড়ে এবং মুসলমানদেরকেও না জড়ায়।[১৬]

মালেকী ফকীহ মুহাম্মাদ আর-রাহওয়ানী (১৭৪৬-১৮১৫) তাঁর ‘আওযাহুল মাসালিক’ গ্রন্থে তাঁর একজন শিক্ষক থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি মুহতাসিবকে দেখেছেন তিনি বাজারে হাটতেন এবং প্রত্যেক দোকানে দাঁড়িয়ে দোকানদারকে ক্রয়-বিক্রয়ের আবশ্যকীয় বিধি-বিধান, কিভাবে তার নিকট সূদের অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে এবং কিভাবে সূদ থেকে বেঁচে থাকা যায় সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। দোকানদার সদুত্তর দিতে পারলে তাকে বাজারে বসতে দিতেন। আর ক্রয়-বিক্রয়ের কোন নিয়ম না জানলে তাকে দোকান থেকে উঠিয়ে দিতেন। মুহতাসিব বলতেন, لا يمكنك أن تقعد فى أسواق المسلمين، تطعم الناس الربا وما لا يجوز– ‘তুমি মুসলমানদের বাজারে বসতে পারবে না। কেননা তুমি মানুষকে সূদ ও নাজায়েয জিনিস খাওয়াবে’।[১৭]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, يَحْرُمُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ شَرْطِهِ ‘ক্রয়-বিক্রয়ের শর্ত না জেনে ব্যবসায় নিয়োজিত হওয়া হারাম’।[১৮]

---

১৫. সাইয়িদ সাবিক, ফিক্বহুস সুন্নাহ (বৈরুত: মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৪/২০০৩), ২/১৩৭।

১৬. প্রফেসর ড. সা‘দ বিন তুর্কী আল-খাছলান, ফিক্বহুল মু‘আমালাত আল-মালিয়াহ আল-মু‘আছিরাহ (রিয়াদ : দারুছ ছুমায়ঈ, ২য় সংস্করণ, ১৪৩৩ হিঃ/২০১২ খ্রি.), পৃঃ ৯।

১৭. ঐ, পৃঃ ৯।

১৮. নববী, আল-মাজমূ শারহুল মুহায্যাব ১/২৫।

এজন্য এ বিষয়ে ব্যবসায়ীদেরকে সচেতন করার লক্ষ্যেই গ্রন্থটি প্রণীত হয়েছে। যদি পাঠক এর মাধ্যমে মুনাফাখোরী, মজুদদারী ও পণ্যে ভেজাল প্রদান সম্পর্কে ইসলামের বিধি-বিধান অবগত হতে পারে এবং এর ভয়াবহ পরিণাম জেনে তা থেকে নিবৃত্ত থাকতে পারে, তবেই লেখকের শ্রম সার্থক হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন! আমীন!!

-বিনীত লেখক

নওদাপাড়া, রাজশাহী
১৮ই ফেব্রুয়ারী ২০২০ খ্রিঃ

মুনাফাখোরী

পুঁজির বর্ধিত অংশকে বলা হয় মুনাফা বা লাভ। আর পুঁজির ক্ষয়প্রাপ্ত অংশকে বলা হয় লোকসান। অর্থাৎ পুঁজি বা মূলধন যদি এর মোট পরিমাণের চেয়ে বেশী হয় তাহলে এর বর্ধিত অংশকে বলা হয় মুনাফা। অন্যদিকে পুঁজি যদি এর মোট পরিমাণের চেয়ে কমে যায় তাহলে এর হ্রাসপ্রাপ্ত অংশকে বলা হয় লোকসান।

ব্যবসায় লাভ বা লোকসান আসে বিনিয়োগ বা Investment থেকে; আর বিনিয়োগ করতে হয় 'বায়' বা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে। বিনিয়োগ মানে হচ্ছে লাভ করার উদ্দেশ্যে কোন পণ্যসামগ্রী বা সেবা ক্রয় বা উৎপাদন করা, যাতে লোকসানের ঝুঁকিও অবশ্যই বহন করতে হয়। অর্থাৎ বিনিয়োগের উদ্দেশ্য লাভ করা হলেও সকল বিনিয়োগে সব সময়ই লাভ হয় না বা সকল বিনিয়োগ লাভ দিতে পারে না। যে দামে পণ্য বা সেবা ক্রয় বা উৎপাদন করা হয়েছে, তার চেয়ে বেশী দামে তা বিক্রয় করতে পারলেই কেবল লাভ হয়।

কোন কারণে পণ্যসামগ্রী বা সেবার বাজার পড়ে গেলে বিনিয়োগকারীকে অবশ্যই লোকসান গুণতে হয়। অপরদিকে যদি বাজারদর উঠে যায় তবে সে আশার চেয়েও বেশী লাভবান হয়ে থাকে। সুতরাং লাভ-লোকসানের বিষয়টি আসলে বাজারের উপরই নির্ভরশীল বললে অত্যুক্তি হয় না।[১৯] এজন্যই বলা হয়, السوق نـــبض لحركـــة التجـــارة 'বাজার ব্যবসায়িক লেনদেনের হৃদস্পন্দন'।[২০]

মুনাফার সংজ্ঞা :

মুনাফা শব্দের আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে رِبْحٌ। যেমন বলা হয়, رَبِحَ التَّاجِرُ فِيْ تِجَارَتِهِ 'ব্যবসায়ী তার ব্যবসায় লাভ করেছে', رَبِحَتْ تِجَارَتُهُ 'তার ব্যবসা

---

১৯. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, 'সুদ, ক্রয়-বিক্রয়, মুনাফা, ভাড়া : সম্যক ধারণা', ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরীয়াহ্ পরিপালন প্রয়োগ পদ্ধতি, সম্পাদনায় : মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান ও বিএম হাবিবুর রহমান (ঢাকা : কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, ৩য় মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৫), পৃঃ ৬২-৬৩।

২০. উছূলুল ইকতিছাদ আল-ইসলামী, পৃ: ২৬১।

লাভজনক হয়েছে'।[২১] কুরআন মাজীদ ও হাদীছে এ অর্থে শব্দটির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন, فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، 'কিন্তু তাদের এ ব্যবসা লাভজনক হয়নি এবং তারা সুপথ প্রাপ্ত হয়নি' *(বাক্বারাহ ২/১৬)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِى الْمَسْجِدِ فَقُوْلُوْا لاَ أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيْهِ ضَالَّةً فَقُوْلُوْا لاَ رَدَّ اللهُ عَلَيْكَ، 'যখন তোমরা দেখবে, কেউ মসজিদে বিক্রয় বা ক্রয় করছে, তখন বলবে, আল্লাহ তোমার ব্যবসাকে লাভজনক না করুন! আর যখন দেখবে, কেউ মসজিদে কোন হারানো বস্তুর বিজ্ঞপ্তি প্রচার করছে, তখন বলবে, আল্লাহ তোমাকে তা ফেরত না দিন'।[২২]

আর মুনাফার ইংরেজী প্রতিশব্দ Profit। মুনাফার সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে ড. মাহমূদ আব্দুর রহমান আব্দুল মুনঈম বলেন, نَمَاءُ الْمَالِ نَتِيْجَةَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، 'ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে সম্পদ বা মূলধন বৃদ্ধি হওয়া'।[২৩]

ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানী ইবনে খালদূন বলেন, ان التجـــارة محاولـــة الكسب بتنمية المال بشراء السلع بالرخص وبيعها بالغلاء... وذلك القدر النـــامى يســـمى ربحـــا- 'সস্তায় পণ্য ক্রয় করে বেশী দামে বিক্রি করে মূলধনের প্রবৃদ্ধি ঘটানোর মাধ্যমে উপার্জনের প্রচেষ্টা চালানো হ'ল ব্যবসা। ...আর ব্যবসার মাধ্যমে অর্জিত এ বাড়তি পরিমাণটাকেই বলা হয় মুনাফা'।[২৪]

---

২১. *আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়্যাহ (কুয়েত: ওযারাতুল আওক্বাফ ওয়াশ শুউন আল-ইসলামিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ ১৪১২হিঃ/১৯৯২ খ্রিঃ), ২২/৮৩; আল-মু'জামুল ওয়াসীত (নয়াদিল্লী : দার লিইশা'আতে ইসলামিয়াহ, তাবি), পৃ: ৩২২।*

২২. *তিরমিযী হা/১৩২১; হাকেম ২/৬৫; মিশকাত হা/৭৩৩; হাদীছ ছহীহ।*

২৩. *ড. মাহমূদ আব্দুর রহমান আব্দুল মুনঈম, মু'জামুল মুছতালাহাত ওয়াল আলফায আল-ফিক্বহিয়্যাহ (কায়রো: দারুল ফাযীলাহ, ১৯৯৯), ২/১২০।*

২৪. *মুক্বাদ্দামা ইবনে খালদূন (কায়রো: দারু ইবনিল জাওযী, ১৪৩১/২০১০), পৃ: ৩২৮।*

ইমাম রাগিব ইস্পাহানী মুনাফার সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলেন, الربح: الزيادة الحاصلة فى المبايعة ثم يُتَجَوَّزُ به فى كل ما يعود من ثمـــرة عمـــل– ‘ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্জিত বাড়তি সম্পদকে মুনাফা বলা হয়। ... পরে তা পরোক্ষ অর্থে কর্মের ফল হিসাবে যা কিছু ফিরে আসে তাকে বোঝায়’।[২৫]

সূদ ও মুনাফার মধ্যে পার্থক্য :

অনেকে সূদ ও মুনাফাকে একই মনে করেন। এমনকি ‘সূদ তো মুনাফার মতই’ বলতেও দ্বিধা করেন না। অথচ এ দু’য়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, যা নিম্নরূপ :

(ক) সূদ হ’ল একই জাতীয় জিনিসের বিনিময়ে অতিরিক্ত গ্রহণ করা, যা হারাম *(বাক্বারাহ ২/২৭৫; মুসলিম হা/১৫৮৮)*। আর মুনাফা হ’ল হালাল ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জিত লভ্যাংশ।

(খ) সূদ হ’ল ঋণের শর্ত অনুযায়ী ঋণগ্রহীতা কর্তৃক ঋণদাতাকে মূল অর্থের সাথে প্রদেয় অতিরিক্ত অর্থ। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, كُلُّ قَرْضٍ جَـــرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا ‘প্রত্যেক ঋণ যা লাভ নিয়ে আসে, সেটিই সূদ’।[২৬] পক্ষান্তরে মুনাফা হ’ল উৎপাদনের মূল্য ও উৎপাদন খরচের পার্থক্য।

(গ) সূদ পূর্ব নির্ধারিত। অপরপক্ষে মুনাফা অর্জিত হয় পরে।

(ঘ) সূদে কোন ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা নেই। অপরপক্ষে কোন উদ্যোগে বা কারবারে মুনাফা না হয়ে লোকসানও হ’তে পারে। এক্ষেত্রে মূলধন সরবরাহকারী এবং উদ্যোক্তা উভয়ের ক্ষেত্রেই ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বিদ্যমান।

(ঙ) সূদ কখনই ঋণাত্মক হ’তে পারে না। বড় জোর খুবই কম বা তাত্ত্বিকভাবে শূন্য হ’তে পারে। মুনাফা ধনাত্মক, শূন্য এমনকি ঋণাত্মক (অর্থাৎ লোকসান) হ’তে পারে।

---

২৫. *রাগিব ইস্পাহানী, আল-মুফরাদাতু ফী গারীবিল কুরআন (বৈরূত: দারুল মা‘রিফাহ, ১৪২০ হিঃ), পৃ: ১৯১।*

২৬. *ইরওয়া হা/১৩৯৭-এর আলোচনা দ্রঃ।*

(চ) সূদের ক্ষেত্রে ঋণদাতা সময় ও শ্রম বিনিয়োগ করে না। পক্ষান্তরে মুনাফা উদ্যোক্তা ও পুঁজির যোগানদাতার সময় ও শ্রম বিনিয়োগের ফল।[২৭]

মোদ্দাকথা হালাল ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জিত লভ্যাংশকে বলা হয় মুনাফা। আর মিথ্যা, ধোঁকা ও অবৈধ উপায়ে লাভ করার নেশায় যে মত্ত থাকে তাকে বলা হয় মুনাফাখোর (Profiteer)।

ইসলামের দৃষ্টিতে মুনাফাখোরী :

মহান আল্লাহ বলেন, وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا 'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন ও সূদকে হারাম করেছেন' *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*।

ব্যবসার লক্ষ্য হ'ল সম্পদের প্রবৃদ্ধি ঘটানো বা মুনাফা লাভ করা। ব্যবসার মাধ্যমে মূলধনের মুনাফা লাভ ইসলামে সম্পূর্ণরূপে জায়েয। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না, তোমাদের পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা ব্যতীত...' *(নিসা ৪/২৯)*। অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, لا تتعاطوا الأسباب المحرمة فى اكتساب الأموال، ولكن المتاجر المشروعة التى تكون عن تراض من البائع والمشترى فافعلوها وتسببوا بها فى تحصيل الأموال- 'ধন-সম্পদ উপার্জনে তোমরা অবৈধ পন্থা সমূহ অবলম্বন করো না। তবে ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্মতিতে বৈধ ব্যবসা করো এবং এর মাধ্যমে সম্পদ অর্জন করো'।[২৮]

মানুষ ব্যবসার মাধ্যমে হালাল উপায়ে যে মুনাফা বা লাভ অর্জন করে, কুরআন মাজীদে তাকে 'আল্লাহ্র অনুগ্রহ' (فضل الله) বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ، 'অতঃপর ছালাত শেষ হ'লে তোমরা

২৭. *প্রফেসর শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, সূদ (রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ২০১০), পৃ: ১০-১১।*

২৮. *হাফেয ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (কায়রো : দারুল হাদীছ, ১৪২২হিঃ/২০০২খ্রিঃ), ২/২৯৭।*

যমীনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ তালাশ কর। আর তোমরা আল্লাহকে অধিকহারে স্মরণ কর যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' *(জুমু'আহ ৬২/১০)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللهِ 'কেউ আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ-বিদেশ ভ্রমণে বের হবে' *(মুয্যাম্মিল ৭৩/২০)*। তিনি আরো বলেন, وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، 'তিনিই সমুদ্রকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা সেখান থেকে তাযা মাছ ভক্ষণ করতে পার এবং সেখান থেকে তোমাদের পরিধেয় রত্নালংকার আহরণ করতে পার। তুমি তার বুক চিরে নৌযান চলতে দেখ যাতে তোমরা সেখান থেকে তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর' *(নাহল ১৬/১৪)*।

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় হালাল-হারাম বাছ-বিচার না করে যেকোন উপায়ে মুনাফা অর্জনের অবাধ সুযোগ রয়েছে। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতিতে অবৈধ ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জিত মুনাফা অবৈধ বা হারাম। কারণ তা শোষণের হাতিয়ার।

ইসলামী শরী'আতে মুনাফা বা লাভের কোন পরিমাণ নির্ধারিত নেই। বরং তা সাধারণ বাজারদরের উপর নির্ভরশীল। মূলতঃ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় হল- **১.** তাতে যুলুম না থাকা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اِتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'তোমরা যুলুম থেকে বেঁচে থাক। কেননা যুলুম ক্বিয়ামতের দিন ঘন অন্ধকার হয়ে দেখা দিবে'।[২৯] ২. ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের সম্মতি *(নিসা ৪/২৯)*।[৩০] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাইতো বলেছেন, إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ 'ক্রয়-বিক্রয় কেবল পারস্পরিক সম্মতিতে অনুষ্ঠিত হয়'।[৩১]

---

২৯. মুসলিম হা/২৫৭৮; মিশকাত হা/১৮৬৫।
৩০. মাসিক আত-তাহরীক, সেপ্টেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ৩৭/৪৩৭, পৃঃ ৪২।
৩১. ইবনু মাজাহ হা/২১৮৫; ইবনু হিব্বান হা/৪৯৬৭; ইরওয়াউল গালীল হা/১২৮৩, হাদীছ ছহীহ।

উরওয়া বিন আবিল জা‘দ আল-বারেকী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

عَرَضَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم جَلَبٌ فَأَعْطَانِى دِيْنَاراً وَقَالَ أَىْ عُرْوَةُ ائْتِ الْجَلَبَ فَاشْتَرِ لَنَا شَاةً. فَأَتَيْتُ الْجَلَبَ فَسَاوَمْتُ صَاحِبَهُ فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ شَاتَيْنِ بِدِيْنَارٍ فَجِئْتُ أَسُوْقُهُمَا أَوْ قَالَ أَقُوْدُهُمَا فَلَقِيَنِىْ رَجُلٌ فَسَاوَمَنِىْ فَأَبِيْعُهُ شَاةً بِدِيْنَارٍ فَجِئْتُ بِالدِّيْنَارِ وَجِئْتُ بِالشَّاةِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَذَا دِيْنَارُكُمْ وَهَذِهِ شَاتُكُمْ. قَالَ وَصَنَعْتَ كَيْفَ. قَالَ فَحَدَّثْتُهُ الْحَدِيْثَ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُ فِىْ صَفْقَةِ يَمِيْنِهِ-

‘নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট পশুর একটি চালানের সংবাদ আসল। তিনি আমাকে একটি দীনার দিয়ে বললেন, উরওয়া! তুমি চালানটির নিকট যাও এবং আমাদের জন্য একটি বকরী ক্রয় করে নিয়ে আস। তখন আমি চালানটির কাছে গেলাম এবং চালানের মালিকের সাথে দরদাম করে এক দীনার দিয়ে দুইটি বকরী ক্রয় করলাম। বকরী দু’টি নিয়ে আসার পথে এক লোকের সাথে আমার সাক্ষাৎ হ’ল। লোকটি বকরী ক্রয় করার জন্য আমার সাথে দরদাম করল। তখন আমি তার নিকট এক দীনারের বিনিময়ে একটি বকরী বিক্রয় করলাম এবং একটি বকরী ও এক দীনার নিয়ে চলে এলাম। এসে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! এই হচ্ছে আপনার দীনার এবং এই হচ্ছে আপনার বকরী। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, এটা তুমি কিভাবে করলে? উরওয়া (রাঃ) বলেন, আমি তখন তাঁকে ঘটনাটি বললাম। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে আল্লাহ! আপনি তার হাতের লেন-দেনে বরকত দিন’।[৩২]

উক্ত হাদীছ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, বৈধভাবে শতভাগ লাভ করলেও তাতে কোন সমস্যা নেই।

সঊদী আরবের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদের এক ফৎওয়ায় বলা হয়েছে, ليست الأرباح في التجارة محدودة، بل تتبع أحوال العرض والطلب، كثرة وقلـــة،

৩২. বুখারী হা/৩৬৪২; আবূদাঊদ হা/৩৩৮৪; তিরমিযী হা/১২৫৮; আহমাদ হা/১৯৩৬২।

لكن يستحسن للمسلم تاجراً أو غيره أن يكون سهلاً سمحاً في بيعه وشرائه، وألا ينتهز فرصة غفلة صاحبه، فيغبنه في البيع أو الشراء، بل يراعي حقوق الأُخوّة الإسلامية، 'ব্যবসায়ে লাভ বা মুনাফা নির্ধারিত নেই। বরং সরবরাহ ও চাহিদার অবস্থা অনুপাতে মুনাফা কম বা বেশী হতে পারে। কিন্তু মুসলিম ব্যক্তি ব্যবসায়ী হৌক বা অন্য কেউ হোক তার জন্য উত্তম হল, ক্রয়-বিক্রয়ে সরল ও উদার হওয়া এবং ক্রেতার সরলতার সুযোগ নিয়ে তাকে ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকা না দেয়া। বরং সে মুসলিম ভ্রাতৃত্বের অধিকার সমূহের প্রতি খেয়াল রাখবে'।[৩৩]

সঊদী আরবের সাবেক গ্র্যাণ্ড মুফতী শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) এক ফৎওয়ায় বলেন,

ليس للربح حد محدود، بل يجوز الربح الكثير والقليل إلا إذا كانت السلع موجودة في السوق بأسعار محددة معلومة فليس له أن يغر الناس، بل عليه أن يخبر الناس يقول هذه السلعة موجود بأسعار كذا وكذا.. لكن سلعتي أنا هذه ما أبيعها بالسعر هذا، فإذا أحب أن يشتريها بزيادة فلا بأس، لكن يرشد الناس إلى الأسعار الموجودة، أما إذا كانت الأسعار غير موجودة ولا محددة فله يبيع بما أراد من الثمن-

'লাভ বা মুনাফার কোন পরিমাণ নির্ধারিত নেই। বরং বেশী ও কম লাভ করা জায়েয। তবে বাজারে পণ্য যদি নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট মূল্যে মওজুদ থাকে তাহলে বিক্রেতার জন্য মানুষকে ধোঁকা দেয়া ঠিক নয়। বরং তার কর্তব্য হল মানুষকে জানিয়ে দেয়া যে, এই দ্রব্যটি এত মূল্যে (বাজারে) মওজুদ আছে। কিন্তু আমি এই মূল্যে আমার এই পণ্যটি বিক্রি করব না। এক্ষণে ক্রেতা যদি বেশী মূল্যে তা ক্রয় করতে পসন্দ করে তাতে কোন দোষ নেই। তবে বিক্রেতা বাজার দাম সম্পর্কে মানুষকে অবগত করবে। আর মূল্য যদি নির্ধারিত না থাকে তাহলে সে যেকোন মূল্যে বিক্রি করতে

৩৩. ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১৩/৯১, ফৎওয়া নং ৬১৬১।

পারে’।[৩৪]

ইসলাম সূদের মাধ্যমে মুনাফা লাভের পন্থাকে হারাম ঘোষণা করেছে। তার পরিমাণ কম বা বেশী যাই হোক। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ، ‘হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সূদের পাওনা যা বাকী রয়েছে, তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা সত্যিকারের মুমিন হয়ে থাক’ *(বাক্বারাহ ২/২৭৮)*। আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বলেন, إِنَّ الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيْرُ إِلَى قُلٍّ، ‘সূদের দ্বারা সম্পদ যতই বৃদ্ধি পাক না কেন তার শেষ পরিণতি হ’ল নিঃস্বতা’।[৩৫]

সারকথা হল ইসলামী অর্থনীতিতে বৈধ ও সুবিচারপূর্ণ মুনাফা হচ্ছে-

১. যা সাধারণ সুস্থ-শান্ত অবস্থায় চাহিদা ও সরবরাহের নিয়মাধীন উন্মুক্ত স্বাধীন বাজারে লেনদেনের দরুন অর্জিত হয়।

২. উৎপাদন ব্যবস্থা ও পণ্য বিক্রয়ের কাজে নিযুক্ত শ্রমজীবিদের প্রাপ্য যথাযথভাবে আদায় করার পর ব্যবসায়ীদের নিকট যতটা উদ্বৃত্ত থাকবে।

৩. ব্যবহারকারীদের ক্রয়ক্ষমতা থেকে আনুপাতিক মূল্যে যা অর্জিত হবে।[৩৬]

মুনাফাখোরী প্রতিরোধে ইসলামে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ :

ইসলাম মুনাফাখোরীকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে এবং তা প্রতিরোধের জন্য কয়েক ধরনের কারবারকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। যথা-

১. পণ্যমূল্য জানে না এমন ক্রেতার নিকট থেকে বেশী মূল্য আদায় করা ইসলামে নিষিদ্ধ এবং এটা এক ধরনের ধোঁকার শামিল। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) এ প্রসঙ্গে বলেন,

وَمَنْ عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ يَغْبِنُهُمْ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَةَ؛ بَلْ يُمْنَعُ مِنْ الْجُلُوسِ فِي سُوقِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَلْتَزِمَ طَاعَةَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَلِلْمَغْبُونِ أَنْ يَفْسَخَ الْبَيْعَ فَيَرُدَّ

৩৪. *https://binbaz.org.sa/old/28754*

৩৫. *আহমাদ হা/৩৭৫৪; মিশকাত হা/২৮২৭, সনদ ছহীহ।*

৩৬. *মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০), পৃ: ১৪।*

السِّلْعَةَ وَيَأْخُذَ الثَّمَنَ وَإِذَا تَابَ هَذَا الْغَابِنُ الظَّالِمُ وَلَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَى الْمَظْلُومِيْنَ حُقُوقَهُمْ فَلْيَتَصَدَّقْ بِمِقْدَارِ مَا ظَلَمَهُمْ بِهِ وَغَبَنَهُمْ؛ ؛ لِتَبْرَأَ ذِمَّتُهُ بِذَلِكَ مِنْ ذَلِكَ-

'কোন বিক্রেতা সম্পর্কে যদি জানা যায় যে, সে ক্রেতাদেরকে ধোঁকা দেয় তাহ'লে সে শাস্তির হকদার হবে। এমনকি আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য অবলম্বন না করা পর্যন্ত তাকে মুসলমানদের বাজারে বসা থেকে নিষেধ করা হবে। অন্যদিকে প্রতারিত ব্যক্তি বিক্রয় ভঙ্গ করে পণ্য ফিরিয়ে দিয়ে মূল্য গ্রহণ করতে পারে। আর যদি এই অত্যাচারী প্রতারক তওবা করে এবং অত্যাচারিতদের কাছে তাদের পাওনা ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব না হয়, তাহলে সে ক্রেতার সাথে কৃত প্রতারণা ও যুলুমের পরিমাণ মাফিক ছাদাক্বা করবে। যাতে এর দ্বারা আল্লাহ্র যিম্মা (পাকড়াও) থেকে সে রেহাই পায়'।[৩৭]

২. অনেক সময় ব্যবসায়ীরা বেশী মুনাফা অর্জনের জন্য নিজের পণ্যের প্রশংসা করে মিথ্যা কসম করে। এতে হয়ত সাময়িক লাভ হয়, কিন্তু এরূপ ধোঁকাপূর্ণ ব্যবসায়ে বরকত থাকে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ 'কসম দ্বারা পণ্যের কাটতি বাড়ে তবে তা বরকত নির্মূল করে দেয়'।[৩৮]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, اَلْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلرِّبْحِ 'কসম দ্বারা মালের কাটতি বাড়ে তবে তা মুনাফা নির্মূল করে দেয়'।[৩৯]

ব্যবসায়ে পণ্যের কাটতি বাড়ানোর জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কসম করাকে নিষেধ করেছেন স্পষ্ট ভাষায়। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِى الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ 'ব্যবসায়ে অধিক কসম খাওয়া হতে

৩৭. *ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূঊল ফাতাওয়া (সঊদী আরব: আর-রিআসাহ আল-আম্মাহ লিশুঊনিল হারামাইন আশ-শরীফাইন, তাবি), ২৯/৩৬০-৩৬১।*

৩৮. *বুখারী হা/২০৮৭; আবূদাঊদ হা/৩৩৩৫।*

৩৯. *মুসলিম হা/১৬০৬।*

বিরত থাক। এর দ্বারা মাল বেশী বিক্রি হলেও বরকত দূর হয়ে যায়'।[৪০]

ব্যবসা-বাণিজ্যে অত্যধিক কসম করা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ সম্পর্কে শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) তাঁর জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ'তে বলেন,

يكره إكثار الحلف فى البيع لشيئين: كونه مظنة لتغرير المتعاملين، وكونه سببا لزوال تعظيم اسم الله من القلب، والحلف الكاذب منفقة للسلعة لان مبنى الإنفاق على تدليس المشترى، وممحقة للبركة لأن مبنى البركة على توجه دعاء الملائكة إليه، وقد تباعدت بالمعصية بل دعت عليه-

'দু'টি কারণে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অত্যধিক কসম করা অপছন্দনীয়। ১. এটা ক্রেতাদের ধোঁকা দেওয়ার শামিল। ২. তা হৃদয় থেকে আল্লাহ্র নামের মর্যাদা দূরীভূত হওয়ার কারণ। আর মিথ্যা কসম পণ্যের কাটতি বৃদ্ধি করে। কেননা তখন কাটতি বাড়ার ভিত্তি হয় ক্রেতাকে ধোঁকা দেওয়া এবং তা (মিথ্যা কসম) বরকত নির্মূল করে। কেননা তার (বিক্রেতার) জন্য ফেরেশতামণ্ডলীর দো'আ বরকতের ভিত্তি। আর পাপের কারণে সেই বরকত দূরীভূত হয়ে যায়। এমনকি ফেরেশতাগণ তার উপর বদদো'আ করে'।[৪১]

৩. নাজাশ : নাজাশ শব্দের মূল অর্থ হচ্ছে- اَلْمَدْحُ وَالْـإِطْرَاءُ অর্থাৎ কোন জিনিসের অতিরিক্ত প্রশংসা করা।[৪২] এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে ইবনু হাযম আন্দালুসী (রহঃ) বলেন, هو أن يريد البيع فينتدب إنسان للزيادة فى البيع، وهو لا يريد الشراء لكن ليغتر غيره فيزيد بزيادته-

'বিক্রেতা কর্তৃক জিনিস বিক্রি করার জন্য কাউকে নিযুক্ত করা যাতে সে বেশী দাম বলে। বস্তুতঃ সে তা ক্রয় করার জন্য নয়; বরং অন্যকে প্রতারিত

৪০. মুসলিম হা/১৬০৭; ইবনু মাজাহ হা/২২০৯।
৪১. শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ (বৈরূত: দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ), ২/২০৩।
৪২. মু'জামুল মুছতালাহাত ওয়াল আলফায আল-ফিক্বহিয়্যাহ, ৩/৪০০।

করার জন্য এরূপ দাম বলে। যাতে ক্রেতা তার দাম শ্রবণ করে আরো বেশী দাম বলে'।[৪৩]

'বিদায়াতুল মুজতাহিদ' গ্রন্থে বলা হয়েছে, هو أن يزيد أحد فى سلعة وليس فى نفسه شراؤها، يريد بذلك أن ينفع البائع ويضر المشترى– 'নাজাশ হ'ল কেউ পণ্যের বেশী দাম বলবে অথচ তা কেনার ইচ্ছা তার নেই। এর দ্বারা সে বিক্রেতার লাভ এবং ক্রেতার ক্ষতি সাধন করতে চায়'।[৪৪]

ফকীহগণ উল্লেখ করেছেন নাজাশের মধ্যে এটিও অন্তর্ভুক্ত যে, বিক্রেতা বলবে, আমি এই জিনিসটি এত দামে ক্রয় করেছি। অথচ সে মিথ্যাবাদী। ক্রেতা যাতে ধোঁকায় পড়ে বেশী দামে ক্রয় করে সেজন্য সে মিথ্যা দামের কথা বলে। অথবা বিক্রেতা বলবে, এই পণ্যের জন্য আমাকে এত দাম দেয়া হয়েছে। অথবা বলবে, এই পণ্যের এত মূল্য হাঁকা হয়েছে। অথচ সে মিথ্যাবাদী। তার উদ্দেশ্য হ'ল ক্রেতাদেরকে ধোঁকা দেয়া। যাতে তার এই কল্পিত মিথ্যা দামের চেয়ে তারা বেশী দাম বলে। এটিও নাজাশ। যা থেকে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন।[৪৫] এটি মুসলমানদের সাথে প্রতারণা করা এবং মিথ্যা বলে তাদের ধোঁকা দেয়া।

তাছাড়া ব্যবসায়ীরা বা দোকানদাররা যদি এ মর্মে ঐক্যমত পোষণ করে যে, কোন পণ্য আমদানী হলে কেউ কারো চেয়ে বেশী দাম বলবে না। যাতে আমদানীকারক সস্তা মূল্যে তাদের নিকট সেই পণ্যটি বিক্রি করতে বাধ্য হয়। আর সবাই এর সুবিধাভোগী হয়। শায়খ ছালেহ ফাওযান বলেন, فهذا حرام وهذا من النجش وأكل أموال النـــاس بالباطـــل، 'এটি হারাম, নাজাশের অন্তর্ভুক্ত এবং অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করার নামান্তর'।[৪৬]

---

৪৩. ইবনু হাযম, আল-মুহাল্লা বিল-আছার (বৈরূত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তাবি), ৭/৩৭২।

৪৪. ইবনু রুশদ আল-কুরতুবী, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাছিদ (বৈরূত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৪০৮হিঃ/১৯৮৮খ্রিঃ), ২/১৬৭।

৪৫. বুখারী হা/২৭২৭, ৬৯৬৩।

৪৬. ড. ছালেহ বিন ফাওযান, আল-বুয়ূ আল-মানহী আনহা ফিল ইসলাম (রিয়াদ : মাকতাবাতুছ ছাফাদী, ১ম প্রকাশ, ১৪১১/১৯৯১), পৃঃ ২৪-২৫।

ক্রেতাদেরকে ধোঁকা দিয়ে মুনাফা অর্জনের এ উপায়কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কঠোরভাবে নিষেধ করে বলেন, لاَ تَنَاجَشُوا ‘তোমরা দালালী করো না’।[৪৭]

ইবনু কুদামা (রহঃ) বলেন, ولأن فى ذلك تغريرا بالمشترى، وخديعة له، ‘এ ধরনের বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হ’ল, এটি ক্রেতার সাথে প্রতারণা করা ও তাকে ধোঁকা দেয়ার শামিল’।[৪৮] আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اَلْخَدِيعَةُ فِى النَّارِ ‘প্রতারক জাহান্নামী’।[৪৯]

৪. তালাক্কী : আল্লামা তাহের পট্টনী ‘তালাক্কী’র সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলেন,

هو أن يستقبل المصرى البدوى قبل وصوله إلى البلد ويخبره بكساد ما معه كذبا ليشترى منه سلعته بالوكس وأقل من الثمن-

‘গ্রামের লোক শহরে প্রবেশের পূর্বেই শহুরে তার সাথে সাক্ষাৎ করে তার সাথে আনীত পণ্যের বাজার মন্দার মিথ্যা সংবাদ প্রদান করবে অল্পমূল্যে তা ক্রয় করার জন্য। এটাই হচ্ছে তালাক্কী’।[৫০]

ড. ওয়াহবা আয-যুহায়লী বলেন, هو مبادرة بعض أهل المدينة أو البلد لتلقى الآتين إليها، فيشترى منهم ما معهم، ثم يبيع كما يرى لأهل البلد- ‘কোন শহুরে গ্রাম থেকে পণ্য নিয়ে শহরের দিকে আগত লোকদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের পণ্য কিনে নিয়ে পরে তার ইচ্ছামত দামে শহর-নগরবাসীদের কাছে বিক্রি করাকে তালাক্কী বলে’।[৫১]

মুনাফাখোরীর পথকে রুদ্ধ করার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাজারে মাল আসার পূর্বেই বাইরে বাইরে এভাবে ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন,

---

৪৭. বুখারী হা/২১৪০; মুসলিম হা/১৪১৩; আবূদাঊদ হা/৩৪৩৮; নাসাঈ হা/৩২৩৯।

৪৮. আল-মুগনী, ৬/৩০৪-৫।

৪৯. বুখারী হা/২১৪২-এর পূর্বে।

৫০. আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী (বৈরূত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৪১০হিঃ/১৯৯০ খ্রিঃ), ৪/৩৪৫।

৫১. ড. ওয়াহবা আয-যুহায়লী, আল-ফিক্বহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু (দামেশক: দারুল ফিকর, ৩য় সংস্করণ ১৪০৯হিঃ/১৯৮৯খ্রিঃ), ৪/২৩৯।

وَلاَ تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ، 'বিক্রয়ের বস্তু বাজারে উপস্থিত করার পূর্বে অগ্রগামী হয়ে তা ক্রয়ের জন্য যেও না'।[৫২]

উল্লেখিত ক্রয়-বিক্রয়ের ফলে মূল বাজারে পণ্যদ্রব্যের আমদানী ব্যাহত হয়। ফলে পণ্যের সঠিক মূল্যও নির্ধারিত হয় না। কেননা সঠিক মূল্য নির্ধারণ সম্ভব হয় বাজারে পণ্যের আমদানী ও তার চাহিদা অনুপাতে। কিন্তু উক্ত অবস্থায় বিক্রেতা বাজারের দর-দাম কিছুই জানতে পারে না। এজন্য নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, لاَ تَلَقَّوُا الْجَلَبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ، 'যারা বাজারে বিক্রি করার জন্য পণ্যদ্রব্য নিয়ে আসছে, অগ্রগামী হয়ে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে না। যদি কেউ তার সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তার নিকট থেকে কোন বস্তু ক্রয় করে, তবে ঐ পণ্যের মালিক বাজারে আসার পর (উক্ত বিক্রয়কে ভঙ্গ করার) অবকাশ পাবে'।[৫৩]

শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) বলেন,

وهذا مظنة ضرر بالبائع لأنه إن نزل بالسوق كان أغلى له،... وضرر بالعامة لأنه تَوَجَّهَ فى تلك التجارة حقُّ أهل البلد جميعا، والمصلحة المدنية تقتضى أن يقدم الأحوج فالأحوج.... فاستئثار واحد منهم بالتلقى نوع من الظلم-

'এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ে বিক্রেতার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কেননা যদি সে বাজারে পৌঁছতে পারত, তাহলে বেশী মূল্যে বিক্রি করতে পারত।... অনুরূপভাবে এটা সাধারণ লোকদেরও ক্ষতির কারণ। কেননা তাতে শহরের সকল অধিবাসীর হক রয়েছে। যে অধিক মুখাপেক্ষী তার কাছে পণ্য পৌঁছিয়ে দেয়া নাগরিক কল্যাণের দাবী। সুতরাং তালাক্কীর মাধ্যমে তাদের একজনের সকল মাল একচেটিয়াভাবে দখল করা এক ধরনের যুলুম'।[৫৪]

---

৫২. বুখারী হা/২১৬৫; আবূদাঊদ হা/৩৪৩৬।
৫৩. মুসলিম হা/১৫১৯; দারেমী, ২/৭০৫, হা/২৫৬৬।
৫৪. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ২/২০১।

ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, وَهُوَ خِدَاعٌ فِى الْبَيْعِ، وَالْخِدَاعُ لَا يَجُوْزُ ‘এটা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ধোঁকা দেয়ার নামান্তর। আর ধোঁকা দেয়া নাজায়েয’।[৫৫]

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, هُوَ ضَرْبٌ مِنَ الْخَدِيْعَـــةِ ‘এটা এক ধরনের প্রতারণা’।[৫৬]

৫. ইসলামে মজুদদারীকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যাতে মুনাফাখোরির কোন সুযোগ না থাকে। কারণ মুজদদারির উদ্দেশ্যই হচ্ছে অত্যধিক মুনাফা অর্জন। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ ‘যে পণ্য মজুদ করে, সে পাপী’।[৫৭]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, هذا الحـــديث صـــريح فى تحـــريم الاحتكـــار ‘মজুদদারী নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে এ হাদীছটি দ্ব্যর্থহীন’।[৫৮]

উল্লেখ্য যে, সাধারণভাবে পণ্য মজুদ করা দোষের নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের পরিবারের জন্য এক বছরের খাদ্য মজুদ রেখেছেন।[৫৯] তবে বাজারে পণ্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে মুনাফাখোরির উদ্দেশ্যে মজুদ করলে অবশ্যই তা অপরাধ হবে।[৬০]

৬. ঈনা ক্রয়-বিক্রয় : কোন ব্যক্তি কারো নিকট বাকীতে নির্দিষ্ট দামে কোন জিনিস বিক্রি করবে এবং সেটি তার নিকট হস্তান্তর করবে। অতঃপর মূল্য গ্রহণের পূর্বে বিক্রিত মূল্যের চেয়ে কম দামে নগদে বস্তুটি ক্রয় করে নিবে। অতঃপর নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে ১ম ক্রেতার কাছ থেকে ১ম নির্ধারিত মূল্য গ্রহণ করবে। এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়কে ‘বায়য়ে ঈনা’ বলা হয়। যেমন বিক্রেতা ১ বছরের জন্য কারো কাছে ১২০০০/- টাকায় একটি জিনিস বিক্রি করল।

---

৫৫. বুখারী ‘ক্রয়-বিক্রয়’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৭১, হা/২১৬২-এর পূর্বে।
৫৬. তিরমিযী হা/১২২১।
৫৭. মুসলিম হা/১৬০৫।
৫৮. ইমাম নববী, আল-মিনহাজ শারহু ছহীহ মুসলিম (বৈরূত: দারুর রাইয়ান লিত-তুরাছ, ১৪০৭ হিঃ/১৯৮৭খ্রিঃ), ১১/৪৩।
৫৯. বুখারী হা/৫৩৫৭।
৬০. মাসিক আত-তাহরীক, এপ্রিল’১১, প্রশ্নোত্তর ১৪/২৫৪, পৃঃ ৫১।

অতঃপর ক্রেতা মূল্য গ্রহণের পূর্বেই বিক্রেতা দশ হাযার টাকা দিয়ে তার কাছ থেকে সেটি ক্রয় করে নিল। পরে মেয়াদান্তে সে ১ম ক্রেতার কাছ থেকে ১২০০০/- অসুল করে নিল। এভাবে সে ২০০০/- টাকা বেশী লাভ করল। এটিকেই বলা হয় 'বায়য়ে ঈনা'। ক্রেতা পণ্যের পরিবর্তে নগদ মূল্য গ্রহণ করার কারণে একে 'বায়য়ে ঈনা' বলা হয়।[৬১] অথবা বিক্রিত মূল বস্তুটি বিক্রেতার কাছে ফিরে আসার কারণে একে বায়য়ে ঈনা বলে (لأن عين المبيع رجعت إلى صاحبها)।[৬২]

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, فَهَذَا مَعَ التَّوَاطُؤِ يُبْطِلُ الْبَيْعَيْنِ؛ لِأَنَّهَا حِيلَةٌ، 'ঐক্যমত সত্ত্বেও এটি ক্রয়-বিক্রয়দ্বয়কে বাতিল করে দিবে। কেননা এটা কৌশল'।[৬৩] শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেছেন, هذه الزيادة ربا مكشوف 'এই অতিরিক্ত অর্থ খোলাখুলি সূদ'।[৬৪]

শায়খ ছালেহ ফাওযান বলেন, وهذا حرام لإنه احتيال على الربا كأنك بعت دراهم حاله بدراهم مؤجلة أكثر منها وجعلت السلعة مجرد حيلة ووسيلة إلى الربا، 'এটা হারাম। কারণ এটা সূদ খাওয়ার কৌশল। যেন আপনি বর্তমান মূল্যের চেয়ে বাকীতে বেশী মূল্যে বিক্রয় করলেন এবং স্রেফ সূদ খাওয়ার কৌশল ও মাধ্যম হিসাবে পণ্যকে গ্রহণ করলেন'।[৬৫]

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِــىْ بَيْعَــةٍ. 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একই বিক্রয়ে দুই বিক্রয়

---

৬১. *আল-ফিক্বহুল মুয়াসসার ফী যাওয়িল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ (মিসর : মাকতাবাতুল হুদা আল-মুহাম্মাদী, ২য় সংস্করণ, ১৪৩৭/২০১৬), পৃঃ ২২৮।*
৬২. *আল-বুয়ূ আল-মানহী আনহা ফিল ইসলাম, পৃঃ ২১-২২।*
৬৩. *মাজমূউল ফাতাওয়া ২৯/৩০।*
৬৪. *মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, আত-তাছফিয়াহ ওয়াত তারবিয়াহ ওয়া হাজাতুল মুসলিমীনা ইলায়হিমা (আম্মান, জর্ডান: আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়াহ, ১৪২১), পৃঃ ৮।*
৬৫. *আল-বুয়ূ আল-মানহী আনহা ফিল ইসলাম, পৃঃ ২১-২২।*

করতে নিষেধ করেছেন'।[৬৬] ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) ও তদীয় ছাত্র ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) উক্ত হাদীছে উল্লেখিত একই বিক্রয়ে দুই বিক্রয় দ্বারা বায়য়ে ঈনা বা ঈনা পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় উদ্দেশ্য বলে মত প্রকাশ করেছেন।[৬৭]

ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদ বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদের ফিক্বহের অধ্যাপক ড. সা'দ বিন তুর্কী আল-খাছলান বলেন, والمقصود بالنهى عن شرطين فى بيع فى حديثه صلى الله عليه وسلم (لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ فِى بَيْعٍ...) هو بيع العينة– 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ[৬৮] 'বিক্রয়ের সাথে ঋণের শর্ত যোগ করা, একই বিক্রয়ে দুই রকম শর্ত নির্ধারণ করা...'-এ একই বিক্রয়ে দুই শর্ত আরোপ নিষেধ দ্বারা উদ্দেশ্য হল বায়য়ে ঈনা'।[৬৯]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ ধরনের পাতানো ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করে বলেন, إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ 'যখন তোমরা প্রকৃত মূল্যের চেয়ে বাকীতে অধিক মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করবে, গরুর লেজ আঁকড়ে ধরবে, কৃষিকাজেই সন্তুষ্ট থাকবে (অর্থাৎ দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকবে এবং আখেরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিবে) এবং জিহাদ পরিত্যাগ করবে তখন আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্ছনাদায়ক ও অপমানকর অবস্থা চাপিয়ে দিবেন। তোমরা নিজেদের দ্বীনে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত আল্লাহ তোমাদেরকে এই অপমান ও লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি দিবেন না'।[৭০]

৭. নিজের কাছে মজুদ নেই এমন জিনিস বিক্রি করা ইসলামে নিষিদ্ধ। যেমন- ক্রেতা কোন ব্যবসায়ীর কাছে এসে কোন নির্দিষ্ট পণ্য কিনতে

---

৬৬. তিরমিযী হা/১২৩১; নাসাঈ হা/৪৬৩২।

৬৭. প্রফেসর ড. সা'দ বিন তুর্কী আল-খাছলান, ফিক্বহুল মু'আমালাত আল-মালিয়াহ আল-মু'আছিরাহ (রিয়াদ : দারুছ ছুমায়ঈ, ২য় সংস্করণ, ১৪৩৩ হিঃ/২০১২ খ্রিঃ), পৃঃ ১১৭।

৬৮. আবুদাঊদ হা/৩৫০৪; তিরমিযী হা/১২৩৪।

৬৯. ফিক্বহুল মু'আমালাত আল-মালিয়াহ আল-মু'আছিরাহ, পৃঃ ১১৭।

৭০. আবুদাঊদ হা/৩৪৬২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১১।

চাইল। অথচ সেই পণ্যটি এই ব্যবসায়ীর কাছে মজুদ নেই। এবার নগদে বা বাকীতে ক্রেতা ও বিক্রেতা চুক্তি ও মূল্যের ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছল। তখন পর্যন্ত ব্যবসায়ী বা বিক্রেতা পণ্যের মালিক নন। অতঃপর ব্যবসায়ী সেই পণ্য ক্রয় করে এনে ক্রেতার কাছে হস্তান্তর করল। এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় হারাম।[৭১] হাকীম বিন হিযাম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে বলল, يَأْتِينِى الرَّجُلُ يَسْأَلُنِى مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِى أَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أَبِيعُهُ قَالَ لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ 'আমার নিকট কোন ব্যক্তি এসে এমন জিনিস ক্রয় করতে চায়, যা আমার কাছে নেই। আমি কি বাজার থেকে পণ্য কিনে তারপর তার নিকট সেটি বিক্রি করব? তিনি বললেন, 'তোমার নিকট যা মজুদ নেই, তা তুমি বিক্রি করো না'।[৭২]

পরিশেষে বলা যায়, মুনাফাখোরী সমাজ ও জনকল্যাণ বিরোধী ঘৃণ্য পুঁজিবাদী মানসিকতা। অত্যধিক মুনাফা অর্জনের নেশায় বুঁদ হয়ে ব্যবসায়ীরা পণ্য-দ্রব্য মজুদ করে বাজারে পণ্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে। এমনকি অনেক সময় শত শত মণ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য (গম, আলু প্রভৃতি) গুদামে রেখে পচিয়ে ফেলা হয়। তবুও চড়া মূল্যের আশায় বাজারজাত করা হয় না। আবার কখনো কখনো মুনাফাখোর ব্যবসায়ীরা বাজারে পণ্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির জন্য আমদানীকৃত চাল/গম সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। এতে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির যাতাকলে সাধারণ মানুষ পিষ্ট হয়। দৈনন্দিন চাহিদা মেটাতে তাদের ওঠে নাভিশ্বাস। কিন্তু সেদিকে মুনাফাখোররা দৃষ্টিপাত করে না। ইসলাম এ ধরনের মুনাফাখোরী মনোভাবকে ধিক্কার দিয়েছে। তবে ইসলামে হালাল উপায়ে ব্যবসার মাধ্যমে মুনাফা অর্জনে কোন বাধা নেই। বরং তা বৈধ। কিন্তু অবৈধ ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জিত মুনাফা অবৈধ বা হারাম।[৭৩]

১৯৬০ সালে উপমহাদেশের প্রাচীনতম দৈনিক 'আজাদ'-এর 'হুশিয়ারী' শীর্ষক এক সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছিল, 'সততা ব্যবসায়ের ভিত্তি, এ

---

৭১. *আল-বুয়ূ আল-মানহী আনহা ফিল ইসলাম, পৃঃ ১৯-২০।*

৭২. *তিরমিযী হা/১২৩২; আবুদাঊদ হা/৩৫০৩; নাসাঈ হা/৪৬১৩; ইবনু মাজাহ হা/২১৮৭; ইরওয়া হা/১২৯২; হাদীছ ছহীহ।*

৭৩. إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا، حَرَّمَ ثَمَنَهُ *ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪৯৩৮, সনদ ছহীহ।*

কথাটা আজকাল অনেকটা অর্থহীন নীতিবাক্যের মত শোনা যায়। মুনাফার জন্যই যে ব্যবসায়ীরা ব্যবসায় পরিচালনা করেন, তাহা কেহই অস্বীকার করে না। ব্যবসায়ী সুলভ সততা বজায় রাখিয়াও মুনাফা অর্জ্জন করা যায় এবং সে পথে অগ্রসর হইলে ব্যবসায়ীরা সমাজের উপকার করিয়া থাকেন বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। কিন্তু গোপন পথে একমাত্র মুনাফার আদর্শ লইয়া ব্যবসায়ীরা যখন অগ্রসর হন তখন রাষ্ট্রীয় কড়াকড়ির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়'।[৭৪]

ফলকথা, মুনাফাখোরী, মজুদদারী ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি একটি অপরটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অত্যধিক মুনাফা অর্জনের জন্যই পণ্যদ্রব্য মজুদ করে রাখা হয়। আর এর ফলেই বাজারে পণ্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হয় এবং দ্রব্যমূল্য গগণচুম্বী হয়ে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যায়। তাই দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির লাগাম টেনে ধরার জন্য মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয়ভাবে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। গড়ে তুলতে হবে সামাজিক সচেতনতা। সাথে সাথে যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা চালু করে মজুদদারী ও মুনাফাখোরীর কবর রচনা করতে হবে।

---

৭৪. *ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী সম্পাদিত, আজাদ ও সমকালীন সমাজ (ঢাকা : বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ১ম প্রকাশ, জুলাই ২০০৪), পৃ. ৩৯২।*

Contents

মজুদদারী

অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে অন্তঃসারশূন্য ও বরবাদ করার জন্য যত প্রকার অর্থনৈতিক দুর্নীতি আছে তন্মধ্যে অন্যতম হ'ল মজুদদারী। মজুদদারির প্রভাবে দ্রব্যমূল্য আকাশচুম্বী হয়। এতে মানুষের জীবনযাত্রা ব্যাহত হয় এবং জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশেষ করে নিম্ন আয়ের মানুষের ওঠে নাভিশ্বাস। তাই ইসলামে মজুদদারী হারাম। এতদসত্ত্বেও বাজারের স্বাভাবিক গতিপ্রবাহে বাধা সৃষ্টিকারী এহেন দুষ্কর্ম ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাইতো আধুনিক অর্থনীতি গবেষক ড. আহমাদ আরাফাহ বলেন, ولقد أصبح الاحتكار ركيزة من ركائز النظام الرأسمالي الحديث، وسمة من سمات التعامل الاقتصادي في معظم الشركات، رغم أنه يحمل في طياته بذور الهلاك والدمار لما يسببه في ظلم وعنت وغلاء وبلاء، ولما فيه من إهدار لحرية التجارة والصناعة، وسد لمنافذ العمل وأبواب الرزق أمام غير المحتكرين. 'মজুদদারী আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্যতম ভিত্তি এবং অধিকাংশ কোম্পানীতে অর্থনৈতিক লেনদেনের অন্যতম বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। অথচ এটি তার অভ্যন্তরে ধ্বংস ও বিনাশের বীজ বহন করে। কারণ এটি যুলুম, অন্যায়, মূল্যবৃদ্ধি ও বালা-মুছীবতের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এতে ব্যবসা ও শিল্পের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয় এবং মজুদদার নন এমন ব্যক্তিদের সামনে কর্মক্ষেত্র ও জীবন-জীবিকার দারসমূহ রুদ্ধ করে দেয়া হয়'।[৭৫]

মজুদদারির পরিচয় :

আভিধানিক অর্থ : মজুদদারির আরবী প্রতিশব্দ 'আল-ইহতিকার' (اَلْاِحْتِكَارُ) বা 'আল-হুকরাহ' (اَلْحُكْرَةُ)।[৭৬] মূলত اَلْحُكْرَةُ ও اَلْحُكْرُ হল إسم বা বিশেষ্য এবং احتكار বাবে افتعال -এর মাছদার বা ক্রিয়ামূল।[৭৭]

---

৭৫. *https://www.aliqtisadalislami.net/موقف-الشريعة-الإسلامية-من-الاحتكار-وا/*

৭৬. *হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাতহুল বারী (রিয়াদ: দারুস সালাম, ১৪২১হি:/২০০০ খ্রি:) ৪/৪৩৯; শরীফ আলী বিন মুহাম্মাদ আল-জুরজানী, কিতাবুত তা'রীফাত (দেওবন্দ: মাকতাবা ফাকীহুল উম্মাহ, তাবি), পৃ: ১৩।*

৭৭. *লিসানুল আরাব ৪/২০৮; তাজুল আরূস ১১/৭২ প্রভৃতি।*

প্রথম আরবী অভিধান রচয়িতা খলীল ইবনু আহমাদ আল-ফারাহীদী বলেন, الحَكْرُ: ما احتَكَرْتَ من طَعامٍ ونحوِه ممّا يُؤكَلُ، ومعناه: الجمعُ، والفعل: احتَكَر وصاحبه مُحتَكِرٌ ينتظر باحتباسه الغلاء- 'খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যজাত অন্যান্য জিনিস মজুদ করাকে মজুদদারী বলে। এর অর্থ: জমা করা। এর ক্রিয়া اِحْتَكَرَ আর যে মূল্য বৃদ্ধির অপেক্ষায় খাদ্যদ্রব্য মজুদ করে রাখে তাকে مُحتَكِرٌ বা মজুদদার বলে'।[৭৮]

আল-জাওহারী বলেন, احْتِكارُ الطعام: جَمْعه وحَبْسه يُتَربَّصُ به الغلاءُ وهو الحُكْرَةُ بالضم 'খাদ্যদ্রব্য মজুদকরণ হ'ল, মূল্যবৃদ্ধির অপেক্ষায় খাদ্য জমা করা ও আটকে রাখা। এটাই হল মজুদদারী'।[৭৯]

ইবনু ফারিস বলেন,

(حَكَرَ) الْحَاءُ وَالْكَافُ وَالرَّاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ الْحَبْسُ. وَالْحُكْرَةُ: حَبْسُ الطَّعَامِ مُنْتَظِرًا لِغَلَائِهِ، وَهُوَ الْحُكْرُ، وَأَصْلُهُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ الْحَكَرُ، وَهُوَ الْمَاءُ الْمُجْتَمِعُ، كَأَنَّهُ احْتُكِرَ لِقِلَّتِهِ-

'(حَكَـرَ) হা, কাফ ও রা মূল অক্ষর। অর্থ : আটকে রাখা। মূল্যবৃদ্ধির অপেক্ষায় খাদ্যদ্রব্য আটকে রাখাকে الحُكْرَة বা মজুদদারী বলে। এটাই হল الحُكْر। আরবদের বাকরীতিতে এর মূল হল الحَكَر অর্থাৎ জমে থাকা পানি। যেন পানির স্বল্পতার দরুণ তা আটকে গেছে'।[৮০]

ইবনু মানযূর বলেন, الحَكْرُ: ادِّخارُ الطَّعَامِ للتَّرَبُّصِ، وصاحبُه مُحْتَكِرٌ 'মূল্যবৃদ্ধির প্রতীক্ষায় খাদ্যদ্রব্য মজুদ করে রাখা হ'ল মজুদদারী। আর যে মজুদ করে রাখে তাকে مُحْتَكِرٌ বা মজুদদার বলে'।[৮১]

---

৭৮. আল-'আইন ৩/৬২।
৭৯. আছ-ছিহাহ ২/৬৩৫।
৮০. মু'জামু মাকাঈসিল লুগাহ ২/৯২।
৮১. লিসানুল আরাব ৪/২০৮।

মাজদুদ্দীন ফিরোযাবাদী বলেন,

الحَكْرُ: الظُّلْمُ، وإساءَةُ المعاشَرَةِ... وبالتحريكِ:ما احْتُكِرَ، أي احْتُبِسَ انْتِظَاراً لِغَلائِهِ–

‘الحَكْــرُ অর্থ : অত্যাচার ও খারাপ আচরণ। আর কাফ বর্ণে যবর অর্থাৎ اَلْحكَرُ হ’ল মূল্যবৃদ্ধির অপেক্ষায় যা মজুদ করে রাখা হয়’।[৮২]

আল-আযহারী বলেন, الحَكْر: الظُّلْمُ والتَّنَقُّصُ وسُوء العِشْرَةِ. يُقَالُ: فُلَانٌ يَحْكِرُ فُلَانًا إِذا أَدْخَلَ عَلَيْهِ مَشَقّة ومَضَرَّة فِي مُعاشَرَته ومُعايَشَته، ‘আল-হাকর অর্থ: যুলুম,হ্রাস করা ও মন্দ আচরণ। জীবন-জীবিকা ও আচরণগত দিক থেকে কেউ কাউকে কষ্ট প্রদান ও ক্ষতিগ্রস্ত করলে বলা হয়, فُلَانٌ يَحْكِرُ فُلَانًا।[৮৩] ইবনু শুমাইল বলেন, إِنَّهم لَيَتَحَكَّرُون فِي بَيْعهم: ينظُرون ويَتَربَّصُون– ‘তারা তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে মজুদদারী করে অর্থাৎ তারা মূল্যবৃদ্ধির প্রতীক্ষায় থাকে’।[৮৪]

পারিভাষিক অর্থ : الاحتكار বা মজুদদারির পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, إِمْسَاكُ الطَّعَامِ عَنِ البيع وانتظارُ الغلاءِ مَعَ اِلاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ وَحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ– ‘নিজের প্রয়োজন মুক্ত থাকা ও জনগণের প্রয়োজন সত্ত্বেও মূল্য বৃদ্ধির অপেক্ষায় খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করা থেকে বিরত থাকাকে মজুদদারী বলে’।[৮৫] ইমাম আবুদাঊদ (রহঃ) বলেন, سَأَلْتُ أَحْمَدَ مَا الْحُكْرَةُ؟ قَالَ مَا فِيهِ عَيْشُ النَّاسِ: أَيْ: حَيَاتُهُمْ وَقُوتُهُمْ، ‘আমি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা

---

৮২. আল-ক্বামূসুল মুহীত ১/৩৭৮।
৮৩. তাহযীবুল লুগাহ ৪/৬০।
৮৪. তাজুল আরূস ১১/৭১।
৮৫. ফাতহুল বারী ৪/৪৪০।

করলাম, কোন জিনিস গুদামজাত করা নিষেধ? তিনি বললেন, মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিস। অর্থাৎ যাতে মানুষের জীবন ও জীবিকা (খাদ্য) রয়েছে'। ইমাম আওযাঈ (রহঃ) বলেন, الْمُحْتَكِرُ مَنْ يَعْتَرِضُ السُّوقَ؛ أَيْ: يَنْصِبُ نَفْسَهُ لِلتَّرَدُّدِ إِلَى الْأَسْوَاقِ لِيَشْتَرِيَ مِنْهَا الطَّعَامَ الَّذِي يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ لِيَحْتَكِرَهُ– 'যে ব্যক্তি (কোন জিনিস) বাজারজাত করার পথে প্রতিবন্ধক হয় সেই মজুদদার। অর্থাৎ বাজারে বাজারে ঘুরে মানুষের প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য মজুদকরণের উদ্দেশ্যে ক্রয় করার কাজে যে নিজেকে নিয়োজিত করে তাকে মজুদদার বলে'।[৮৬]

মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থিত তায়বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির প্রফেসর ড. মাহমূদ আবূ যায়েদ আছ-ছূছূ বলেন, الاحتكار هو إمساك ما اشتراه التاجر وقت الغلاء ليبيعه بأكثر مما اشتراه عند اشتداد الحاجة 'দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির সময় ব্যবসায়ী কর্তৃক ক্রয়কৃত পণ্য বিক্রি করা থেকে বিরত থাকা, যাতে মানুষের তীব্র প্রয়োজনের সময় সে ক্রয়কৃত মূল্যের চেয়ে বেশী দামে তা বিক্রি করতে পারে'।[৮৭]

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রফেসর শায়খ আতিইয়া মুহাম্মাদ সালিম বলেন, الاحتكار: هو جمع السلعة أياً كانت، سواء كانت من المطعومات، أو الملبوسات، أو أدوات منزلية، أو أي نوع من الأنواع، جمعه واحتكره لنفسه وسكت عليه، 'যেকোন পণ্য জমা করাকে মজুদদারী বলে। চাই সেটা খাদ্যদ্রব্য হোক, পোষাক-পরিচ্ছদ হোক বা গার্হস্থ্য জিনিসপত্র হোক অথবা যে কোন প্রকারের জিনিস হোক। সে সেটা সংগ্রহ করে নিজের জন্য মজুদ করে রেখেছে এবং (বিক্রি না করে) চুপ থেকেছে'।[৮৮]

---

৮৬. *আবূদাঊদ হা/৩৪৪৭; ইমাম শাওকানী, নায়লুল আওতার (বৈরূত: দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১৪২০ হি:/২০০০ খ্রি:), ৩/৬০৫।*

৮৭. *http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/83366ca9-8f8b-4c54-a483-1463f1ab137d*

৮৮. *আতিইয়া মুহাম্মাদ সালিম, শারহু বুলূগিল মারাম, মাকতাবা শামেলাহ দ্র.।*

আধুনিক গবেষক আহমাদ হিলমী সায়ফ আন-নাছর বলেন, الاحتكار اصطلاحا هو حبس ما يحتاج إليه الناس، سواء كان طعاما أو غيره، ممّا يكون في احتباسه إضرار بالناس ‘পরিভাষায় মজুদদারী হ’ল, মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিস আটকে রাখা। সেটা খাদ্যদ্রব্য হোক বা অন্য কিছু। যা আটকে রাখলে মানুষকে ক্ষতিগ্রস্থ করা হয়’।[৮৯]

মজুদদারের প্রকারভেদ :

মজুদদার দুই প্রকার। ১. যে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির প্রতীক্ষায় থাকে না। বরং বাজারে পণ্যের মূল্য সস্তা ও পণ্যদ্রব্য পর্যাপ্ত দেখে নিজের জন্য তা কিনে জমা করে রাখে। মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রফেসর শায়খ আতিইয়া মুহাম্মাদ সালিম বলেন, وهذا لا يسمى محتكراً، بل يسمى خازن خزن لنفسه، ويجوز للإنسان أن يخزن لنفسه ما يكفي بيته سنة- ‘এরূপ ব্যক্তিকে মজুদদার বলে না। বরং তাকে সঞ্চিতকারী/গুদামজাতকারী বলা হয়। সে নিজের জন্য জমা করে রেখেছে। আর মানুষের জন্য তার পরিবারের এক বছরের প্রয়োজনীয় জিনিস জমা করে রাখা জায়েয’।

২. দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতীক্ষায় যে জিনিসপত্র মজুদ করে রাখে এবং মানুষের প্রয়োজন যখন তীব্র হয় তখন সে মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে উচ্চমূল্যে পণ্য বিক্রি করে। এই দ্বিতীয় প্রকার ব্যক্তিই প্রকৃত মজুদদার। হাদীছে এরূপ মজুদদারকেই পাপী বা অপরাধী বলা হয়েছে।[৯০]

মজুদদারির বিধান :

মজুদদারির বিধান সম্পর্কে ফকীহগণের মধ্যে দুই ধরনের মত রয়েছে।

প্রথম মত : মজুদদারী হারাম। মালেকী, শাফেঈ, হাম্বলী সহ অধিকাংশ ফকীহ্‌র মত এটি। এরা কুরআন, সুন্নাহ, আছার ও যুক্তি দ্বারা দলীল পেশ করেছেন।

---

৮৯. *http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/645ea360-5b5f-42ac-ae5c-261cc1dd2d63*

৯০. *শায়খ আতিইয়া মুহাম্মাদ সালিম, শারহু বুলূগিল মারাম, মাকতাবা শামেলা দ্র.।*

প্রথমতঃ কুরআনের দলীল

মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ 'বস্তুতঃ যে ব্যক্তি সেখানে (হারামে) অন্যায়ভাবে কোন ধর্মদ্রোহী কাজ করতে চাইবে, আমরা তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাবো' *(হজ্জ ২২/২৫)*। হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন, وَقَالَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ: وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ قَالَ: الْمُحْتَكِرُ بِمَكَّةَ. وَكَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ- 'হাবীব বিন আবু ছাবিত 'যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে হারামে ধর্মদ্রোহী কাজ করতে চাইবে' এর ব্যাখ্যায় বলেন, 'মক্কায় পণ্য মজুদকারী ব্যক্তি'। আরো অনেকে এরূপ বলেছেন'।[৯১] ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, الاحتكار بمكة من الإلحاد في الحرم 'মক্কায় মজুদদারী হারামে ধর্মদ্রোহী কাজের অন্তর্ভুক্ত'।[৯২] ওমর (রাঃ) বলেন, لَا تَحْتَكِرُوا الطَّعَامَ بِمَكَّةَ فَإِنَّهُ إِلْحَادٌ، 'তোমরা মক্কায় খাদ্যদ্রব্য মজুদ করো না। কেননা তা ধর্মদ্রোহী কাজ'।[৯৩]

মুহাম্মাদ সাইয়িদ তানতাবী বলেছেন, ويدخل تحت هذا التهديد كل ميل عن الحق إلى الباطل، أو عن الخير إلى الشر كالاحتكار، والغش- 'হক থেকে বাতিলের দিকে ধাবমান হওয়ার প্রত্যেক প্রবণতা অথবা কল্যাণ থেকে অকল্যাণের দিকে ধাবিত হওয়ার যাবতীয় ঝোঁক যেমন মজুদদারী ও প্রতারণা এই ধমকির অন্তর্ভুক্ত হবে'।[৯৪]

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) উক্ত আয়াতের তাফসীরে আবুদাঊদের একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, যেখানে বলা হয়েছে, احْتِكَارُ الطَّعَامِ فِى الْحَرَمِ إِلْحَادٌ فِيهِ 'হারাম এলাকায় খাদ্যপণ্য গুদামজাত করে রাখা ধর্মদ্রোহিতার নামান্তর'।[৯৫]

---

৯১. *তাফসীর ইবনে কাছীর ৫/৪২৩, হজ্জ ২৫ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.।*
৯২. *ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন ১/২৪৩।*
৯৩. *আল-মাওছিলী, আল-ইখতিয়ার লি-তা'লীলিল মুখতার ৪/১৬০।*
৯৪. *মুহাম্মাদ সাইয়িদ তানতাবী, আত-তাফসীর আল-ওয়াসীত ১/২৯৬১।*
৯৫. *আবুদাঊদ হা/২০২০, হাদীছ যঈফ; তাফসীরে কুরতুবী, হজ্জ ২৫ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.।*

ইমাম গাযালী (রহঃ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, إن الاحتكار من الظلم وداخل تحته في الوعيد 'মজুদদারী যুলুমের অন্তর্ভুক্ত এবং উক্ত আয়াতের ধমকির অন্তর্ভুক্ত'।[৯৬]

ইমাম গাযালীর মতটি القول الراجح বা অগ্রাধিকারযোগ্য অভিমত। কারণ আয়াতের ভাব 'আম বা ব্যাপক এবং যে ব্যক্তি হারাম কাজ করতে চাইবে সে নিষেধের আওতায় পড়বে। আর নিঃসন্দেহে মজুদদারী এই ব্যাপকতার আওতাভুক্ত। যদি বলা হয়, মজুদদারির প্রতি নিষেধাজ্ঞা ব্যতীত অন্য কারণে আয়াতটি নাযিল হয়েছে। তাহ'লে এর জবাবে বলা হবে, إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 'শব্দের ব্যাপকতাই বিবেচ্য, নির্দিষ্ট কারণ নয়'।[৯৭] তাছাড়া মজুদদারী যেহেতু এক প্রকার যুলুম, সেহেতু কুরআনের যেসব আয়াতে যুলুম হারাম করা হয়েছে সাধারণভাবে সেগুলি দ্বারাও মজুদদারী হারাম হওয়ার দলীল গ্রহণ করা যাবে।[৯৮]

দ্বিতীয়তঃ হাদীছের দলীল

১. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ 'শুধুমাত্র পাপী ব্যক্তিই মজুদদারী করে থাকে'।[৯৯]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ الْخَاطِئُ بِالْهَمْزِ هُوَ الْعَاصِي الْآثِمُ وَهَذَا الْحَدِيثُ صَرِيحٌ فِي تَحْرِيمِ الِاحْتِكَارِ 'ভাষাবিদরা বলেছেন, الْخَاطِئُ হল অবাধ্য ও পাপী। আর মজুদদারী হারাম হওয়ার ব্যাপারে এ হাদীছটি দ্ব্যর্থহীন'।[১০০]

---

৯৬. ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন ২/৭৩।

৯৭. https://www.aliqtisadalislami.net / الاحتكار-وا موقف-الشريعة-الإسلامية-من- ।

৯৮. http://www.alkhaleej.ae/supplements/ page/645ea360-5b5f-42ac-ae5c-261cc1dd2d63

৯৯. মুসলিম হা/১৬০৫।

১০০. ইমাম নববী, আল-মিনহাজ শারহু ছহীহ মুসলিম (বৈরূত: দারুর রাইয়ান লিত-তুরাছ, ১৪০৭ হি:/১৯৮৭খ্রি:), ১১/৪৩।

ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, وَالتَّصْرِيحُ بِأَنَّ الْمُحْتَكِرَ خَاطِئٌ كَافٍ فِي إِفَادَةِ عَدَمِ الْجَوَازِ، لِأَنَّ الْخَاطِئَ الْمُذْنِبُ الْعَاصِيْ 'মজুদদার পাপী হওয়ার দ্ব্যর্থহীন ঘোষণাই তা জায়েয না হওয়ার ফায়েদা দেয়ার জন্য যথেষ্ট। কারণ পাপী ও অবাধ্য ব্যক্তিই হল الْخَاطِئ।[১০১]

আতিইয়া মুহাম্মাদ সালিম বলেন, ولكن المحتكر الخاطئ الذي يتعمد جمع الصنف ويرى بالناس حاجة فلا يبرزه، إمعاناً في حاجتهم، وطلباً في زيادة السعر، فهذا هو الخاطئ، وهذا هو الذي من حق الحاكم أن يتدخل في أمره- 'কিন্তু পাপী মজুদদার হ'ল ঐ ব্যক্তি, যে বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য মজুদ করে এবং মানুষের প্রয়োজন লক্ষ্য করেও তাদের প্রয়োজন তীব্র হওয়ার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে অধিক মূল্য পাওয়ার আশায় তা বিক্রির জন্য তাদের কাছে পেশ করে না। এরূপ মজুদদার পাপী। এমন মজুদদারের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা শাসকের কর্তব্য'।[১০২]

আধুনিক অর্থনীতিবিদ ড. আমীন মুছতফা আব্দুল্লাহ বলেন, وهو عمل خاطىء لأن عدم توازن العرض والطلب يعتبر عملا خاطئا، وبخاصة لو كان من عمل الإنسان ضد أخيه الإنسان المسلم وهو خاطىء أيضا لأنه خرج علي القاعدة الشرعية: أن لا ضرر ولا ضرار في الإسلام- 'এটি পাপ কাজ। কারণ সরবরাহ ও চাহিদার ভারসাম্যহীনতাকে অন্যায় কর্ম হিসাবে গণ্য করা হয়। বিশেষত এটা যদি কোন মানুষের তার মুসলমান ভাইয়ের বিরুদ্ধে হয়। মজুদদার এ কারণেও পাপী যে, সে শারঈ মূলনীতি 'ইসলামে নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ও অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করা চলবে না' থেকে বেরিয়ে গেছে।[১০৩]

---

১০১. নায়লুল আওতার ৩/৬০৪।
১০২. আতিইয়া মুহাম্মাদ সালিম, শারহু বুলূগিল মারাম, মাকতাবা শামেলাহ দ্র.।
১০৩. উছূলুল ইকতিছাদ আল-ইসলামী, পৃঃ ২৬৯।

সঊদী আরবের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদের এক ফৎওয়ায় বলা হয়েছে, لا يجوز تخزين شيء الناس في حاجة إليه، ويسمى: الاحتكار؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه ولما في ذلك من الإضرار بالمسلمين- أما ما كان الناس في غنى عنه فيجوز تخزينه حتى يحتاج إليه، فيبذل لهم دفعا للحرج والضرر عنهم- 'মানুষের প্রয়োজন রয়েছে এমন কোন জিনিস গুদামজাত করা জায়েয নয়। একে মজুদদারী বলে। কারণ নবী (ছাঃ) বলেছেন, 'শুধুমাত্র পাপী ব্যক্তি মজুদদারী করে থাকে'। আহমাদ, মসলিম, আবুদাঊদ, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া এর মাধ্যমে মুসলমানদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়। পক্ষান্তরে মানুষের যে জিনিসের প্রয়োজন নেই তা গুদামজাত করা জায়েয। তবে প্রয়োজন দেখা দিলে মানুষের কষ্ট লাঘব এবং তাদেরকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তা তাদের জন্য ব্যয় করতে হবে'।[১০৪] স্মর্তব্য যে, আপদকালীন অবস্থা মোকাবিলা ও জনগণের কষ্ট লাঘবের জন্য সরকার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুদামজাত করে রাখতে পারে।

২. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ 'যে ব্যক্তি মুসলমানদের উপর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে মজুদদারী করবে, সে পাপী।[১০৫]

উল্লেখিত হাদীছ দু'টিতে পাপী বা অপরাধী কথাটিকে হালকাভাবে নেয়ার কোন অবকাশ নেই। কারণ কুরআন মাজীদে ফেরাঊন, হামান প্রমুখ বড় বড় কাফেরদের সম্পর্কে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ 'নিশ্চয়ই ফেরাঊন, হামান ও তাদের সেনাবাহিনী ছিল অপরাধী' *(ক্বাছাছ ২৮/৮)*।[১০৬]

---

১০৪. ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১৩/১৮৪, ফৎওয়া নং ৬৩৭৪।

১০৫. সিলসিলা ছহীহা হা/৩৩৬২।

১০৬. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, আল-হালালু ওয়াল হারামু ফিল-ইসলাম, পৃঃ ২২৪।

৩. হযরত মা‘কিল বিন ইয়াসার (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, তিনি যখন রোগাক্রান্ত হলেন তখন উমাইয়া গভর্ণর ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ তাঁকে দেখতে এলেন। তিনি তাঁকে বললেন, হে মা‘কিল, আপনি কি জানেন, আমি কোন হারাম রক্তপাত করেছি? তিনি বললেন, আমি জানি না। ওবায়দুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি জানেন আমি মুসলমানদের পণ্যমূল্যের ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করেছি? তিনি বললেন, আমি জানি না। অতঃপর মা‘কিল লোকদেরকে বললেন, তোমরা আমাকে বসিয়ে দাও। লোকেরা তাঁকে বসিয়ে দিল। অতঃপর তিনি বললেন, হে ওবায়দুল্লাহ! শুনুন, আমি আপনাকে একটি হাদীছ শোনাচ্ছি, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর কাছ থেকে আমি মাত্র এক-দুইবার শুনিনি। তিনি বলেছেন, مَنْ دَخَلَ فِـــى شَىْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَـــةِ– ‘মুসলিম জনগণের জন্যে পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যদি কেউ কোনরূপ হস্তক্ষেপ করে, তাহলে আল্লাহ তা‘আলার অধিকার হ’ল তিনি ক্বিয়ামতের দিন তাকে জাহান্নামের একটি বড় স্থানে আগুনের উপর বসাবেন’।[১০৭]

এ হাদীছ থেকে বোঝা গেল যে, যে মজুদদারী করবে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। হারাম কাজ করার কারণেই তার এরূপ শাস্তি হবে। অতএব মজুদদারী হারাম।

৪. নবী (ছাঃ) বলেন, اَلْجَالِـــبُ مَـــرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِـــرُ مَلْعُـــوْنٌ ‘পণ্য আমদানীকারক রিযিকিপ্রাপ্ত আর মজুদদার অভিশপ্ত’।[১০৮]

এর কারণ হ’ল ব্যবসায়ী দু’ভাবে লাভ করে। এক. অধিক মূল্যে বিক্রি করার আশায় সে পণ্যদ্রব্য মজুদ করে রাখে। এদিকে মানুষ পণ্য খুঁজবে কিন্তু পাবে না। তখন খুবই প্রয়োজন এমন ব্যক্তি পণ্য কেনার জন্য বাজারে আসবে এবং যে মূল্যই তার কাছে দাবী করা হবে তা দিয়েই সে তা ক্রয় করতে বাধ্য হবে। যদিও মূল্য অনেক চড়া হয় এবং সীমা ছাড়িয়ে যায়।

---

১০৭. আহমাদ, হা/১৯৪২৬, শু‘আইব আরনাঊত বলেছেন, إسناده جيد ‘এর সনদ উত্তম’; আল-হালালু ওয়াল হারামু ফিল ইসলাম, পৃ: ২২৫।

১০৮. ইবনু মাজাহ হা/২১৫৩, হাদীছ যঈফ; মিশকাত হা/২৮৯৩।

দুই. ব্যবসায়ী পণ্য বাজারে নিয়ে আসবে এবং অল্প-স্বল্প মুনাফা নিয়েই তা বিক্রয় করে দেবে। পরে এ মূলধন দিয়ে সে আরো অন্যান্য পণ্য কিনে নিয়ে আসবে। তাতেও সে মুনাফা পাবে। এভাবে তার ব্যবসা চলতে থাকবে ও পণ্যদ্রব্য বেশী কাটতি ও বিক্রয় হওয়ার ফলে অল্প অল্প করে মুনাফা করতে থাকবে। মুনাফা লাভের এই নীতি ও পদ্ধতিই সমাজের জন্য অধিক কল্যাণকর। এতে বরকত বাড়ে এবং এরূপ ব্যবসায়ী রিযিক প্রাপ্ত হয়।[১০৯]

ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, وَلَا شَكَّ أَنَّ أَحَادِيثَ الْبَابِ تَنْتَهِضُ بِمَجْمُوعِهَا لِلِاسْتِدْلَالِ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الِاحْتِكَارِ وَلَوْ فُرِضَ عَدَمُ ثُبُوتِ شَيْءٍ مِنْهَا فِي الصَّحِيحِ، فَكَيْفَ وَحَدِيثُ مَعْمَرٍ الْمَذْكُورُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ ‘নিঃসন্দেহে বাবের হাদীছগুলি সামষ্টিকভাবে মজুদদারী জায়েয না হওয়ার দলীলের যোগ্য। যদি ধরে নেয়া হয় যে, এর কোনটিই ছহীহ প্রমাণিত নয় তাহলে ছহীহ মুসলিমে উল্লেখিত মা‘মারের হাদীছের ব্যাপারে কি বলা হবে’।[১১০]

তৃতীয়তঃ আছার থেকে দলীল

১. ওমর (রাঃ) বলেন, لَا حُكْرَةَ فِي سُوقِنَا ‘আমাদের বাজারে কেউ মজুদদারী করবে না’।[১১১]

২. ওছমান (রাঃ) মজুদদারী থেকে নিষেধ করতেন।[১১২]

৩. আলী (রাঃ) বলেন, من احتكر الطعام أربعين يوماً قسا قلبه ‘যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন খাদ্য মজুদ করে রাখবে, তার অন্তর কঠোর হয়ে যাবে’।[১১৩]

এই আছারগুলো মজুদদারী হারাম হওয়া, তা নিষেধ ও জায়েয না হওয়ার সুস্পষ্ট দলীল। আর النهى বা নিষেধ হারামের ফায়েদা দেয়। যতক্ষণ না

---

১০৯. আল-হালালু ওয়াল হারামু ফিল ইসলাম, পৃ: ২২৪-২২৫।
১১০. নায়লুল আওতার ৩/৬০৪।
১১১. মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেক হা/২৩৯৮।
১১২. ঐ, হা/২৪০০ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَنْهَى عَنْ الْحُكْرَةِ
১১৩. ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন ২/৭২।

এমন কোন قرينة বা ইঙ্গিত পাওয়া যাবে, যা হারাম ব্যতীত অন্য দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। আর এমন কোন ইঙ্গিতও নেই। অতএব প্রমাণিত হ'ল যে, মজুদদারী হারাম।

চতুর্থতঃ যুক্তির দলীল

১. মজুদদারী হারাম হওয়ার কারণ হ'ল, এর সাথে সাধারণ মানুষের হক জড়িত রয়েছে। কাজেই পণ্য বিক্রি থেকে বিরত থাকলে তাদের অধিকার ক্ষুণ্ন করা হবে এবং তারা কষ্টের সম্মুখীন হবে। এতে তারা ক্ষতিগ্রস্ত তো হবেই।

২. মানুষের প্রয়োজনের সময় তাদের হক থেকে বঞ্চিত করা যুলুম ও হারাম।[১১৪] ইমাম কাসানী বলেন,

وَلِأَنَّ الِاحْتِكَارَ مِنْ بَابِ الظُّلْمِ مَا بِيعَ فِي الْمِصْرِ فَقَدْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْعَامَّةِ فَإِذَا امْتَنَعَ الْمُشْتَرِي عَنْ بَيْعِهِ عِنْدَ شِدَّةِ حَاجَتِهِمْ إِلَيْهِ فَقَدْ مَنَعَهُمْ حَقَّهُمْ وَمَنْعُ الْحَقِّ عَنْ الْمُسْتَحِقِّ ظُلْمٌ وَأَنَّهُ حَرَامٌ وَقَلِيلُ مُدَّةِ الْحَبْسِ وَكَثِيرُهَا سَوَاءٌ فِي حَقِّ الْحُرْمَةِ لِتَحَقُّقِ الظُّلْمِ.

'কারণ মজুদদারী যুলুমের অন্তর্ভুক্ত। শহরে-নগরে যা বিক্রি করা হয়েছে তার সাথে সাধারণ মানুষের হক জড়িত রয়েছে। সুতরাং তীব্র প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও ক্রেতা যখন পণ্য ক্রয় করা থেকে বিরত থাকবে, তখন বিক্রেতা তাদেরকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে। আর হকদারকে তার হক থেকে বঞ্চিত করা যুলুম ও হারাম। যুলুম নিশ্চিত হওয়ার কারণে মজুদদারী হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে পণ্য মজুদের সময়সীমার কম ও বেশী উভয়ই সমান'।[১১৫]

দ্বিতীয় মত : মজুদদারী মাকরূহ। অধিকাংশ হানাফী ও কতিপয় শাফেঈর মত এটি। তাদের দলীল হ'ল:

---

১১৪. ড. কাহতান আব্দুর রহমান আদ-দূরী, আল-ইহতিকার ওয়া আছারুহু ফিল ফিক্বহিল ইসলামী (বৈরুত: ১৪৩২/২০১১), পৃঃ ১০২।
১১৫. বাদায়েউছ ছানায়ে ৫/১২৯।

১. সনদ ও দলীলের দিক থেকে মজুদদারির বিষয়ে বর্ণিত হাদীছগুলির স্বল্পতা। যেগুলি দ্বারা শক্তিশালীভাবে হারাম সাব্যস্ত হয় না। অনুরূপভাবে এগুলি হারাম হওয়ার দলীলের উপযুক্তও নয়।

এর জবাবে বলা যায়, হানাফীদের মতে সাধারণভাবে মাকরূহ দ্বারা মাকরূহে তাহরীমী উদ্দেশ্য। তাদের মতে মাকরূহ কাজ হারাম। হারাম কাজ সম্পাদনকারীর ন্যায় মাকরূহ কাজ সম্পাদনকারীও শাস্তির যোগ্য।

২. মানুষ তাদের সম্পদের উপর কর্তৃত্বশীল। তাদের কর্তৃত্ব হারাম করা হ'লে তা তাদের জন্য প্রতিবন্ধক হবে।

এর জবাবে বলা যায়, সাধারণভাবে সম্পদের মালিক তার মালিকানার ব্যাপারে স্বাধীন। যতক্ষণ না অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাছাড়া নিজের অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে কারো স্বেচ্ছাচারিতা চলবে না। বরং তার অধিকার সামষ্টিক কল্যাণের সাথে শর্তযুক্ত থাকবে।[১১৬]

গ্রহণযোগ্য মত :

অধিকাংশ ফকীহর মতামতই গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ মজুদদারী হারাম।

মজুদদারী হারাম করার হিকমত :

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, وَالْحِكْمَةُ فِي تَحْرِيمِ الِاحْتِكَارِ دَفْعُ الضَّرَرِ عَنْ عَامَّةِ النَّاسِ كَمَا أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ عِنْدَ إِنْسَانٍ طَعَامٌ واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أُجْبِرَ عَلَى بَيْعِهِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنِ النَّاسِ- 'মজুদদারী হারাম করার হিকমত হ'ল জনসাধারণকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করা। যেমন আলেমগণ এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, যদি কারো কাছে কোন খাদ্যদ্রব্য থাকে এবং মানুষ নিরূপায় হয়ে যায় এবং সেই খাদ্য ব্যতীত অন্য কিছু না পায়, তাহ'লে মানুষের কষ্ট লাঘবের জন্য তাকে তা বিক্রি করতে বাধ্য করা হবে'।[১১৭]

---

১১৬. *আল-ইহতিকার ওয়া আছারুহু ফিল ফিক্বহিল ইসলামী, পৃঃ ১০৩-১০৬; https://www.aliqtisadalislami.net/موقف-الشريعة- الإسلامية-من-الاحتكار- وا।*

১১৭. *আল-মিনহাজ ১১/৪৩।*

সাইয়িদ সাবিক বলেন, والاحتكار حرمه الشارع ونهى عنه لما فيه من الجشع والطمع وسوء الخلق والتضييق على الناس. 'শরী'আত প্রণেতা মজুদদারীকে হারাম করেছেন এবং এ থেকে নিষেধ করেছেন। কারণ এতে রয়েছে লোভ-লালসা, অসততা ও মানুষকে কষ্ট দেয়া'।[১১৮]

আধুনিক অর্থনীতিবিদ ড. আমীন মুছতফা আব্দুল্লাহ বলেন, وهو أمر لا تقره الشريعة الإسلامية، لأنه استغلال ضائقة وإحداث أزمات لرفع الأسعار وإضرار حالات الناس، واضطراب الأسواق مما يحدث بلبلة في المجتمع الإسلامي- 'মজুদদারী এমন একটি বিষয়, ইসলামী শরী'আত যার স্বীকৃতি দেয় না। কেননা এটি হীন উপায়ে সুবিধাভোগের মাধ্যম। এটি দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির সংকট সৃষ্টি করে, মানুষের অবস্থার ক্ষতিসাধন করে এবং বাজারের অস্থিতিশীলতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যা ইসলামী সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতা সৃষ্টি করে'।[১১৯]

শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) বলেন, أقول : وذلك لأن حبس المتاع مع حاجة أهل البلد اليه لمجرد الغلاء وزيادة الثمن إضرار بهم بتوقع نفع ما وهو سوء انتظام المدينة- 'আমার বক্তব্য হ'ল, মজুদদারী নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হ'ল নাগরিকদের প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও নিছক উচ্চমূল্যের আশায় পণ্য আটকে রাখা তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করার শামিল। যে ধরনের মুনাফা লাভের আশাতেই তা করা হোক না কেন। এটা নগরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির নামান্তর'।[১২০]

মজুদদারী হারাম হওয়ার শর্ত সমূহ :

মজুদদারী হারাম হওয়ার জন্য ফকীহগণ কয়েকটি শর্ত উল্লেখ করেছেন। যথাঃ-

---

১১৮. সাইয়িদ সাবিক, ফিক্বহুস সুন্নাহ (বৈরুত: মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৪/২০০৩), ৩/১৬৪।

১১৯. ড. আমীন মুছতফা আব্দুল্লাহ, উসূলুল ইকতিছাদ আল-ইসলামী (মিসর: মাতবা'আ ঈসা আল-বাবী আল-হালাবী, ১৪০৪হিঃ/১৯৮৪খ্রিঃ), পৃ: ২৮৭।

১২০. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ২/২০২।

১. মজুদকৃত বস্তু মজুদকারী ও তার পরিবারের এক বছরের প্রয়োজন পূরণের অতিরিক্ত হতে হবে। কারণ এক বছরের জন্য কোন ব্যক্তি তার ও তার পরিবারের প্রয়োজন পূরণের নিমিত্তে খাদ্যদ্রব্য মজুদ করতে পারে।

ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِى النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً، يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَتِهِ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِىَ فِى السِّلاَحِ وَالْكُرَاعِ، عُدَّةً فِى سَبِيلِ اللهِ-

‘বনু নাযীরের সম্পদ আল্লাহ তাঁর রাসূলকে ফায় হিসাবে দান করেছিলেন। যা অর্জনের জন্য মুসলমানরা ঘোড়া দৌড়ায়নি বা সওয়ারী পরিচালনা করেনি। তাই তা রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। তিনি এথেকে তাঁর পরিবারের এক বছরের খরচ নির্বাহ করতেন। বাকী আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদের প্রস্তুতির জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও ঘোড়া ক্রয়ে ব্যয় করতেন’।[১২১]

অন্য হাদীছে এসেছে, عَنْ عُمَرَ رضى الله عنه أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبِيعُ نَخْلَ بَنِى النَّضِيرِ، وَيَحْبِسُ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ- ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বনু নাযীরের খেজুর বিক্রি করতেন এবং তার পরিবারের জন্য এক বছরের খাদ্য জোগাড় করে রাখতেন’।[১২২] ইবনু দাকীকুল ঈদ (রহঃ) বলেছেন, فِي الْحَدِيثِ جَوَازُ اِلادِّخَارِ لِلْأَهْلِ قُوتَ سَنَةٍ. ‘হাদীছে পরিবারের জন্য এক বছরের খাদ্য মজুদ করা জায়েয হওয়ার প্রমাণ রয়েছে’।[১২৩]

উক্ত হাদীছ দু’টি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর পরিবারের প্রয়োজন পূরণের নিমিত্তে এক বছরের জন্য খাদ্য মজুদ করে রেখেছিলেন।

---

১২১. *বুখারী হা/২৯০৪, ৪৮৮৫।*

১২২. *বুখারী হা/৫৩৫৭ ‘ভরণ-পোষণ’ অধ্যায়, ‘পরিবারের জন্য এক বছরের খাদ্য সঞ্চয় করে রাখা এবং তাদের জন্য কিভাবে খরচ করতে হবে’ অনুচ্ছেদ।*

১২৩. *ফাতহুল বারী ৯/৬২৪, হা/৫৩৫৭-এর আলোচনা দ্র.।*

Contents

২. মজুদকৃত জিনিস শহর/নগরের বাজার থেকে ক্রয়কৃত হ'তে হবে। যদি দেশের বাইরে থেকে আমদানীকৃত হয় বা মজুদদারের নিজস্ব জমির উৎপাদিত ফসল হয়, তাহ'লে তা মজুদদারির আওতায় পড়বে না। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন, إِذَا دَخَلَ الطَّعَامُ مِنْ ضَيْعَتِهِ فَحَبَسَهُ فَلَيْسَ بِمُحْتَكِرٍ 'যখন তার জমির উৎপাদিত ফসল থেকে খাদ্য আসবে এবং সে তা জমা করে রাখবে তখন সে মজুদদার হিসাবে গণ্য হবে না'।[১২৪] কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'পণ্য আমদানীকারক রিযিকপ্রাপ্ত আর মজুদদার অভিশপ্ত'।[১২৫]

হাম্বলী ফকীহ ইবনু কুদামা (রহঃ) বলেন, وَلِأَنَّ الْجَالِبَ لَا يُضَيِّقُ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَضُرُّ بِهِ، بَلْ يَنْفَعُ، فَإِنَّ النَّاسَ إِذَا عَلِمُوْا عِنْدَهُ طَعَامًا مُعَدًّا لِلْبَيْعِ، كَانَ ذَلِكَ أَطْيَبُ لِقُلُوبِهِمْ مِنْ عَدَمِهِ- 'কারণ আমদানীকারক কাউকে কষ্টে ফেলে না এবং কারো ক্ষতি করে না; বরং উপকার করে। সুতরাং মানুষ যখন জানবে যে তার কাছে বিক্রয়ের জন্য খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত আছে, তখন তা না থাকার চেয়ে সেটা তাদের জন্য অধিক হৃদয় শীতলকারী হবে'।[১২৬]

তবে সঠিক কথা হ'ল, এই শর্তটি আবশ্যিক নয়। কারণ হুকুম তার কারণ বিদ্যমান থাকা ও না থাকার সাথে আবর্তিত হয়। আর মজুদদারী হারাম করার কারণ হ'ল ক্ষতিসাধন। কাজেই দেশের বাইরে থেকে আমদানীকৃত জিনিসের ক্ষেত্রেও উক্ত কারণ (ক্ষতিসাধন) বিদ্যমান থাকলে তাতে মজুদদারির বিধান প্রযোজ্য হবে। মজুদকৃত জিনিস জমির উৎপাদিত ফসল হওয়া বা বাজার থেকে ক্রয়কৃত হওয়া বা দেশের বাইরে থেকে আমদানী করা এ ধরনের পার্থক্যকরণের কোন শারঈ দলীল নেই। কারণ এর সবই মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং তাদেরকে কষ্টে ফেলে।[১২৭]

---

১২৪. *শারহুস সুন্নাহ ৮/১৭৯; মা'আলিমুস সুনান ৩/১১৭।*
১২৫. *ইবনু মাজাহ হা/২১৫৩, হাদীছ যঈফ; মিশকাত হা/২৮৯৩।*
১২৬. *আল-মুগনী ৬/৩১৭।*
১২৭. *http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/645ea360- 5b5f-42ac-ae5c-261cc1dd2d63.*

৩. মজুদকৃত বস্তু খাদ্যদ্রব্য হতে হবে। হানাফী, শাফেঈ ও হাম্বলীদের মত এটি। তারা যেসব হাদীছে 'আম বা সাধারণভাবে মজুদদারী থেকে নিষেধ করা হয়েছে সেগুলি দ্বারা দলীল দিয়ে থাকেন। যেমন, مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ 'যে পণ্য মজুদ করে রাখবে সে পাপী'।[১২৮] এছাড়া তাদের আরো কিছু দলীল রয়েছে।

ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, اَلْحُكْرَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ فِي السُّوقِ مِنَ الطَّعَامِ وَالْكَتَّانِ وَالزَّيْتِ وَجَمِيعِ الْأَشْيَاءِ وَالصُّوفِ وَكُلِّ مَا يَضُرُّ بِالسُّوقِ... فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ لَا يَضُرُّ بِالسُّوقِ. 'বাজারে প্রত্যেকটা জিনিসে মজুদদারী হয়। যেমন খাদ্যদ্রব্য, লিনেন বস্ত্র, তেল, পশম এবং অন্য সকল জিনিসে, যার মজুদ বাজারকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ... তবে বাজারকে ক্ষতিগ্রস্ত না করলে এতে কোন সমস্যা নেই'।[১২৯]

ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন, كُلُّ مَا أَضَرَّ بِالْعَامَّةِ حَبْسُهُ فَهُوَ احْتِكَارٌ وَإِنْ كَانَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً أَوْ ثَوْبًا- 'যে কোন জিনিস মজুদ করলে যদি জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে সেটাই মজুদদারী হিসাবে গণ্য হবে। যদিও মজুদকৃত বস্তু স্বর্ণ, রৌপ্য বা কাপড় হয়'।[১৩০]

ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন,

وَظَاهِرُ أَحَادِيثِ الْبَابِ أَنَّ الِاحْتِكَارَ مُحَرَّمٌ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ قُوتِ الْآدَمِيِّ وَالدَّوَابِّ وَبَيْنَ غَيْرِهِ- وَالتَّصْرِيحُ بِلَفْظِ الطَّعَامِ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ لَا يَصْلُحُ لِتَقْيِيدِ بَقِيَّةِ الرِّوَايَاتِ الْمُطْلَقَةِ، بَلْ هُوَ مِنْ التَّنْصِيصِ عَلَى فَرْدٍ مِنْ الْأَفْرَادِ الَّتِي يُطْلَقُ عَلَيْهَا الْمُطْلَقُ-

---

১২৮. *মুসলিম হা/১৬০৫।*
১২৯. *আল-মুদাওয়ানাহ ৩/৩১৩।*
১৩০. *আল-হেদায়া ৪/৪৭০।*

'বাবের হাদীছগুলির প্রকাশ্য মর্ম অনুযায়ী মজুদদারী হারাম। এক্ষেত্রে মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তুর খাদ্য ও অন্য জিনিসের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কতিপয় বর্ণনায় الطَّعَام বা খাদ্য শব্দটি উল্লেখ থাকলেও সেটা বাকী মুতলাক (নিঃশর্ত) বর্ণনাগুলোকে শর্তযুক্ত করার উপযুক্ত নয়। বরং তা কোন একজন ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট, যার উপর মুতলাক হুকুম প্রযোজ্য'।[১৩১]

তিনি আরো বলেন, وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعِلَّةَ إِذَا كَانَتْ هِيَ الْإِضْرَارَ بِالْمُسْلِمِينَ لَمْ يَحْرُمِ الِاحْتِكَارُ إِلَّا عَلَى وَجْهٍ يَضُرُّ بِهِمْ وَيَسْتَوِيْ فِي ذَلِكَ الْقُوتُ وَغَيْرُهُ؛ لِأَنَّهُمْ يَتَضَرَّرُونَ بِالْجَمِيعِ– 'মোদ্দাকথা, মজুদদারী নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ যেহেতু মুসলমানদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করা, সেহেতু তারা ক্ষতিগ্রস্ত না হ'লে মজুদদারী হারাম হবে না। এক্ষেত্রে খাদ্যদ্রব্য ও অন্য জিনিস সমপর্যায়ভুক্ত। কারণ জনগণ সকল দ্রব্য মজুদের দ্বারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়'।[১৩২]

মদীনার তায়বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ড. মাহমূদ আবূ যায়েদ বলেন, إنَّ الاحتكار يحمل كل معاني الظلم والاستبداد والحبس المؤدي إلى الإضرار بالناس وهو عام يشمل القوت وغيره، متى وُجِدَ سببُهُ، ولهذا أجمع العلماء على أنَّ الاحتكار منهي عنه في التشريع الإسلامي لما فيه من الإضرار بالناس، والتضييق عليهم، واتفقوا على أنَّه محرم، 'মজুদদারী যুলুম, স্বেচ্ছাচারিতা এবং পণ্য মজুদ করে মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করা বলতে যা বুঝায় তার সব অর্থকেই বহন করে। আর মজুদদারী 'আম, যা খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য জিনিসকে শামিল করে। যখন এর কারণ পাওয়া যাবে। এজন্য আলেমগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, ইসলামী শরী'আতে মজুদদারী নিষিদ্ধ। কারণ এর ফলে মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয় এবং তাদেরকে সংকটে ফেলা হয়। তারা এ বিষয়েও ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, মজুদদারী হারাম'।[১৩৩]

---

১৩১. *নায়লুল আওতার ৩/৬০৪, 'মজুদদারী' অনুচ্ছেদ।*

১৩২. *ঐ ৩/৬০৫।*

১৩৩. *http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/83366ca9-8f8b-4c54-a483-1463f1ab137d.*

ইমাম ছান'আনী (রহঃ) বলেন,

ولا يخفى أن الأحاديث الواردة في منع الاحتكار وردت مطلقة ومقيدة بالطعام وما كان من الأحاديث على هذا الأسلوب فإنه عند الجمهور لا يقيد فيه المطلق بالمقيد لعدم التعارض بينهما، بل يبقى المطلق على إطلاقه وهذا يقتضي أنه يعمل بالمطلق في منع الاحتكار مطلقا-

'প্রকাশ থাকে যে, মজুদদারী নিষিদ্ধের হাদীছগুলি মুতলাক বা সাধারণভাবে এবং খাদ্যদ্রব্যের সাথে মুকাইয়াদ বা শর্তযুক্ত হয়ে বর্ণিত হয়েছে। আর যেসব হাদীছ এভাবে বর্ণিত হয়েছে জমহুরের নিকট সেগুলিতে মুতলাককে মুকাইয়াদ করা যাবে না। কারণ এতদুভয়ের মাঝে দ্বন্দ্ব নেই। বরং মুতলাক তার ইতলাকের (সাধারণ হুকুম) উপর অবশিষ্ট থাকবে। আর এর দাবী হ'ল, সাধারণভাবে মজুদদারী নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে মুতলাকের উপর আমল করতে হবে'।[১৩৪]

মোটকথা, মজুদকৃত বস্তু যাই হোক না কেন তার দ্বারা যদি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে তা হারাম হবে। শুধু খাদ্যদ্রব্যের সাথে একে খাছ করার কোন দলীল নেই। এক্ষেত্রে ইমাম মালেক ও আবু ইউসুফ (রহঃ) প্রমুখের মত প্রাধান্যযোগ্য।

৪. মজুদকৃত পণ্যের দ্বারা উদ্দেশ্য হবে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির অপেক্ষায় থাকা এবং অধিক লাভ করার আকাঙ্ক্ষা।

৫. মজুদদারী এমন সময় হবে যখন মানুষ মজুদকৃত পণ্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে।[১৩৫]

৬. এমন শহর/নগরে মজুদদারী হতে হবে যেখানে সে সময় পণ্য মজুদের ফলে শহরের অধিবাসীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[১৩৬]

---

১৩৪. সুবুলুস সালাম ৩/২৫।
১৩৫. ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/১৬৫; আল-মুগনী, ৬/৩১৬-১৭; উছূলুল ইকতিছাদ আল-ইসলামী, পৃ: ২৮৭।
১৩৬. আল-হালালু ওয়াল হারামু ফিল ইসলাম, পৃঃ ২২৫।

মুনাফাখোরী ও মজুদদারী প্রতিরোধে করণীয় :

১. বাজারে পণ্য যখন ব্যাপক আমদানী হয় তখন অত্যধিক মুনাফা লাভের প্রত্যাশায় মুনাফাখোররা সস্তা দামে তা ক্রয় করে মজুদ করে রাখে এবং বাজারে পণ্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে। সুতরাং মুনাফাখোরী ও মজুদদারী প্রতিরোধের জন্য সর্বাগ্রে সরকারীভাবে মজুদদারীকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। ওমর ফারূক (রাঃ) ও ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতকালে মজুদদারীকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল।[১৩৭] ওমর (রাঃ) তাঁর খেলাফতকালে ব্যবসায়ীদেরকে বলেছিলেন, لاَ حُكْرَةَ فِى سُوقِنَا لاَ يَعْمِدُ رِجَالٌ بِأَيْدِيهِمْ فُضُولٌ مِنْ أَذْهَابٍ إِلَى رِزْقٍ مِنْ رِزْقِ اللهِ نَزَلَ بِسَاحَتِنَا فَيَحْتَكِرُونَهُ عَلَيْنَا وَلَكِنْ أَيُّمَا جَالِبٍ جَلَبَ عَلَى عَمُودِ كَبِدِهِ فِى الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَذَلِكَ ضَيْفُ عُمَرَ فَلْيَبِعْ كَيْفَ شَاءَ اللهُ وَلْيُمْسِكْ كَيْفَ شَاءَ اللهُ. ‘আমাদের বাজারে কেউ মজুদদারী করবে না। যাদের হাতে অতিরিক্ত মুদ্রা আছে, তারা যেন আল্লাহ প্রদত্ত জীবিকা সমূহ হ’তে কোন জীবিকা (খাদ্যশস্য) ক্রয় করে আমাদের উপর মজুদদারী করার ইচ্ছা না করে। তবে যে ব্যক্তি প্রচণ্ড শীত ও গ্রীষ্মকালে নিজের পিঠে বোঝা বহন করে (খাদ্যশস্য) আনবে সে ওমরের মেহমান। আল্লাহ্র ইচ্ছায় সে যেভাবে ইচ্ছা বিক্রি করুক এবং যেভাবে ইচ্ছা মজুদ করুক’।[১৩৮]

২. পণ্য মজুদের ফলে ব্যবসায়ীদের কারসাজিতে বাজারে পণ্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হ’লে সরকারকে বাজার ব্যবস্থাপনায় হস্তক্ষেপ করতে হবে এবং মুনাফাখোরী ও মজুদদারী প্রতিরোধের জন্য দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দিতে হবে। সাইয়িদ সাবিক এ সম্পর্কে বলেন, على أن التجار إذا ظلموا وتعدوا تعديا فاحشا يضر بالسوق وجب على الحاكم أن يتدخل ويحدد السعر صيانة لحقوق الناس، ومنعا للاحتكار، ودفعا للظم الواقع عليهم من جشع التجار– ‘তবে ব্যবসায়ীরা যখন যুলুম করবে এবং মূল্যের ব্যাপারে

১৩৭. *মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেক হা/১৩৪৮, ২৪০০।*
১৩৮. *মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেক হা/১৩৪৮।*

Contents

চরমভাবে বাড়াবাড়ি করবে, যা বাজার ব্যবস্থাপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, তখন মানুষের অধিকার রক্ষাকল্পে, মজুদদারী প্রতিরোধকল্পে এবং ব্যবসায়ীদের লোভ হেতু জনসাধারণের উপর চেপে বসা যুলুমের অবসানকল্পে শাসকের এতে হস্তক্ষেপ করা এবং দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দেয়া আবশ্য কর্তব্য'।[১৩৯]

৩. মুজদদারী প্রতিরোধের এক কার্যকর ও বলিষ্ঠ উপায় হচ্ছে যাকাত। কারণ মজুদকৃত সম্পদের উপরেই যাকাত ধার্য করা হয়ে থাকে। সুতরাং সরকারীভাবে যাকাত আদায়কে বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৪. বাজার তদারকির যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে 'আল-হিসবাহ' ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। মুনাফাখোরী ও মজুদদারী সহ রাষ্ট্রের যাবতীয় অর্থনৈতিক দুর্নীতি রোধে এ বিভাগ কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। ড. শাওকী আব্দুহু আস-সামী এ বিভাগের দায়িত্ব সম্পর্কে বলেন, يقوم بمراقبة الدولة، كما أنه يراقب الحالة الاقتصادية، فمنع الاحتكار والغش والتعامل بالربا إلى غير ذلك من الأمور الاقتصادية للدولة، بجانب رد الحقوق إلى أصحابها– 'এ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি (মুহতাসিব) যেমন রাষ্ট্রের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবেন, তেমনি তিনি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থাও তদারকি করবেন। তিনি মজুদদারী, ধোঁকাবাজি, পণ্যে ভেজাল প্রদান ও সূদী কারবার সহ রাষ্ট্রের যাবতীয় অনৈতিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করবেন। পাশাপাশি হকদারদেরকে তাদের প্রাপ্য হক ফিরিয়ে দিবেন'।[১৪০]

উল্লেখ্য যে, 'আল-হিসবাহ' হচ্ছে هى و ظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذى هو فرض على القائم بأمور المسلمين يُعَيِّنُ لذلك من يراه أهلا لـه– 'এটি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধের আওতাভুক্ত একটি ধর্মীয় দায়িত্ব। যেটি মুসলমান জনসাধারণের জন্য নিয়োজিত প্রত্যেক শাসকের উপরে ফরয বা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য।

---

১৩৯. ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/২০২-৩।

১৪০. ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, ৪৫বর্ষ ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৫, পৃ: ২১২। গৃহীত: তারীখুল ইকতিছাদ লিল-মুসলিমীন, ১/৩৯।

উপযুক্ত ব্যক্তিকে তিনি এ পদে নিয়োগ দান করবেন'।[১৪১] আর যিনি এ বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন তাকে বলা হয় 'মুহতাসিব'।

৫. মজুদদারির ফলে বাজারে পণ্যের সংকট সৃষ্টি হ'লে সরকার নিজস্ব উদ্যোগে ন্যায্য মূল্যে খোলা বাজারে সরকারীভাবে পণ্য বিক্রি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। যতক্ষণ না পণ্যের মূল্য স্বাভাবিক ও সহনীয় হয় এবং মজুদদাররা তাদের মজুদদারী থেকে নিবৃত্ত হয়। এ লক্ষ্যে সরকার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে পূর্ব থেকেই মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য বিদেশ থেকে আমদানী করে বা দেশজ উৎস থেকে সংগ্রহ করে মজুদ করে রাখবেন। ইবনুল আরাবী (রহঃ) বলেন, إن الخليفة في بغداد، إذا زاد السعر يأمر بفتح المخازن، ويبيع بأقل مما يبيع الناس حتي يرجع الناس إلي ذلك السعر 'যখন বাগদাদে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পেত, তখন খলীফা তার ভাণ্ডার খুলে দেয়ার এবং মানুষের বিক্রয়কৃত মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে পণ্য বিক্রির নির্দেশ দিতেন। যতক্ষণ না মানুষ প্রকৃত মূল্যের দিকে ফিরে আসে'।[১৪২]

৬. মজুদদারী প্রতিরোধের জন্য ওমর (রাঃ) ট্যাক্স কমিয়ে দিয়েছিলেন। যাতে মদীনায় পর্যাপ্ত পণ্য সরবরাহ হয়। কারণ তখন মদীনায় খাদ্য কম পাওয়া যেত। ফলে সেখানে মজুদদারী বেশী হ'ত।[১৪৩] প্রয়োজনবোধে এ পন্থাও অবলম্বন করা যেতে পারে।

৭. মজুদদারির ফলে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি দেখা দিলে জনসাধারণের কষ্ট লাঘবের জন্য সরকার মজুদদারদেরকে তাদের মজুদকৃত পণ্য বাজারের প্রচলিত দামে বিক্রি করতে বাধ্য করবেন। জগদ্বিখ্যাত সমাজ সংস্কারক ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) এ প্রসঙ্গে বলেন, كان لولى الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه، مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس فى مخمصة فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثل-

---

১৪১. *মুক্বাদ্দামা ইবনে খালদূন, পৃ: ১৮৫।*

১৪২. *ড. ফুওয়াদ আব্দুল্লাহ আল-উমার, মুক্বাদ্দামা ফী তারীখিল ইকতিছাদ আল-ইসলামী ওয়া তাতাওউরিহী (জেদ্দা : আল-বান্ক আল-ইসলামী লিত-তানমিয়াহ, ১৪২৪/২০০৩), পৃঃ ২৯২।*

১৪৩. *ঐ, পৃঃ ২৯০।*

‘মানুষের প্রয়োজন দেখা দিলে সরকার মানুষের কাছে মজুদকৃত পণ্য বাজারের প্রচলিত দামে বিক্রি করতে বাধ্য করবেন। যেমন কারো কাছে কোন খাদ্যদ্রব্য মজুদ আছে, যার প্রয়োজন তার নেই। অথচ মানুষ ক্ষুধার্ত আছে, তাহ’লে তাকে সেটা মানুষের নিকট প্রচলিত দামে বিক্রি করতে বাধ্য করা হবে’।[১৪৪]

৮. যদি মুনাফাখোর ও মজুদদাররা সরকারের নির্দেশ অমান্য করে তাহ’লে সরকার তাদেরকে শাস্তি দিবেন, যাতে অন্য কেউ এ কাজে দুঃসাহস না দেখায়। ওমর ও আলী (রাঃ)-এর যুগে মজুদদারির প্রবণতা দেখা দিলে তারা প্রথমতঃ মজুদদারদেরকে নছীহত করতেন অতঃপর নছীহত না শুনলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিতেন।[১৪৫]

ওমর ফারূক (রাঃ) সর্বপ্রথম খাদ্য মজুদকারীদের নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন।[১৪৬] উমাইয়া বিন ইয়াযীদ আল-আসাদী ও মুযায়না গোত্রের জনৈক আযাদকৃত দাস মদীনায় খাদ্যদ্রব্য মজুদ করত। ওমর (রাঃ) তাদেরকে মদীনা থেকে বের করে দিয়েছিলেন।[১৪৭]

ইমাম কাসানী (রহঃ) বলেন,

أَنْ يُؤْمَرَ الْمُحْتَكِرُ بِالْبَيْعِ إِزَالَةً لِلظُّلْمِ لَكِنْ إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِبَيْعِ مَا فَضَلَ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَأَصَرَّ عَلَى الِاحْتِكَارِ وَرُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ مُصِرٌّ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَعِظُهُ وَيُهَدِّدُهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَرُفِعَ إِلَيْهِ مَرَّةً ثَالِثَةً يَحْبِسُهُ وَيُعَزِّرُهُ زَجْرًا لَهُ عَنْ سُوءِ صُنْعِهِ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْبَيْعِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يُجْبَرُ عَلَيْهِ-

‘যুলুম দূর করার জন্য মজুদদারকে মজুদকৃত পণ্য বিক্রি করার নির্দেশ দেয়া হবে। তবে তাকে তার নিজের ও তার পরিবারের খাদ্যের অতিরিক্ত অংশ

১৪৪. ইবনু তায়মিয়াহ, আল-হিসবাহ, পৃ: ১৯।
১৪৫. উছূলুল ইকতিছাদ আল-ইসলামী, পৃ: ২৮৯।
১৪৬. গালিব আব্দুল কাফী আল-কুরাশী, আওয়ালিয়্যাতুল ফারূক আস-সিয়াসিয়্যাহ (বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১ম প্রকাশ, ১৪০৩/১৯৮৩), পৃঃ ৩৯৬।
১৪৭. ফাতহুল বারী ১২/১৯৭, হা/৬৮৩৪-এর আলোচনা দ্র.।

বিক্রি করার নির্দেশ দেয়া হবে। যদি সে না করে এবং মজুদদারির উপর যিদ করে এবং দ্বিতীয়বার রাষ্ট্র প্রধানের কাছে বিষয়টি উত্থাপিত হয়। আর সে এ বিষয়ে যিদের উপরেই থাকে তাহ'লে রাষ্ট্র প্রধান তাকে নছীহত করবেন এবং ভীতি প্রদর্শন করবেন। যদি সে না করে এবং তৃতীয়বার রাষ্ট্র প্রধানের কাছে বিষয়টি উত্থাপিত হয় তাহ'লে তিনি তাকে বন্দী করবেন এবং তার মন্দ কর্মের জন্য তাকে তিরস্কার করবেন। তবে তাকে বিক্রি করতে বাধ্য করা যাবে না। ইমাম মুহাম্মাদ বলেন, তাকে বিক্রি করতে বাধ্য করা হবে'।[১৪৮]

আধুনিক অর্থনীতিবিদ ড. আমীন মুছতফা আব্দুল্লাহ বলেন, ويعتبر الاحتكار جريمة تعزيرية لولى الأمر أن يعرض عقوبتها حسب ما يراه بما يناسب ارتكاب الجريمة وظروف المخالفة، متروكة له حسب زمانه ومكانه وفاعليتها، فهى عقوبة تقديرية يقررها الحاكم حسبما يراه. 'মজুদদারীকে শাস্তিমূলক অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়। অপরাধ বিবেচনা ও নির্দেশ লঙ্ঘনের পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুপাতে শাসক তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী শাস্তি দিবেন। তবে মজুদদারির সময়, স্থান ও কার্যকারিতা অনুযায়ী এর শাস্তিকে শাসক নিজের ইখতিয়ারে রাখবেন। এটি নির্ধারণমূলক শাস্তি। শাসক যেমনটা মনে করেন সে অনুযায়ী তিনি শাস্তি নির্ধারণ করবেন'।[১৪৯]

অপরাধের গুরুত্ব ও পরিবেশ বুঝে শাসক মজুদদারির জন্য লঘু ও গুরু দণ্ড দিতে পারেন। ইসলামী শরী'আতে একে 'তা'যীর' (تعزير) বলে। যেমন, মজুদকৃত পণ্য ক্রোক বা জব্দ করা, মজুদদারকে বন্দী করা, বাজার থেকে বের করে দেয়া, প্রহার করা, মজুদকৃত পণ্য ধ্বংস করা প্রভৃতি।[১৫০]

৯. অর্থের প্রতি অতিরিক্ত মোহ মানুষকে মুনাফাখোরী ও মজুদদারির প্রতি ধাবিত করে। অবৈধ পথে উপার্জনের এ পন্থাকে তারা লাভজনক মনে

---

১৪৮. বাদায়েউছ ছানায়ে ৫/১২৯।

১৪৯. উছূলুল ইকতিছাদ আল-ইসলামী, পৃঃ ২৮৮।

১৫০. হুদা লাউর, আল-ইহতিকার ওয়া উকূবাতুহু বায়নাশ শারী'আতিল ইসলামিয়্যাহ ওয়াল কানূন আল-ওয়ায'ঈ, মাস্টার্স থিসিস, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৩-১৪, জামি'আতুল ওয়াদী, আলজেরিয়া, পৃঃ ৬৭-৬৮।

করে। অথচ এভাবে উপার্জিত সম্পদ সমূলে বিনষ্ট হয়ে যায়। ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানী ইবনে খালদূন বলেন, ومما اشتهر عند ذوى البصر والتجربة فى الأمصار ان احتكار الزرع لتحين أوقات الغلاء مشئوم، وأنه يعود على فائدته بالتلف و الخسـران– 'নগরীর দূরদর্শী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে এ বিষয়টি সুপরিচিত যে, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির সময় ঘনিয়ে আসার অপেক্ষায় শস্য মজুদ করে রাখা অশুভ কাজ। কারণ এভাবে অর্জিত লাভ ক্ষতি ও সর্বনাশ ডেকে আনে'।[১৫১] সুতরাং মুনাফাখোরী ও মজুদদারী প্রতিরোধের জন্য সম্পদ সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিম্নোক্ত বাণীটি প্রণিধানযোগ্য- لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَـى الـنَّفْسِ 'সম্পদের প্রাচুর্য ধনাঢ্যতা নয়; রবং প্রকৃত ধনাঢ্য ঐ ব্যক্তি, যার অন্তর সম্পদশালী'।[১৫২]

১০. আমাদের দেশে পণ্য আমদানী করার পর আমদানীকারকরা এই পণ্য গুদামজাত ও বাজারজাতকরণের জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে থাকে। তারা এই ঋণ পরিশোধের সময় পায় চার থেকে ছয় মাস। এ অতিরিক্ত সময় পাওয়ার কারণে আমদানীকারকরা পণ্য মজুদ করে থাকে এবং বাজারে পণ্যের দাম বৃদ্ধি পেলেই সরবরাহ করে। এই ঋণ পরিশোধের সময়সীমা কমিয়ে এক মাসের মধ্যে নিয়ে এলে আমদানীকারকরা মজুদের সময় পাবে না।

১১. মুনাফাখোরী ও মজুদদারী প্রতিরোধের অপরিহার্য পূর্বশর্ত হ'ল বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। বিচার বিভাগকে সরকারের যাবতীয় হস্তক্ষেপ, প্রভাব ও চাপ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও স্বাধীন হ'তে হবে, যাতে তা মুনাফাখোর ও মজুদদারদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী নির্ভয়ে রায় প্রদান করতে পারে। নবী করীম (ছাঃ)-এর যুগে মাখযূম গোত্রের জনৈক মহিলা চুরি করলে তার গোত্রের লোকজন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে তার ব্যাপারে সুপারিশ করার জন্য উসামা বিন যায়েদ (রাঃ)-এর কাছে আসে। উসামা (রাঃ) এ ব্যাপারে

---

১৫১. মুক্বাদ্দামা ইবনে খালদূন, পৃ: ৩৩০, 'মজুদদারী' অনুচ্ছেদ।
১৫২. বুখারী হা/৬৪৪৬।

নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে আলোচনা করলে তিনি অগ্নিশর্মা হয়ে যান। অতঃপর হামদ ও ছানার পর বলেন,

فَإِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمِ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا-

‘তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এজন্য ধ্বংস হয়েছে যে, যখন তাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত কেউ চুরি করত তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত এবং যখন দুর্বল কেউ চুরি করত তখন তারা তার উপর দণ্ড কার্যকর করত। যেই সত্ত্বার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর কসম! মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতিমাও যদি চুরি করত, তবে তার হাতও আমি অবশ্যই কেটে দিতাম’।[১৫৩]

১২. ব্যবসায়ীদেরকে হালাল উপার্জনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং তাদের মাঝে নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে হবে। প্রফেসর Tausig মজুদদারী প্রতিরোধের জন্য নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।[১৫৪]

রাসূল (ছাঃ) হালাল উপার্জনের প্রতি জোর তাগিদ দিয়ে বলেন, إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا ‘আল্লাহ পবিত্র। পবিত্র ভিন্ন তিনি গ্রহণ করেন না’।[১৫৫] তিনি বলেন, لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّىَ بِالْحَرَامِ ‘হারাম দ্বারা পরিপুষ্টিসাধিত দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না’।[১৫৬] তিনি আরো বলেন, كُلُّ جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ ‘হারাম দ্বারা গঠিত প্রত্যেক দেহ জাহান্নামে যাওয়ার অধিক উপযুক্ত’।[১৫৭]

---

১৫৩. বুখারী হা/৩৪৭৫, ৪৩০৪।
১৫৪. ড. এম. এ মান্নান, ইসলামী অর্থনীতি: তত্ত্ব ও প্রয়োগ (ঢাকা: ইসলামিক ইকনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৮৩), পৃ: ১২৯।
১৫৫. মুসলিম হা/১০১৫।
১৫৬. মিশকাত হা/২৭৮৭; সিলসিলা ছহীহা হা/২৬০৯।
১৫৭, ছহীহুল জামে হা/৪৫১৯, হাদীছ ছহীহ।

অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنِ اكْتَسَبَ مَالًا مِنْ مَأْثَمٍ فَوَصَلَ بِهِ رَحِمَهُ أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ أَوْ أَنْفَقَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ جُمِعَ ذَلِكَ كُلُّهُ جَمِيْعًا فَقُذِفَ بِهِ فِيْ جَهَنَّمَ– 'যে ব্যক্তি অবৈধভাবে সম্পদ উপার্জন করল। অতঃপর এর দ্বারা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করল বা ছাদাক্বা করল বা আল্লাহ্র পথে তা ব্যয় করল, এর সবগুলিকে একত্রিত করে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে'।[১৫৮]

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, وكما يتَعَلَّق الثَّوَابُ وَالْعِقَاب والمدح والذم بِإِخْرَاج الدِّرْهَم فَكَذَلِك يتَعَلَّق باكتسابه، وَكَذَلِكَ يسْأَل عَنهُ مستخرجه ومصروفه، من أَيْن اكْتَسبهُ وَفِيمَا أنفقهُ– 'পুণ্য, শাস্তি, প্রশংসা ও নিন্দা যেমন টাকা-পয়সা খরচের সাথে সম্পৃক্ত, তেমনি তা উপার্জনের সাথেও সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে এর আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাত সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করা হবে'।[১৫৯]

মজুদদারির ভয়াল থাবা : ইতিহাসের সাক্ষ্য

মজুদদারির ভয়াল থাবা সম্পর্কে ইতিহাসের পাতা উল্টালে আমরা দেখতে পাই, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ফসলের পরিবর্তে মুদ্রা রাজস্ব আদায়ের একমাত্র মাধ্যমে পরিণত হয়। ফলে খাজনার টাকা সংগ্রহের জন্য কৃষককে তার সারা বছরের খাদ্য ফসল বিক্রি করতে হ'ত। এই সুযোগে ইংরেজ ব্যবসায়ীরা বাংলা-বিহারের বিভিন্ন স্থানে ধান-চাল ক্রয়ের জন্য ক্রয়কেন্দ্র খুলে বসে। শুধু তাই নয়, বেশী মুনাফা লাভের আশায় এসব ক্রয়কৃত খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করা শুরু করে। পরে সুযোগ-সুবিধামতো এসব খাদ্যই চড়ামূল্যে সেই চাষীদের নিকটই আবার বিক্রি করত। ফলে খাদ্য গুদামজাতকরণের মাধ্যমে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টির কারণেই এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে দুর্ভিক্ষ ঘনিয়ে এল। ১৭৬৯ সালে ক্রয়কৃত সমস্ত ফসল

১৫৮. ছহীহ তারগীব হা/১৭২১।
১৫৯. ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিয়াহ, আল-ফাওয়াইদ (কায়রো : দারুল হাদীছ, ১৪২৬/২০০৫), পৃঃ ২০৭, 'টাকা-পয়সা উপার্জনের প্রকারভেদ' অনুচ্ছেদ।

কোম্পানীর লোকেরা ১৭৭০ সালেই বেশী দামে হতভাগ্য চাষীদের নিকট বিক্রি করতে লাগল। বাংলার চাষী তা ক্রয় করতে ব্যর্থ হয়ে নযীরবিহীন দুর্ভিক্ষের শিকার হ'ল। মারা গেল কয়েক লক্ষ বনু আদম। বাংলা ১১৭৬ (১৭৬৯-৭০খৃ.) সালের এই দুর্ভিক্ষই ইতিহাসে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে খ্যাত।

প্রত্যক্ষদর্শী ইংরেজ ঐতিহাসিক ইয়ং হাসব্যান্ড (Young Husband)-এর ভাষায়, 'তাদের (ইংরেজ বণিকদের) মুনাফার পরবর্তী উপায় ছিল চাল কিনে গুদামজাত করে রাখা। তারা নিশ্চিত ছিল যে, জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য এ দ্রব্যটির জন্য তারা যে মূল্যই চাইবে, তা পাবে। ...চাষীরা তাদের প্রাণপাত করা পরিশ্রমের ফল অপরের গুদামে মজুদ থাকতে দেখে চাষ-বাস সম্পর্কে এক রকম উদাসীন হয়ে পড়ল। ফলে দেখা দিল ভয়ানক খাদ্যাভাব। দেশে যেসব খাদ্য ছিল, তা ইংরেজ বণিকদের দখলে। খাদ্যের পরিমাণ যত কমতে থাকল, ততই দাম বাড়তে লাগল। শ্রমজীবী দরিদ্র জনগণের চির দুঃখময় জীবনের ওপর পতিত হ'ল এই পুঞ্জীভূত দুর্যোগের প্রথম আঘাত। কিন্তু এটা এক অশ্রুতপূর্ব বিপর্যয়ের আরম্ভ মাত্র'।

তিনি আরো বলেন, 'এই হতভাগ্য দেশে দুর্ভিক্ষ কোন অজ্ঞাতপূর্ব ঘটনা নয়। কিন্তু দেশীয় জনশত্রুদের সহযোগিতায় একচেটিয়া শোষণের বর্বরসুলভ মনোবৃত্তির অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ যে অভূতপূর্ব বিভীষিকাময় দৃশ্য দেখা দিল, তা ভারতবাসীরাও আর কোনদিন চোখে দেখেনি বা কানে শোনেনি। চরম খাদ্যাভাবের এক ভয়াবহ ইঙ্গিত নিয়ে দেখা দিল ১৭৬৯ সাল। সঙ্গে সঙ্গে বাংলা-বিহারের সমস্ত ইংরেজ বণিক তাদের সকল আমলা, গোমস্তা, রাজস্ব বিভাগের সকল কর্মচারী, যে যেখানে নিযুক্ত ছিল সেখানেই দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রমে ধান-চাল কিনতে লাগল। এই জঘন্যতম ব্যবসায়ে মুনাফা এত শীঘ্র ও এত বিপুল পরিমাণ ছিল যে, মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে নিযুক্ত একজন কপর্দকশূন্য ভদ্রলোক এ ব্যবসা করে দুর্ভিক্ষ শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্রায় ৬০ হাযার পাউণ্ড (দেড় লক্ষাধিক টাকা) দেশে পাঠিয়েছিল *(Young Husband : Transaction in India, 1786)*।[১৬০]

---

১৬০. মেসবাহুল হক, পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় সংস্করণ, মে ১৯৮৭), পৃঃ ১১-১৩।

ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার বলেন, All through the stifling summer of 1770 the people went on dying. The husbandmen sold their cattle; they sold their implements of agriculture; they devoured their seed-grain; they sold their sons and daughters, till at length no buyer of children could be found; they eat the leaves of trees and the grass of the field; and in June 1770 the Resident at the Durbar affirmed that the living were feeding on the dead. Day and night a torrent of famished and disease-stricken wretches poured into the great cities. At an early period of the year pestilence had broken out. In March we find smallpox at Moorshedabad, where it glided through the Viceregal mutes, and cut off the Prince Syfut in his palace. The streets were blocked up with promiscuous heaps of the dying and dead. Interment could not do its work quick enough; even the dogs and jackals, the public scavengers of the East, became unable to accomplish their revolting work, and the multitude of mangled and festering corpses at length threatened the existence of the citizens.

'১৭৭০ সালের শ্বাসরুদ্ধকর গ্রীষ্মকালব্যাপী মানুষ মারা যাচ্ছিল। কৃষকেরা তাদের গবাদিপশু, লাঙল-জোয়াল বেচে ফেলেছে এবং খাদ্যশস্য গোগ্রাসে খেয়ে ফেলেছে। অবশেষে তারা তাদের ছেলেমেয়ে বিক্রি করেছে। অবস্থা এতদূর গড়ালো যে, ছেলেমেয়ের ক্রেতাও আর পাওয়া গেল না। তারপর তারা গাছের পাতা ও মাঠের ঘাস খেতে শুরু করে। ১৭৭০ সালের জুন মাসে দরবারের রেসিডেন্ট নিশ্চিত করলেন যে, জীবিত মানুষ মরা মানুষের গোশত ভক্ষণ করতে শুরু করেছে। রোগাক্লিষ্ট, প্রচণ্ড ক্ষুধায় কাতর মৃতপ্রায় হতভাগ্য মানুষগুলো দিনরাত স্রোতের বেগে বড় বড় শহরের দিকে ধাবিত হচ্ছিল। বছরের শুরুতেই মহামারির প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। মার্চ মাসে আমরা মুর্শিদাবাদে গুটিবসন্ত দেখতে পেলাম। যা সেখানে প্রশাসনের কোন সাড়া-শব্দ ছাড়া নীরবে সংক্রমিত হচ্ছিল। শাহজাদা সাইফুতও এই রোগে তার প্রাসাদে মারা যান। মৃত ও মরণাপন্ন লোক স্তূপাকারে পড়ে থাকায় রাস্তাঘাট ছিল অবরুদ্ধ। লাশের সংখ্যা এতো বেশী ছিল যে, তা পুঁতে

Contents

ফেলার কাজও দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল না। প্রাচ্যের মেথর, কুকুর ও শৃগালের পক্ষেও এত বেশী লাশ নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব ছিল না। ফলে দুর্গন্ধযুক্ত বিপুল সংখ্যক গলিত লাশ মানুষের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলেছিল'।[১৬১]

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষও মজুদদারির অশুভ প্রভাবের জ্বলন্ত সাক্ষী। এ দুর্ভিক্ষের প্রত্যক্ষদর্শী শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে লিখেছেন, '১৯৪৩ সালে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়েছে। লক্ষ লক্ষ লোক মারা যাচ্ছে'। অন্যত্র তিনি লিখেছেন, 'দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে। গ্রাম থেকে লাখ লাখ লোক শহরের দিকে ছুটেছে স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে। খাবার নাই, কাপড় নাই। ইংরেজ যুদ্ধের জন্য সমস্ত নৌকা বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছে। ধান, চাল সৈন্যদের খাওয়াবার জন্য গুদাম জব্দ করেছে। যা কিছু ছিল ব্যবসায়ীরা গুদামজাত করেছে। ফলে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ব্যবসায়ীরা দশ টাকা মণের চাউল চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি করছে। এমন দিন নাই রাস্তায় লোকে মরে পড়ে থাকতে দেখা যায় না। ...ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন বাংলাদেশ দখল করে মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতায়, তখন বাংলার এত সম্পদ ছিল যে, একজন মুর্শিদাবাদের ব্যবসায়ী গোটা বিলাত শহর কিনতে পারত। সেই বাংলাদেশের এই দুরবস্থা চোখে দেখেছি যে, মা মরে পড়ে আছে, ছোট বাচ্চা সেই মরা মার দুধ চাটছে। কুকুর ও মানুষ একসাথে ডাস্টবিন থেকে কিছু খাবার জন্য কাড়াকাড়ি করছে। ছেলেমেয়েদের রাস্তায় ফেলে দিয়ে মা কোথায় পালিয়ে গেছে। পেটের দায়ে নিজের ছেলেমেয়েকে বিক্রি করতে চেষ্টা করছে। কেউ কিনতেও রাজি হয় নাই। বাড়ির দুয়ারে এসে চিৎকার করছে, 'মা বাঁচাও, কিছু খেতে দাও, মরে তো গেলাম, আর পারি না, একটু ফেন দাও'। এই কথা বলতে বলতে ঐ বাড়ির দুয়ারের কাছেই পড়ে মরে গেছে। আমরা কি করব? হোস্টেলে যা বাঁচে দুপুরে ও রাতে বুভুক্ষুদের বসিয়ে ভাগ করে দেই, কিন্তু কি হবে এতে'?[১৬২]

---

১৬১. *W.W. Hunter, The Annals of Rural Bengal (London : Smith, Elder and Co, 1868), P. 26-27.*

১৬২. *শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী (ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২য় মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০১২), পৃঃ ১৭-১৮।*

তিনি আরো লিখেছেন, ‘এই সময় রিলিফের কাজ করার জন্য গোপালগঞ্জ ফিরে আসি। ...বাড়িতে এসে দেখি ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ সবই প্রায় না খেতে পেয়ে কঙ্কাল হতে চলেছে’।[১৬৩]

অন্য আরেক জায়গায় তিনি লিখেছেন, ‘শহীদ সাহেব দেখলেন যুদ্ধের সময় অধিক লাভের আশায় ব্যবসায়ীরা কালো বাজারে কাপড় বিক্রি করার জন্য গুদামজাত করতে শুরু করছে। একদিকে খাদ্য সমস্যা ভয়াবহ, শহীদ সাহেব রাতদিন পরিশ্রম করছেন, আর একদিকে অসাধু ব্যবসায়ীরা জনগণের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে শুরু করেছে। শহীদ সাহেব সমস্ত কর্মচারীদের হুকুম দিলেন, মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীদের আড্ডাখানা বড়বাজার ঘেরাও করতে। সমস্ত বড়বাজার ঘেরাও করা হল। হাজার হাজার গজ কাপড় ধরা পড়ল, এমনকি দালানগুলির নিচেও এক একটা গুদাম করে রেখেছিল তাও বাদ গেল না। এমনি করে সমস্ত শহরে চাউল গুদামজাতকারীদের ধরবার জন্য একইভাবে তল্লাশি শুরু করলেন। মাড়োয়ারিরাও কম পাত্র ছিল না। কয়েক লক্ষ টাকা তুলে লীগ মন্ত্রিসভাকে খতম করার জন্য কয়েকজন এমএলএকে কিনে ফেলল। ফলে এক ভোটে লীগ মন্ত্রিত্বকে পরাজয়বরণ করতে হল’।[১৬৪]

শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ‘আমার দেখা নয়া চীন’ শীর্ষক ভ্রমণগ্রন্থে বলেছেন, ‘যে দেশের মানুষ না খেয়ে মরে, সামান্য দরকারি জিনিস জোগাড় করতে যাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, সে দেশে যুদ্ধে যে কতখানি ক্ষতি হয় তা ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের কথা মনে করলেই বুঝতে পারবেন। কোথায় ইংরেজ যুদ্ধ করছে, আর তার জন্য আমার দেশের ৪০ লক্ষ লোক শৃগাল কুকুরের মতো না খেয়ে মরেছে’।[১৬৫]

১৯৪৬ সালের ২রা অক্টোবর উপমহাদেশের প্রাচীনতম দৈনিক ‘আজাদ’ ‘খাদ্য-পরিস্থিতি’ শীর্ষক এক সম্পাদকীয়তে লিখেছিল, ‘১৯৪৩ সাল হইতে বাংলার বুকে এই ধ্বংসলীলা চলিয়াছে। মাসের পর মাস মানুষ অনাহারের জ্বালায় জ্বলিয়া মরিয়াছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ মরণের কোলে আশ্রয় লইয়া

---

১৬৩. ঐ, পৃঃ ১৯।
১৬৪. ঐ, পৃঃ ৩৩।
১৬৫. শেখ মুজিবুর রহমান, আমার দেখা নয়া চীন (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ, ১লা ফেব্রুয়ারী ২০২০), পৃঃ ১৯।

বাঁচিয়াছে। কিন্তু মৃত্যুর সময়ও বাঙ্গালীর একান্ত কাম্য ঘরের কোণে লোকের ঠাঁই হয় নাই। আমরা জানি মানুষের এই দুঃখের দুর্দশার সুযোগ লইয়া অনেক শিক্ষিত পথের ফকিরও বড়লোক হইয়া গিয়াছে। ... একদিকে বস্ত্রহীন, অনাহার জর্জ্জরিত কোটি কোটি মানুষ। আর একদিকে চোরাবাজার, কালোবাজারি, দুর্নীতিপরায়ণ একটা শ্রেণী- যাহাদের এতটুকু দয়া-মায়া নাই, নির্ম্মম, পাষাণ যাহাদের অংশ। বাংলার বাসিন্দারা এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে'।[১৬৬]

পরিশেষে বলা যায়, মজুদদারির ফলে মানুষকে তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস উচ্চমূল্যে ক্রয় করতে হয়। মানুষের রক্ত চুষে মজুদদাররা তাদের স্বার্থপরতা, অবৈধ লাভ ও লোভের চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। এর ফলে জনগণ দারুণ ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এজন্য ইসলামে মজুদদারী হারাম। এটি তাদের উপর কৃত এক প্রকার যুলুম।[১৬৭] এতে কোনই সন্দেহ নেই। কারণ এর সাথে বান্দার হক জড়িত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

اَلظُّلْمُ ثَلاَثَةٌ، فَظُلْمٌ لاَ يَتْرُكُهُ اللهُ وَظُلْمٌ يُغْفَرُ وَ ظُلْمٌ لاَ يُغْفَرُ، فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِيْ لاَ يُغْفَرُ، فَالشِّرْكُ لاَ يَغْفِرُهُ اللهُ، وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِيْ يُغْفَرُ، فَظُلْمُ الْعَبْدِ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ، وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِيْ لاَ يُتْرَكُ، فَظُلْمُ الْعِبَادِ، فَيَقْتَصُّ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ-

'যুলুম তিন প্রকার। ১. এমন যুলুম যা আল্লাহ উপেক্ষা করবেন না। ২. এমন যুলুম যা মাফ করে দেয়া হবে এবং ৩. এমন যুলুম যা ক্ষমা করা হবে না। যে যুলুম ক্ষমা করা হবে না তা হ'ল শিরক। আল্লাহ শিরকের পাপ ক্ষমা করবেন না। আর যে যুলুম ক্ষমা করে দেয়া হবে তা হ'ল বান্দা ও আল্লাহ্‌র মাঝে কৃত যুলুম। আর যে যুলুমকে উপেক্ষা করা হবে না তা হ'ল বান্দাদের একের প্রতি কৃত অন্যের যুলুম। আল্লাহ তাদের একজনের কাছ থেকে অন্যজনের ক্বিছাছ গ্রহণ করবেন'।[১৬৮]

---

১৬৬. আজাদ ও সমকালীন সমাজ, পৃঃ ২০৮-২০৯।
১৬৭. বাদায়েউছ ছানায়ে ৫/১২৯।
১৬৮. সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৯২৭, হাদীছ হাসান।

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির পদতলে জনজীবন পিষ্ট। দ্রব্যমূল্যের পাগলা ঘোড়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে তো ছুটছেই। এর মুখে লাগাম দেয়া যাচ্ছে না। জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ার কারণে দৈনন্দিন পারিবারিক চাহিদা মেটাতে পরিবার প্রধানদের উঠছে নাভিশ্বাস। ‘কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ’ (ক্যাব)-এর ২০১৮ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৮ সালে জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে ৬ শতাংশ। একই সঙ্গে পণ্য ও সেবার মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে ৫ দশমিক ১৯ শতাংশ। ২০১৮ সালে সব ধরনের চালের গড় মূল্য বেড়েছে ৮ দশমিক ৯১ শতাংশ, মাছের দাম সাড়ে ১৩ শতাংশ, শাকসবজিতে ৯ দশমিক ৩৮ শতাংশ, তরল দুধে ১৩ দশমিক ৩৩ শতাংশ, গোশতে ৩ দশমিক ৩৭ শতাংশ, ডিমে বেড়েছে ৭ দশমিক ৭১ শতাংশ। দুই কক্ষ বিশিষ্ট বাড়ী ভাড়া বেড়েছে ৫ দশমিক ৫ শতাংশ। আর ২০১৯ সালে জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে সাড়ে ৬ শতাংশ। ক্যাবের প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে দুই অংকের হারে বেড়েছে পেঁয়াজ, রসুন, আদা, এলাচ, চা, গরুর তরল দুধ, গেঞ্জিজাতীয় পোশাকের দাম ও গ্যাসের চুলার মাশুল বা বিল। ১৮টি সবজির গড় দাম বেড়েছে ৮ শতাংশের কিছু বেশী। এর মধ্যে কিছু সবজির দাম অবশ্য অনেক বেড়েছে। যেমন এক কেজি পটলের গড় দাম ৫২ টাকা থেকে বেড়ে ৭৯ টাকা হয়েছে। আবার কিছুটা কমেছে আলু, লাউ ও কাঁচা পেঁপের দাম। এছাড়া আটার দাম ৫ শতাংশের মতো বেড়েছে, যেটি প্রধান খাদ্যের একটি।[১৬৯] মোটকথা, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির ফলে নিম্ন আয়ের মানুষের ও মধ্যবিত্তের এখন সংসার চালানোই দায় হয়ে পড়েছে।

সম্প্রতি দৈনিক প্রথম আলো ‘মসলা ছাড়াই রাঁধতে হবে’ শিরোনামে এক প্রতিবেদনে বলেছে, বাজারে চড়া দামের পণ্য তালিকায় এখন আর শুধু পেঁয়াজ নয়, যোগ হয়েছে আদা, রসুন, শুকনা মরিচ ও হলুদও। গরমমসলার বাজারে এলাচির সঙ্গে তাল মিলিয়েছে দারুচিনি। সব মিলিয়ে মসলার বাজার স্বস্তিহীন। যদিও রান্নার এসব পণ্য না কিনে উপায় নেই। পত্রিকাটি টিসিবির সূত্রে মসলার দাম বৃদ্ধির চিত্র তুলে ধরেছে এভাবে,

---

১৬৯. *প্রথম আলো, ৮ই জানুয়ারী’২০, পৃঃ ২০।*

মসলার দাম

পেঁয়াজ : ৭০ থেকে ১২০ টাকা/কেজি। এক বছর আগের তুলনায় বেশী ৩২২%। **রসুন :** ১৫০ থেকে ২২০ টাকা/কেজি। এক বছর আগের তুলনায় বেশী ১৮৫%। **আদা :** ১০০ থেকে ১৮০ টাকা/কেজি। এক বছর আগের তুলনায় বেশী ২৭%। **শুকনা মরিচ :** ২৬০ থেকে ৪০০ টাকা/কেজি। এক বছর আগের তুলনায় বেশী ৬৫%। **দারুচিনি :** ৪২০ থেকে ৪৫০ টাকা/কেজি। এক বছর আগের তুলনায় বেশী ৩৪%। **এলাচ :** ৪০০০ থেকে ৪৮০০ টাকা/কেজি। এক বছর আগের তুলনায় বেশী ১৪৪%।[১৭০]

গত সেপ্টেম্বর মাসে (২০১৯) ভারত হঠাৎ করে পেঁয়াজ রফতানী বন্ধ করে দিলে বাংলাদেশের মুনাফাখোর মজুদদার সিণ্ডিকেট পেঁয়াজের মূল্য অবিশ্বাস্যভাবে বাড়িয়ে দেয়। ফলে পেঁয়াজ কিনতে সাধারণ মানুষকে নাকানি-চুবানি খেতে হয়। গ্রাহককে প্রতি কেজি পেঁয়াজ ২৫০ টাকা দরে পর্যন্ত কিনতে হয়েছে। এমনকি হালি দরে বাজারে পেঁয়াজ বিক্রির খবরও পত্রিকায় এসেছে। পত্রিকান্তরে প্রকাশ, পেঁয়াজের বাজারে কারসাজির মাধ্যমে এই সিণ্ডিকেট প্রতিদিন ৫০ কোটি টাকা করে গত চার মাসে ভোক্তাদের ৩ হাযার ১৭৯ কোটি ৩৬ লাখ ৫০ হাযার টাকা হাতিয়ে নিয়েছে।[১৭১]

অন্যদিকে জানা গেছে যে, মিয়ানমার থেকে আমদানী করা পেঁয়াজ কেনা দামের চেয়ে প্রায় তিন গুণ দামে বিক্রির পেছনে জড়িত আছে কক্সবাজারের টেকনাফ ও চট্টগ্রামের ১৫ জনের একটি সিণ্ডিকেট। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং যেলা প্রশাসনের ভ্রাম্যমাণ আদালতের যৌথ অনুসন্ধানে তাঁদের নাম উঠে এসেছে। এই সিণ্ডিকেটটি ৪২ টাকায় মিয়ানমার থেকে পেঁয়াজ আমদানী করে ৯০ থেকে ১১০ টাকায় পাইকারি বাজারে বিক্রি করে আসছিল বলে অভিযোগ ওঠে। গত ৩রা নভেম্বর'১৯ খাতুনগঞ্জে অভিযান চালিয়ে এই অভিযোগের প্রমাণ পান ভ্রাম্যমাণ আদালত।[১৭২] মিয়ানমার থেকে পেঁয়াজ আমদানীকারী শুধু এই সিণ্ডিকেট গত কয়েকদিনে ২১০ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে।[১৭৩]

---

১৭০. *প্রথম আলো, ৭ই ফেব্রুয়ারী ২০২০, পৃঃ ২০।*
১৭১. *সিন্ডিকেট হাতিয়ে নিয়েছে ৩ হাজার কোটি টাকা, দৈনিক ইনকিলাব, ৪ঠা নভেম্বর'১৯, পৃঃ ১।*
১৭২. *সিন্ডিকেট বাড়াচ্ছে পেঁয়াজের দাম, দৈনিক প্রথম আলো, ৫ই নভেম্বর'১৯, পৃঃ ২০।*
১৭৩. *ইনকিলাব, ৬ই নভেম্বর'১৯, পৃঃ ১২।*

এজন্য সঙ্গতকারণেই জিনিসপত্রের দাম নিয়ে সম্প্রতি বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছিলেন, তিনি 'আগুনের মধ্যে' বাস করছেন।

বৃটিশ আমলে ১৮৬০ সালে তদানীন্তন কবি রাধারমণ শীল দ্রব্যমূল্য নিয়ে একটি কবিতা লিখেছিলেন। সেখানে তিনি বলেছিলেন,

আগে তেল আট সের টাকায় পেয়েছি
সে তেলে এখন হায় সে তেল এখন,
তিন সের টাকাতেও না হয় ঘটন।
পূর্ব্বাপর এক বেটে অল্পমূল্যে লুণ।
এখন লুণের দরে লেগেছে আগুন।
ভেতো বাঙালীর সার ভরসা তুণ্ডুল।
বিদেশে চালানো তাহা হয়েছে ভণ্ডুল।
আগেতে টাকায় ছিলো দুধ কুড়ি সের।
আটসের পাইনাকো-অদৃষ্টের ফের।
ঘৃত ছানা মাখন কি করিব আহার।
শাক-ভাত খেয়ে কাল কাটা হল ভার।
এদিকে ওদিকে দুদিকে মারা যাই
বাঙালীর ভাগ্যে সুখ বুঝি আর নাই।[১৭৪]

এই কবিতাটি এখনো দিব্যি চালিয়ে দেওয়া যায়।

মূলতঃ ব্যবসায়ীদের কারসাজিতেই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) এ প্রসঙ্গে বলেন,

فَالْغَلَاءُ بِارْتِفَاعِ الْأَسْعَارِ؛ وَالرُّخْصُ بِانْخِفَاضِهَا هُمَا مِنْ جُمْلَةِ الْحَوَادِثِ الَّتِيْ لَا خَالِقَ لَهَا إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ؛ وَلَا يَكُوْنُ شَيْءٌ مِنْهَا إِلَّا بِمَشِيْئَتِهِ وَقُدْرَتِهِ؛ لَكِنْ هُوَ سُبْحَانَهُ قَدْ جَعَلَ بَعْضَ أَفْعَالِ الْعِبَادِ سَبَبًا فِيْ بَعْضِ الْحَوَادِثِ كَمَا جَعَلَ قَتْلَ الْقَاتِلِ سَبَبًا فِيْ مَوْتِ الْمَقْتُوْلِ؛ وَجَعَلَ ارْتِفَاعَ الْأَسْعَارِ قَدْ يَكُوْنُ بِسَبَبِ ظُلْمِ الْعِبَادِ وَانْخِفَاضَهَا قَدْ يَكُوْنُ بِسَبَبِ إِحْسَانِ بَعْضِ النَّاسِ–

---

১৭৪. শওকত হোসেন, আড়াই শ টাকায় পেঁয়াজ বা টাকায় আট মণ চাল, প্রথম আলো, বিশেষ ক্রোড়পত্র 'প্র-বাণিজ্য', ২রা ডিসেম্বর'১৯, পৃঃ ২।

'মূল্যবৃদ্ধি বা মূল্যহ্রাস এ দু'টি ঐ সকল ঘটনার অন্যতম, যার স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ নন। তাঁর ইচ্ছা ও ক্ষমতা ছাড়া এর কিছুই সংঘটিত হয় না। তবে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কখনো কখনো কতিপয় বান্দার কর্মকে কিছু ঘটনা সংঘটিত হওয়ার কারণ হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। যেমন হত্যাকারীর হত্যাকে নিহত ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ করেছেন। বান্দাদের যুলুমের কারণে তিনি কখনো মূল্যবৃদ্ধি করেন এবং কখনো কিছু মানুষের ইহসানের কারণে মূল্যহ্রাস করেন'।[১৭৫]

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণ সমূহ :

১. মজুদদারী : দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির অন্যতম প্রধান কারণ মজুদদারী। একশ্রেণীর মুনাফালোভী সুযোগসন্ধানী অসৎ ব্যবসায়ী সস্তা দামে পণ্য ক্রয় করে এবং ভবিষ্যতে চড়া দামে বিক্রয় করার মানসে তা মজুদ করে রাখে। ফলে বাজারে দুষ্প্রাপ্যতার দরুন পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং পণ্যমূল্য হু হু করে বেড়ে যায়। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন,

فَإِنَّ الْمُحْتَكِرَ هُوَ الَّذِيْ يَعْمِدُ إِلَى شِرَاءِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الطَّعَامِ فَيَحْبِسُهُ عَنْهُمْ وَيُرِيْدُ إِغْلَاءَهُ عَلَيْهِمْ وَهُوَ ظَالِمٌ لِلْخَلْقِ الْمُشْتَرِيْنَ وَلِهَذَا كَانَ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ أَنْ يُكْرِهَ النَّاسَ عَلَى بَيْعِ مَا عِنْدَهُمْ بِقِيْمَةِ الْمِثْلِ عِنْدَ ضَرُوْرَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ مِثْلَ مَنْ عِنْدَهُ طَعَامٌ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَالنَّاسُ فِيْ مَخْمَصَةٍ- فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهِ لِلنَّاسِ بِقِيْمَةِ الْمِثْلِ-

'কেননা মজুদদার মানুষের প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে মজুদ করে রাখে এবং তাদের নিকট চড়া দামে বিক্রি করতে চায়। ক্রেতা সাধারণের প্রতি সে যুলুমকারী। এজন্য শাসক মানুষের প্রয়োজন দেখা দিলে তাদের নিকট মজুদকৃত জিনিস প্রকৃত মূল্যে বিক্রি করতে বাধ্য করতে পারেন। যেমন, কারো নিকট এমন খাদ্য মজুদ আছে যার প্রয়োজন তার নেই। আর এমতাবস্থায় মানুষ ক্ষুধার্ত থাকে। তখন তাকে প্রচলিত বাজার মূল্যে মানুষের কাছে তা বিক্রি করতে বাধ্য করা হবে'।[১৭৬]

---

১৭৫. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৮/৫২০।
১৭৬. মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৮/৭৫।

২. প্রাকৃতিক দুর্যোগ : অনেক সময় মহান আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য কিংবা তাদের কৃতকর্মের দরুণ শাস্তি দানের উদ্দেশ্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, জালোচ্ছ্বাস, খরা প্রভৃতি নাযিল করেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُوْنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ، '(আখেরাতে) কঠিন শাস্তির পূর্বে (দুনিয়াতে) আমরা তাদের লঘু শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাবো। যাতে তারা (আল্লাহ্র পথে) ফিরে আসে' *(সাজদাহ ৩২/২১)*। তিনি আরো বলেন, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ– 'আর অবশ্যই আমরা তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, ধন ও প্রাণের ক্ষতির মাধ্যমে এবং ফল-শস্যাদি বিনষ্টের মাধ্যমে...' *(বাক্বারাহ ২/১৫৫)*।

মূলতঃ মানুষের পাপের কারণেই এমনটি হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন, ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ، 'স্থলে ও সমুদ্রে সর্বত্র বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে মানুষের কৃতকর্মের ফল হিসাবে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদের কর্মের কিছু শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা (পাপ ছেড়ে আল্লাহ্র দিকে) ফিরে আসে' *(রূম ৩০/৪১)*। ফলে উক্ত পরিস্থিতিতে জনগণের চাহিদা অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রী কম উৎপাদন হেতু মূল্যস্ফীতি দেখা দেয়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠলেও একশ্রেণীর ব্যবসায়ী এটিকে মুনাফা লাভের মওকা হিসাবে গ্রহণ করে। দেশের একটি অঞ্চলের বন্যা যেন সারা দেশে দাম বাড়ানোর মোক্ষম সুযোগ ও হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে। বন্যা কমে গেলেও একবার বেড়ে যাওয়া পণ্যের দাম কমতে চায় না। মজার ব্যাপার হ'ল, বন্যার অজুহাতে বিদেশ থেকে আমদানী করা পণ্য কিংবা যেসব পণ্য বন্যাকবলিত এলাকার বাইরে উৎপন্ন হয় সেগুলিরও দাম বাড়িয়ে দেয়া হয়।[১৭৭] বন্যার সময় বাংলাদেশের এটি চিরচেনা চিত্র।

---

১৭৭. সম্পাদকীয়, প্রথম আলো, ২৬শে জুলাই'১৯, পৃঃ ১০।

৩. সূদ : সূদের ফলে দ্রব্যমূল্য ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। সূদবিহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ী উৎপাদন খরচের উপর পরিবহন খরচ, শুল্ক (যদি থাকে), অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় এবং স্বাভাবিক মুনাফা যোগ করে পণ্যদ্রব্যের বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করে থাকে। কিন্তু সূদভিত্তিক অর্থনীতিতে দ্রব্যের এই স্বাভাবিক মূল্যের উপর উপর্যুপরি সূদ যোগ করা হয়। দ্রব্য বিশেষের উপর তিন থেকে চার বা তার চেয়েও বেশী সূদ যুক্ত হয়ে থাকে। ফলে দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট হয় সাধারণ মানুষ। নিরুপায় ভোক্তাকে বাধ্য হয়েই সূদের জন্য সৃষ্ট এই চড়ামূল্য দিতে হয়। সূদনির্ভর অর্থনীতিতে এছাড়া তার গত্যন্তর নেই।[১৭৮]

৪. মধ্যস্বত্বভোগীদের অনৈতিক হস্তক্ষেপ : অধিকাংশ ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে দেখা যায়, উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে যে মূল্যে ব্যবসায়ী ও মধ্যস্বত্বভোগীরা তা ক্রয় করে থাকে কিংবা সেখানে যে মূল্যে সে দ্রব্য বিক্রি হয়, বাজারে তা বিক্রি করে অনেক বেশী চড়া দামে। মধ্যস্বত্বভোগীদের অত্যধিক মুনাফা লাভের এ হীন মানসিকতার ফলে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায়। অনেক সময় পাইকারী বাজারে পণ্যের দাম ১০ শতাংশ বাড়লে খুচরা বাজারে সেটি ২০-৩০ শতাংশ বাড়িয়ে দেয়া হয়। আবার পাইকারী বাজারে কোন পণ্যের দাম ২০ শতাংশ কমলে খুচরা বাজারে সেটি ১০ শতাংশও কমে না।[১৭৯]

৫. কালো টাকার দৌরাত্ম্য : কালো টাকার মালিকদের কালো টাকার একটা নেতিবাচক প্রভাব বাজারে পড়ে। অবৈধ উপায়ে অর্জিত বলে তারা ২০ টাকার জিনিস ৪০ টাকায় ক্রয় করতে দ্বিধা করে না। আর সে কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রীর দাম বেড়ে যায়।

৬. চাঁদাবাজি ও অতিরিক্ত পরিবহন ভাড়া : দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হ'ল চাঁদাবাজি ও অতিরিক্ত পরিবহন খরচ। শিল্প মালিক, উদ্যোক্তা, উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চাঁদাবাজরা মোটা অংকের চাঁদা আদায় করে। তারা এর ক্ষতি পুষিয়ে নিতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে। আর এর বলি হন সাধারণ জনগণ। তাছাড়া অতিরিক্ত পরিবহন ভাড়ার ফলেও

---

১৭৮. প্রফেসর শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, সূদ (রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ২০১০), পৃঃ ২৬-২৮।

১৭৯. প্রথম আলো, ২৬শে জুলাই'১৯, পৃঃ ১০।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। কারণ দ্রব্যসামগ্রীর পরিবহন খরচ বেশী এ অজুহাতেও ব্যবসায়ীরা দফায় দফায় জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দেয়।

সম্প্রতি পত্রিকায় প্রকাশিত এক রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের যাতায়াত ও পণ্য পরিবহনের গুরুত্বপূর্ণ রুট মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া ঘাটে দৈনিক চার লাখ টাকা চাঁদা আদায় হয়। পণ্যবাহী ট্রাকচালক ও তাদের সহকারীরা এ চাঁদাবাজির শিকার হন।[১৮০] ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সাঈদ খোকন গত ১০ই মে'১৯ তারিখে মন্তব্য করেছিলেন, গাবতলী পশুর হাটে চাঁদাবাজি বন্ধ করা গেলে গোশতের দাম কিছুটা হ'লেও কমবে।[১৮১]

৭. ব্যাংক কর্মকর্তা ও আমদানীকারকদের অশুভ আঁতাত : আমদানীকারকরা যেসব নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বিদেশ থেকে আনেন সেগুলির কোটেশন অনেক বেশী করে দেন। আর এভাবেই ওভার ইনভয়েসিং (চালানপত্রে পণ্যের দাম বেশী দেখানো) হয়। শুল্ক হার কমিয়ে বেশী মুনাফা অর্জন করতেই ওভার ইনভয়েসিং করা হয়। এই ওভার ইনভয়েসিং-এর মাধ্যমে অসাধু আমদানীকারকরা একদিকে বেশী করে ব্যাংক থেকে ঋণ নেন, অন্যদিকে পণ্যমূল্য আন্তর্জাতিক বাজারে বৃদ্ধি পেয়েছে এ দোহাই পেড়ে বেশী দামে আমদানীকৃত পণ্য বাজারে ছাড়েন। এর ফলে স্থানীয় বাজারে জিনিসপত্রের দাম ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং পরিণতিতে মূল্যস্ফীতি ঊর্ধ্বমুখী হয়ে ওঠে। তাছাড়া ওভার ইনভয়েসিংয়ের কারণে আমদানির নামে পণ্যের প্রকৃত দামের চেয়ে বেশী পরিমাণ অর্থ বিদেশে পাচার হয়ে যায়।[১৮২]

৮. অনেক সময় আন্তর্জাতিক বাজারে কোন পণ্যের দাম বৃদ্ধির ফলে অভ্যন্তরীণ বাজারে তার প্রভাব পড়ে এবং পণ্যের দাম বেড়ে যায়।

৯. পণ্যের স্বল্পতা : অনেক সময় পণ্যের স্বল্পতা বা কতিপয় নাগরিকের পণ্য মজুদের প্রবণতার কারণে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। সম্পদশালী ব্যক্তিরা বাজারে

---

১৮০. চাঁদা ছাড়া চাকা নড়ে না, প্রথম আলো, ১৫ই জুলাই'১৯, পৃঃ ২০।
১৮১. চাঁদাবাজি কমলে মাংসের দাম কমে আসবে, প্রথম আলো, ১০ই মে'১৯।
১৮২. মামুন রশীদ, আন্ডার-ইনভয়েসিং, ওভার-ইনভয়েসিং ও বাংলাদেশে নিত্যপণ্যের দাম, http://envnews.org/news/10873.html

আসে এবং পণ্য ক্রয় করে জমা করে রাখে। এদিকে বাজারে পণ্যের স্বল্পতার দরুন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। চাই সে ব্যক্তি নিজের জন্য পণ্য সংগ্রহ করুক বা পরবর্তীতে চড়া দামে বিক্রির লক্ষ্যে মজুদদারির উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করুক। মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রফেসর শায়খ আতিইয়া সালিম বলেন, فَهَذَا هُوَ مُوْجِبُ غَلاَءِ السِّــعْرِ ‘এটাই হল দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ’।[১৮৩]

১০. বিলাসিতা : বিলাসিতা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। বিলাসী ব্যক্তিরা তাদের চাহিদা পূরণের জন্য যেকোন মূল্যে পণ্য কিনতে তৎপর ও উৎসাহী থাকে। এজন্য ইসলাম আমাদেরকে বিলাসিতা থেকে কঠোরভাবে সতর্ক করেছে। কারণ বিলাসিতার কারণে পূর্ববর্তী বহু জাতি ধ্বংস হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ-

‘অতএব তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগুলির মধ্যে এমন দূরদর্শী লোক কেন হ’ল না, যারা জনপদে বিপর্যয় সৃষ্টিতে বাধা দিত? তবে অল্প কিছু লোক ব্যতীত, যাদেরকে আমরা তাদের মধ্য হ’তে (আযাব থেকে) রক্ষা করেছিলাম। অথচ যালেমরা তো ভোগ-বিলাসের পিছনে পড়ে ছিল। আর তারা ছিল মহা পাপী। আর তোমার প্রতিপালক এমন নন যে, সেখানকার অধিবাসীরা সৎকর্মশীল হওয়া সত্ত্বেও জনপদ সমূহকে অন্যায়ভাবে ধ্বংস করে দিবেন’ *(হূদ ১১/১১৬-১১৭)*।

মু‘আয বিন জাবাল (রাঃ)-কে ইয়েমেনে প্রেরণের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছিলেন, إِيَّاكَ وَالتَّنَعُّمَ فَإِنَّ عِبَادَ اللهِ لَيْسُوْا بِــالْمُتَنَعِّمِيْنَ ‘তুমি বিলাসিতা থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ আল্লাহ্‌র বান্দারা বিলাসী নন’।[১৮৪]

---

১৮৩. শায়খ আতিইয়া মুহাম্মাদ সালিম, শারহু বুলূগিল মারাম, মাকতাবা শামেলাহ দ্র.।
১৮৪. আহমাদ হা/২২১১৮; ছহীহ তারগীব হা/২১৪৬; মিশকাত হা/৫২৬২।

১১. যাকাত প্রদান না করা : সম্পদের যাকাত প্রদান না করা বালা-মুছীবত ও মূল্যবৃদ্ধির একটি কারণ। যাকাত প্রদান করলে সম্পদে বরকত বৃদ্ধি পায় এবং ধনী-গরীব নির্বিশেষে সমাজের মানুষের মধ্যে ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অটুট থাকে।

১২. দালালী : ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে দালালের অনুপ্রবেশ ঘটলে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায়। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ 'কোন শহুরে যেন গ্রাম্য লোকের পণ্য বিক্রি না করে। তোমরা লোকদের ছেড়ে দাও। আল্লাহ তাদের কারো দ্বারা কাউকে রিযিক প্রদান করবেন'।[১৮৫]

উক্ত হাদীছের প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে তাউস (রহঃ) ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, مَا قَوْلُهُ لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا 'কোন শহুরে গ্রাম্য লোকের পক্ষে পণ্য বিক্রি করবে না, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একথার অর্থ কি? তিনি বললেন, 'সে যেন তার জন্য দালালের ভূমিকা পালন না করে'।[১৮৬]

ইবনু কুদামা (রহঃ) বলেন, وَالْمَعْنَى فِي ذَلِكَ، أَنَّهُ مَتَى تُرِكَ الْبَدَوِيُّ يَبِيْعُ سِلْعَتَهُ، اشْتَرَاهَا النَّاسُ بِرُخْصٍ، وَيُوَسِّعُ عَلَيْهِمِ السِّعْرَ، فَإِذَا تَوَلَّى الْحَاضِرُ بَيْعَهَا، وَامْتَنَعَ مِنْ بَيْعِهَا، إِلَّا بِسِعْرِ الْبَلَدِ ضَاقَ عَلَى أَهْلِ الْبَلَدِ– 'হাদীছের মর্মার্থ হ'ল, গ্রাম্যলোককে যখন তার পণ্য বিক্রি করার সুযোগ দেয়া হবে, তখন মানুষ তা সস্তা দামে ক্রয় করতে পারবে এবং বিক্রেতাও তাদের কাছে কম দামে বিক্রি করতে পারবে। কিন্তু শহুরে (দালাল) যখন সেই পণ্য বিক্রি করার দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং শহরের প্রচলিত দামে ছাড়া পণ্য বিক্রি করতে অসম্মত হবে, তখন নগরবাসীর জন্য তা কষ্টসাধ্য হবে'।[১৮৭]

ছহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ প্রণেতা বলেন,

---

১৮৫. মুসলিম হা/১৫২২; আবূদাঊদ হা/৩৪৪২; নাসাঈ হা/৪৪৯৫; মিশকাত হা/২৮৫২।
১৮৬. বুখারী হা/২১৫৮; মুসলিম হা/১৫২১।
১৮৭. আল-মুগনী ৬/৩০৯।

وهذا من البيوع المحرمة للنهى عنه، والنهى يقتضى الفساد وكذلك للإضرار بالمسلمين فالبادى يقدم على البلد ويبيع سلعته بما يعود عليه بالكسب الحلال ويقضى الناس حوائجهم، لكن إذا تولى التسعير له سمسار يعرف حاجة الناس وفاقتهم زاد فى السعر بربح قد يصل أضعافًا مضاعفة- وهذا مخالف لسماحة الإسلام ويسر الشارع الكريم، ولهذا جاء فى الحديث : دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ-

‘এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ হওয়ার কারণে এটি হারাম ক্রয়-বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত। আর নিষেধ ক্রয়-বিক্রয় বাতিলের দাবী করে। অনুরূপভাবে মুসলমানদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করার কারণেও এটি নিষিদ্ধ। কারণ গ্রাম্য ব্যক্তি শহরে এসে তার পণ্য বিক্রি করতে পারলে হালাল কামাই করতে পারবে এবং মানুষেরাও তাদের প্রয়োজন পূরণ করতে পারবে। কিন্তু দালাল যদি তার জন্য পণ্যমূল্য নির্ধারণের দায়িত্ব পালন করে, যে মানুষের প্রয়োজন ও তাদের দরিদ্রতা সম্পর্কে সম্যক অবগত, তখন সে লাভ সহ এমনভাবে মূল্য বৃদ্ধি করে দিবে যে, কখনো তা দ্বিগুণ-বহুগুণে গিয়ে ঠেকতে পারে। এটি ইসলামের উদারতা ও শরী‘আত প্রণেতার সহজতার বিরোধী। এজন্যই হাদীছে এসেছে, ‘তোমরা লোকদের ছেড়ে দাও। আল্লাহ তাদের কারো দ্বারা কাউকে রিযিক দিবেন’।[১৮৮]

আনাস (রাঃ) বলেছেন, نُهِيْنَا أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ ‘কোন শহরবাসী (দালাল) যেন গ্রামবাসীর পণ্য বিক্রি না করে- এ বিষয়ে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। যদিও সে ব্যক্তি তার নিজের ভাই বা পিতা হয়’।[১৮৯]

১৩. নাজাশ : ‘Najash means to offer a high price for something without having the intention to buy it but just to

১৮৮. আবূ মালেক কামাল বিন সাইয়িদ সালিম, ছহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ (কায়রো : আল-মাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যাহ, ১৫তম সংস্করণ, ২০১৬), ৪/৩৯৩।

১৮৯. বুখারী হা/২১৬১.; মুসলিম হা/১৫২৩.; নাসাঈ হা/৪৪৯৩।

cheat somebody else who really wants to buy it ‘কোন পণ্য ক্রয়ের ইচ্ছায় নয়; বরং প্রকৃত ক্রেতাকে ঠকানোর উদ্দেশ্যে পণ্যের উচ্চদাম হাঁকা হল নাজাশ’।[১৯০]

এটা এক ধরনের প্রতারণা। এ ধরনের কর্মকাণ্ডের ফলেও জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়কে নিষেধ করে বলেন, وَلاَ تَنَاجَشُوْا ‘তোমরা প্রতারণামূলক দালালী করো না’।[১৯১] ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, وَقَالَ ابْنُ أَبِى أَوْفَى النَّاجِشُ آكِلُ رِبًا خَائِنٌ وَهْوَ خِدَاعٌ بَاطِلٌ، لاَ يَحِلُّ– ‘ইবনু আবূ আওফা (রাঃ) বলেন, দালাল হল সূদখোর, খিয়ানতকারী। এটি প্রতারণা, যা বাতিল ও অবৈধ’।[১৯২]

ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, وَأطلق بنُ أَبِي أَوْفَى عَلَى مَنْ أَخْبَرَ بِأَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَى بِهِ أَنَّهُ نَاجِشٌ لِمُشَارَكَتِهِ لِمَنْ يَزِيْدُ فِي السِّلْعَةِ وَهُوَ لَا يُرِيْدُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا فِيْ غُرُوْرِ الْغَيْرِ فَاشْتَرَكَا فِي الْحُكْمِ لِذَلِكَ وَكَوْنُهُ آكِلَ رِبًا بِهَذَا التَّفْسِيْرِ– ‘যে ব্যক্তি ক্রয়কৃত মূল্যের চেয়ে বেশী দামে ক্রয় করেছি বলবে ইবনু আবূ আওফা (রাঃ) তাকে নাজিশ বলেছেন। এক্ষেত্রে সে ঐ ব্যক্তির সাথে সাদৃশ্য রাখে যে অন্যকে ধোঁকা দেয়ার জন্য পণ্যের বেশী দাম হাঁকে, অথচ তা কেনার ইচ্ছা তার নেই। এজন্য হুকুমের ক্ষেত্রে তারা উভয়েই সমান। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী নাজিশ (দালাল) সূদখোর’।[১৯৩]

শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (রহঃ) বলেন,

والنجش محرم؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عنه فقال: لا تناجشوا ولأنه يورث العداوة والبغضاء بين المسلمين؛ لأنه إذا علم أن هذا ينجش من

১৯০. *A. B. M. Hossain, Commercial Laws in Islam (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1983), P. 25.*

১৯১. *বুখারী হা/২১৪০; আবূদাঊদ হা/৩৪৩৮; নাসাঈ হা/৩২৩৯।*

১৯২. *বুখারী হা/২১৪২-এর পূর্বে।*

১৯৩. *ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাতহুল বারী (রিয়াদ : দারুস সালাম, ১৪২১/২০০০), ৪/৪৪৯-৪৫০।*

أجل الإضرار بالمشترين كرهوه وأبغضوه، ثم عند الفسخ في الغبن ربما لا يرضى البائع بالفسخ، فيحصل بينه وبين المشتري عداوة أيضاً–

‘নাজাশ হারাম। কেননা নবী করীম (ছাঃ) এ থেকে নিষেধ করে বলেছেন, ‘তোমরা দালালী করো না’। এটি নিষিদ্ধ হওয়ার আরেকটি কারণ হ’ল, তা মুসলমানদের মাঝে ঘৃণা ও শত্রুতার বীজ বপন করে। কারণ যখন জানা যাবে যে, ক্রেতাদের ক্ষতি সাধন করার জন্য এই ব্যক্তি দালালী করে তখন তারা তাকে অপছন্দ ও ঘৃণা করবে। অতঃপর ধোঁকা দেয়ার ক্ষেত্রে বিক্রয় ভঙ্গ করার সময় হয়ত বিক্রেতা তাতে সম্মত হবে না। তখন বিক্রেতা ও ক্রেতার মাঝেও শত্রুতার সৃষ্টি হবে’।[১৯৪]

১৪. তালাক্কী : গ্রামের কৃষকরা পণ্য নিয়ে শহরের বাজারে প্রবেশ করার পূর্বেই তাদের কাছ থেকে পাইকারীভাবে তা ক্রয় করে নেয়াকে তালাক্কী বলে। আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَنَشْتَرِى مِنْهُمُ الطَّعَامَ، فَنَهَانَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَبِيْعَهُ حَتَّى يُبْلَغَ بِهِ سُوْقُ الطَّعَامِ– ‘আমরা ব্যবসায়ী দলের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের নিকট থেকে খাদ্য ক্রয় করতাম। নবী করীম (ছাঃ) খাদ্যের বাজারে পৌঁছানোর পূর্বে আমাদের তা ক্রয় করতে নিষেধ করলেন’।[১৯৫] ইবনু ওমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَلاَ تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ ‘তোমরা পণ্য ক্রয় করো না তা বাজারে হাযির না করা পর্যন্ত’।[১৯৬] ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, بَابُ النَّهْىِ عَنْ تَلَقِّى الرُّكْبَانِ وَأَنَّ بَيْعَهُ مَرْدُوْدٌ، لِأَنَّ صَاحِبَهُ عَاصٍ آثِمٌ إِذَا كَانَ بِهِ عَالِمًا، وَهُوَ خِدَاعٌ فِى الْبَيْعِ، وَالْخِدَاعُ لاَ يَجُوْزُ– ‘অনুচ্ছেদ : সস্তায় পণ্য ক্রয় করার মানসে অগ্রসর হয়ে কাফেলার

---

১৯৪. *শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, আল-শারহুল মুমতে‘ (কায়রো : দারু ইবনিল জাওযী, ৩য় সংস্করণ, ১৪৩৩ হিঃ), ৮/৩০০।*

১৯৫. *বুখারী হা/২১৬৬।*

১৯৬. *বুখারী হা/২১৬৫; মুসলিম হা/১৫১৭।*

সঙ্গে মিলিত হয়ে কিছু ক্রয় করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা। এ ধরনের ক্রয় প্রত্যাখ্যাত। কেননা জেনেশুনে এমন ক্রয় সম্পাদনকারী ব্যক্তি অবাধ্য ও পাপী। এটা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ধোঁকা প্রদান করা। আর ধোঁকা দেয়া জায়েয নয়'।[১৯৭]

এভাবে পাইকাররা কৃষকদের কাছ থেকে পণ্যসামগ্রী ক্রয় করে বাজারে একচেটিয়া প্রভাব সৃষ্টি করে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে দিতে পারে। সেজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরূপ ক্রয়-বিক্রয়কে নিষিদ্ধ করে বলেন, لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ 'তোমরা (পণ্যবাহী) কাফেলার সাথে (শহরে প্রবেশের পূর্বে) সাক্ষাৎ করবে না'।[১৯৮]

১৫. একজন ক্রেতা যখন কোন দ্রব্য কেনার জন্য বিক্রেতার সাথে দর-দাম করে, তখন অন্য কেউ যদি তার দামের উপর দাম বলে তাহ'লে বিক্রেতা দ্রব্যের চাহিদা দেখে অনেক সময় দাম বাড়িয়ে দেয়।

১৬. পণ্যদ্রব্য বিদেশে পাচার : আমাদের দেশের একশ্রেণীর মুনাফালোভী অসাধু ব্যবসায়ী অধিক মুনাফা অর্জনের আশায় সীমান্ত দিয়ে প্রতিবেশী দেশে তেল, চামড়াসহ অন্যান্য দ্রব্য পাচার করে। ফলে দেশে সেসব পণ্যের ঘাটতি পড়ে এবং মূল্য বেড়ে যায়।

১৭. বিভিন্ন পণ্যের উপর আরোপিত আমদানী শুল্ক বৃদ্ধির কারণেও অনেক সময় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়।

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি প্রতিরোধে করণীয় :

১. নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য মজুদ কিংবা যোগান বন্ধ করে মূল্য বৃদ্ধির সাথে জড়িত ব্যবসায়ী সিণ্ডিকেটকে গোয়েন্দা সংস্থা ও জনগণের সহযোগিতায় শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা। যাতে কেউ পরবর্তীতে এ ধরনের অপকর্ম করার দুঃসাহস না দেখায়।

২. বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, খরা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় জনগণের কষ্ট লাঘবের জন্য যথাযথ কর্মসূচী হাতে নেয়া।

---

১৯৭. বুখারী 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৭১, হা/২১৬২-এর পূর্বে।
১৯৮. বুখারী হা/২১৫০।

৩. সূদভিত্তিক অর্থনীতির কবর রচনা করে ন্যায় ও ইনছাফপূর্ণ ইসলামী অর্থনীতি চালু করা।

৪. মধ্যস্বত্বভোগীরা যাতে অত্যধিক মুনাফা লাভের মানসে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করতে না পারে সেজন্য কার্যকর নিয়ম-নীতি প্রণয়ন ও দণ্ডবিধির ব্যবস্থা করা।

৫. হালাল উপায়ে উপার্জনের বন্দোবস্ত করা। অন্যদিকে অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা এবং সরকার কর্তৃক জনগণের সম্পদের হিসাব গ্রহণ করা।

৬. সকল প্রকারের চাঁদাবাজি বন্ধ করা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করা, যাতে পণ্য আমদানী ও পরিবহনের খরচ কমে যায়।

৭. নাজাশ ও তালাক্কী জাতীয় প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয় যাতে না চলে সেজন্য বাজার তদারকির যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৮. একজন ক্রেতা কোন জিনিসের দাম করলে তার উপর দাম না বলা। কারণ রাসূল (ছাঃ) এরূপ করতে নিষেধ করেছেন।[১৯৯] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ وَلاَ يَسُوْمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيْهِ 'কোন ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় করবে না এবং তার ভাইয়ের দামের উপর দাম বলবে না'।[২০০] তিনি আরো বলেন, لاَ يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ 'কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় না করে এবং কেউ যেন তার ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়। তবে তাকে অনুমতি দিলে ভিন্ন কথা'।[২০১] ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ

---

১৯৯. বুখারী হা/২৭২৭;মুসলিম হা/১৫১৫ ।
২০০. ইবনু মাজাহ হা/২১৭২, হাদীছ ছহীহ।
২০১. বুখারী হা/৫১৪২; মুসলিম হা/১৪১২।

‘কোন ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের প্রস্তাবের উপর বেচাকেনার প্রস্তাব দেবে না, যতক্ষণ না সে ক্রয় করে বা ছেড়ে যায়’।[২০২]

উল্লেখ্য যে, পণ্যের মালিক ও ক্রেতা কোন জিনিস ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করল, কিন্তু তা সম্পাদিত হ’ল না। এমন সময় অন্য আরেকজন এসে বিক্রেতাকে বলল, আমি এটি ক্রয় করব। মূল্য নির্ধারণের পর এটি হারাম। পক্ষান্তরে বিক্রিত পণ্যের দাম যে বেশী বলবে তার কাছে পণ্য বিক্রি করা হারাম নয়।[২০৩]

৯. কোন দ্রব্যের উৎপাদন-সরবরাহে ঘাটতি দেখা দিলে বা ঘাটতির আশংকা দেখা দিলে আমদানী উৎসাহিত করতে সরকার কর্তৃক শুল্ক কমিয়ে দেয়া এবং জনগণের মৌলিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বেশী বেশী আমদানী করা।

১০. দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির আশংকা দেখা দিলে সরকার কর্তৃক পণ্যদ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করা। এ লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি জাতীয় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণ কমিটি গঠন করা যেতে পারে। জাতীয় কমিটির অধীনে প্রতিটি মহানগরে বিভাগীয় কমিশনারকে এবং যেলায় যেলা প্রশাসককে প্রধান করে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণ কমিটি গঠিত হবে।

১১. দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য যেলায় যেলায় যে টাস্কফোর্স আছে তাকে সক্রিয় করতে হবে এবং পণ্য সরবরাহ মনিটরিং সেল গঠন করতে হবে।

১২. দেশে কৃষিপণ্যের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিশাল মার্কেট গড়ে তুলতে হবে।

১৩. রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ফসলাদি সংগ্রহ করা। যাতে উৎপাদনকারীরা ন্যায্যমূল্য পায় এবং বাজারের স্থিতিশীলতা বজায় থাকে। যেমন এবার (২০১৯) ধানের দাম পড়ে গেলে কৃষকরা ধানের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। এ সময় জাতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক ও এমপি মাশরাফি বিন মুর্তজা নড়াইলে সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ধান কেনার জন্য ডিসিকে নির্দেশ দেন।[২০৪] তাঁর নির্দেশমত নড়াইলে সরাসরি

---

২০২. নাসাঈ হা/৪৫০৪, হাদীছ ছহীহ।
২০৩. ছহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ ৪/৩৯০।
২০৪. দৈনিক যুগান্তর, ২১শে মে’১৯।

Contents

কৃষকের কাছ থেকে ধান কেনা হয়। এতে ফড়িয়া ও মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য কমে যায়। কৃষকও লাভবান হয়। এ দৃষ্টান্ত অন্যরাও অনুসরণ করতে পারে।

১৪. ব্যাংকগুলোতে এলসি (Letter of credit) বা ঋণপত্রের অর্থ পরিশোধের সময়সীমা কমিয়ে এক মাসের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। তাহ'লে আমদানীকারকরা মজুদের সময় পাবে না এবং আমদানীর সাথে সাথে আমদানীকৃত পণ্যদ্রব্য বাজারে চলে যাবে এবং সরবরাহ স্বাভাবিক থাকবে।

১৫. সীমান্ত এলাকায় গোয়েন্দা নযরদারী জোরদার করে চামড়া, তেলসহ অন্যান্য পণ্যসামগ্রী ভারতে পাচার রোধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সীমান্ত এলাকায় অবৈধভাবে গড়ে ওঠা ফিলিং স্টেশনগুলো বন্ধ করতে হবে, যাতে সেগুলো থেকে ভারতে তেল পাচার না হয়।

১৬. উৎপাদনকারীরা যাতে অধিক পরিমাণে পণ্য উৎপন্ন করে সেজন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করা এবং উৎসাহ দেয়া দরকার।

১৭. খাদ্যশস্য ও অন্যান্য আবশ্যকীয় ভোগ্যপণ্য ভর্তুকী সহকারে রেশনিং পদ্ধতিতে বিতরণ করা।

১৮. রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার আওতায় ব্যাপকভাবে ভোগ্যপণ্য উৎপাদন ও বণ্টনের সুব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৯. অসৎ ব্যবসায়ী সিণ্ডিকেটের কারণে বাজারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে সরকারীভাবে খোলা বাজারে ন্যায্যমূল্যে পণ্যসামগ্রী বিক্রি করার ব্যবস্থা করতে হবে। এ লক্ষ্যে পূর্ব থেকেই নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরকার মজুদ করে রাখবেন।

ইসলামের দৃষ্টিতে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি :

পণ্য সরবরাহ ও ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী ইসলাম বাজার ব্যবস্থা ও দ্রব্যমূল্যকে স্বাভাবিক গতিতে চলতে দিতে চায়। সমাজতন্ত্রের মত বাজার প্রক্রিয়াকে সমূলে উচ্ছেদ করে 'মূল্য নির্ধারণ কমিশন গঠন' করে সরকার কর্তৃক দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করা ইসলামে নিষেধ। বস্তুতঃ ইসলামী

অর্থনীতিতে দামকে মানবিক প্রেক্ষিতেই বিবেচনা করা হয়। ইসলামী অর্থনীতির দাম নীতি বাস্তবসম্মত দাম নীতি (চৎধমসধঃরপ চৎরপব চড়ষরপু)। স্বাভাবিক বাজার দর অনুযায়ী পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হবে এটাই ইসলামের কাম্য। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُوْلَ اللهِ غَلاَ السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّىْ لأَرْجُوْ أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِىْ بِمَظْلَمَةٍ فِىْ دَمٍ وَلاَ مَالٍ-

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। অতএব আপনি আমাদের জন্য মূল্য নির্ধারণ করুন! তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ দ্রব্যমূল্যের গতি নির্ধারণকারী, তিনিই একমাত্র সংকীর্ণতা ও প্রশস্ততা আনয়নকারী এবং তিনি রিযিকদাতা। আমি আল্লাহ্র সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করতে চাই যেন তোমাদের কেউ আমার বিরুদ্ধে তার জান ও মালের ব্যাপারে যুলুমের অভিযোগ উত্থাপন করতে না পারে'।[২০৫]

ড. ইউসুফ আল-কারযাভী বলেন,

ونبى الإسلام يعلن بهذا الحديث أن التدخل فى حرية الأفراد بدون ضرورة مظلمة يجب أن يلقى الله بريئًا من تبعتها- ولكن إذا تدخلت فى السوق عوامل غير طبيعية كاحتكار بعض التجار وتلاعبهم بالأسعار، فمصلحة المجموع هنا مقدمة على حرية بعض الأفراد، فيباح التسعير استجابة لضرورة المجتمع أوحاجته، ووقاية له من المستغلين الجشعين، معاملة لهم بنقيض مقصودهم كما تقرر القواعد والأصول-

'এই হাদীছের মাধ্যমে ইসলামের নবী ঘোষণা দিচ্ছেন যে, বিনা প্রয়োজনে ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা যুলুম। রাসূল (ছাঃ) যুলুমের দায়-দায়িত্ব

২০৫. তিরমিযী হা/১৩১৪; আবূদাঊদ হা/৩৪৫১; ইবনু মাজাহ হা/২২০০; হাদীছ ছহীহ।

Contents

থেকে মুক্ত থেকে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করতে পছন্দ করেন। কিন্তু বাজারে যখন অস্বাভাবিক কার্যকারণ অনুপ্রবেশ করবে যেমন কতিপয় ব্যবসায়ীর পণ্য মজুদকরণ এবং তাদের মূল্য কারসাজি, তখন কতিপয় ব্যক্তির স্বাধীনতার উপর সামষ্টিক স্বার্থ প্রাধান্য লাভ করবে। এমতাবস্থায় সমাজের প্রয়োজনীয়তা বা চাহিদা পূরণার্থে এবং লোভী সুবিধাভোগীদের থেকে সমাজকে রক্ষাকল্পে মূল্য নির্ধারণ করা জায়েয। তাদের অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে না দেয়ার জন্য এ নীতি স্বতঃসিদ্ধ’।[২০৬]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ سَعِّرْ. فَقَالَ بَلْ أَدْعُوْ. ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ سَعِّرْ، فَقَالَ بَلِ اللهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ وَإِنِّى لَأَرْجُوْ أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عِنْدِىْ مَظْلَمَةٌ-

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, একজন লোক এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, বরং আমি (আল্লাহ্র কাছে) দো‘আ করব। অতঃপর অপর এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করুন! তখন তিনি বললেন, ‘বরং আল্লাহই দ্রব্যমূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি করেন। আমি এমন অবস্থায় আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করার আশা করি, যেন আমার বিরুদ্ধে কারো প্রতি যুলুম করার অভিযোগের সুযোগ না থাকে’।[২০৭]

উল্লেখিত হাদীছ দু’টি থেকে বুঝা গেল যে, দ্রব্যমূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি আল্লাহ্র হুকুমেই ঘটে থাকে। এজন্য কতিপয় বিদ্বান অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, اَلْمُسَعِّرُ আল্লাহ্র একটি গুণবাচক নাম।[২০৮] শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, فالذي يظهر لي أن هذا من باب الخبر وليس من باب

২০৬. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, আল-হালালু ওয়াল হারামু ফিল ইসলাম (কায়রো : মাকতাবা ওয়াহ্বাহ, ২৯তম সংস্করণ, ১৪২৮/২০০৭), পৃঃ ২২৩।

২০৭. আবূদাঊদ হা/৩৪৫০, হাদীছ ছহীহ।

২০৮. ইমাম শাওকানী, নায়লুল আওত্বার (বৈরূত : দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪২০/২০০০), ৩/৬০২-৩।

التسمية 'আমার অভিমত হ'ল, এটি সংবাদ প্রদানের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে; আল্লাহ্র নাম বর্ণনা করার জন্য নয়'।[২০৯] তিনি আরো বলেন, الذي يظهر لي أن هذه صفة من صفات الأفعال، يعني: أن الله هو الذي يُغَلِّي الأشياءَ ويرخِّصها، فليس من الأسماء، هذا الذي يظهر لي، والله أعلم، 'আমার মতে, এটি আল্লাহ্র কর্মবাচক গুণ। অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ জিনিসের মূল্য কম-বেশী করেন। তাই আমার মতে এটি আল্লাহ্র নাম নয়। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত'।[২১০] এ মতটিই সঠিক বলে প্রতিভাত হয়।

ইবনু কুদামা (রহঃ) বলেন, فَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ؛ أَحَدِهِمَا، أَنَّهُ لَمْ يُسَعِّرْ، وَقَدْ سَأَلُوْهُ ذَلِكَ، وَلَوْ جَازَ لَأَجَابَهُمْ إِلَيْهِ- الثَّانِيْ، أَنَّهُ عَلَّلَ بِكَوْنِهِ مَظْلَمَةٌ، وَالظُّلْمُ حَرَامٌ، وَلِأَنَّهُ مَالُهُ، فَلَمْ يَجُزْ مَنْعُهُ مِنْ بَيْعِهِ بِمَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الْمُتَبَايِعَانِ، 'আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ দ্বারা দু'দিক থেকে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ বৈধ না হওয়ার দলীল সাব্যস্ত হয়। এক. লোকেরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট দ্রব্যমূল্য নির্ধারণের আহ্বান জানালেও তা তিনি করেননি। যদি সেটি জায়েয হ'ত, তাহ'লে তিনি তাদের আহ্বানে সাড়া দিতেন। দুই. দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ না করার কারণ হিসাবে তিনি বলেছেন, এটি যুলুম। আর যুলুম হারাম। তাছাড়া তা বিক্রেতার মাল। সুতরাং ক্রেতা-বিক্রেতা ঐক্যমত পোষণ করলে বিক্রেতাকে তার মাল বিক্রি করা থেকে নিষেধ করা জায়েয নয়'।[২১১]

ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন,

وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِالْحَدِيْثِ وَمَا وَرَدَ فِيْ مَعْنَاهُ عَلَى تَحْرِيْمِ التَّسْعِيْرِ وَأَنَّهُ مَظْلِمَةٌ وَوَجْهُهُ أَنَّ النَّاسَ مُسَلَّطُوْنَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، وَالتَّسْعِيْرُ حَجْرٌ عَلَيْهِمْ، وَالْإِمَامُ

২০৯. *https://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=16612*
২১০. *লিকাউল বাবিল মাফতূহ, মাকতাবা শামেলাহ দ্র.।*
২১১. *ইবনু কুদামা, আল-মুগনী (রিয়াদ: দারু আলামিল কুতুব, ৩য় সংস্করণ, ১৪১৭হিঃ/১৯৯৭ খ্রিঃ), ৬/৪১২।*

مَأْمُوْرٌ بِرِعَايَةِ مَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَلَيْسَ نَظَرُهُ فِيْ مَصْلَحَةِ الْمُشْتَرِيْ بِرُخْصِ الثَّمَنِ أَوْلَى مِنْ نَظَرِهِ فِيْ مَصْلَحَةِ الْبَائِعِ بِتَوْفِيْرِ الثَّمَنِ وَإِلْزَامُ صَاحِبِ السِّلْعَةِ أَنْ يَبِيْعَ بِمَا لَا يَرْضَى بِهِ مُنَافٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ} [النساء: ٢٩] وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ جُمْهُوْرُ الْعُلَمَاءِ-

‘আনাস (রাঃ)-এর হাদীছ ও একই মর্মে বর্ণিত অন্য হাদীছগুলো দ্বারা মূল্য নির্ধারণ হারাম ও যুলুম হওয়ার পক্ষে দলীল পেশ করা হয়েছে। এর কারণ হ’ল, মানুষ তাদের মালের উপর কর্তৃত্বশীল। অথচ তাস‘ঈর তাদের জন্য প্রতিবন্ধক। আর রাষ্ট্রপ্রধান মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণে আদিষ্ট। বর্ধিত মূল্যে বিক্রির ব্যাপারে বিক্রেতার স্বার্থ দেখার চেয়ে সস্তা দামে ক্রয়ের ব্যাপারে ক্রেতার স্বার্থের প্রতি দৃকপাত করা রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য উত্তম নয়। আর পণ্যের মালিককে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য করা আল্লাহ্র বাণী ‘তবে ব্যবসা যদি হয় ক্রেতা-বিক্রেতার পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে তবে ভিন্ন কথা’ *(নিসা ৪/২৯)*-এর বিরোধী। অধিকাংশ বিদ্বান এ মতের প্রবক্তা’।[২১২]

উল্লেখ্য যে, তাস‘ঈর হ’ল هو أن يحدد الحاكم أو من ينوب عنه ثمنا معلوما لسلعة معينة ‘সরকার অথবা তার প্রতিনিধি কর্তৃক পণ্যের দাম নির্ধারণ করে দেয়া’।[২১৩]

হাম্বলী ফকীহ ইবনু হামিদ আল-অর্রাক (মৃঃ ৪০৩ হিঃ/১০১২ খ্রি.) বলেন, لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُسَعِّرَ عَلَى النَّاسِ، بَلْ يَبِيعُ النَّاسُ أَمْوَالَهُمْ عَلَى مَا يَخْتَارُوْنَ، ‘মানুষের উপর দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করা রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য উচিত নয়। বরং মানুষ তাদের স্বাধীনতা অনুযায়ী পণ্য বিক্রি করবে’।[২১৪]

---

২১২. *নায়লুল আওত্বার, ৩/৬০৩।*
২১৩. *ড. আমীন মুছতফা আব্দুল্লাহ, উসূলুল ইকতিছাদ আল-ইসলামী (মিসর : মাতবা‘আ ঈসা আল-বাবী আল-হালাবী, ১৪০৪হিঃ/১৯৮৪খ্রিঃ), পৃঃ ২৮৯।*
২১৪. *আল-মুগনী, ৬/৩১১।*

Contents

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও ফকীহ আল-মাওয়ার্দী (৩৭৪-৪৫০ হিঃ) বলেন, ولا يجوز أن يسعّر على الناس الأقوات ولا غيرها في رُخْصٍ ولا غلاء، وأجازه مالك في الأقوات مع الغلاء 'মূল্য হ্রাস বা মূল্য বৃদ্ধির সময় মানুষের উপর খাদ্যদ্রব্য বা অন্য জিনিসের মূল্য নির্ধারণ করা তার জন্য জায়েয নয়। ইমাম মালেক মূল্যবৃদ্ধির সময় খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ জায়েয বলেছেন'।[২১৫]

তাছাড়া যারা সরকার কর্তৃক দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করা বৈধ নয় মনে করেন তাদের আরেকটি দলীল হচ্ছে মহান আল্লাহ্র বাণী يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না...' *(নিসা ৪/২৯)*। কারণ বিক্রেতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার উপর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য চাপিয়ে দেয়া যুলুম, যা অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ ভক্ষণ করার পর্যায়ে পড়ে।

কতিপয় হাম্বলী ফকীহ মনে করেন,

اَلتَّسْعِيْرُ سَبَبُ الْغَلَاءِ، لِأَنَّ الْجَالِبِيْنَ إِذَا بَلَغَهُمْ ذَلِكَ، لَمْ يَقْدَمُوْا بِسِلَعِهِمْ بَلَدًا يُكْرَهُوْنَ عَلَى بَيْعِهَا فِيْهِ بِغَيْرِ مَا يُرِيْدُوْنَ، وَمَنْ عِنْدَهُ الْبِضَاعَةُ يَمْتَنِعُ مِنْ بَيْعِهَا، وَيَكْتُمُهَا، وَيَطْلُبُهَا أَهْلُ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا، فَلَا يَجِدُوْنَهَا إِلَّا قَلِيْلًا، فَيَرْفَعُوْنَ فِيْ ثَمَنِهَا لِيَصِلُوْا إِلَيْهَا، فَتَغْلُوا الْأَسْعَارُ، وَيَحْصُلُ الْإِضْرَارُ بِالْجَانِبَيْنِ، جَانِبِ الْمُلَّاكِ فِيْ مَنْعِهِمْ مِنْ بَيْعِ أَمْلَاكِهِمْ، وَجَانِبِ الْمُشْتَرِيْ فِيْ مَنْعِهِ مِنَ الْوُصُوْلِ إِلَى غَرَضِهِ، فَيَكُوْنُ حَرَامًا-

'সরকার কর্তৃক দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ। কেননা যখন আমদানীকারকদের কাছে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণের খবর পৌঁছবে, তখন তারা এমন শহরে তাদের পণ্য নিয়ে আসবে না যেখানে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তা বিক্রি করতে বাধ্য করা হবে। ফলে যার কাছে পণ্য রয়েছে সে তা বিক্রি

২১৫. *আবুল হাসান আল-মাওয়ার্দী, আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, তাহক্বীক : আহমাদ জাদ (কায়রো : দারুল হাদীছ, ১৪২৭/২০০৬), পৃঃ ৩৭০।*

করা হ'তে বিরত থাকবে এবং লুকিয়ে ফেলবে। আর ভোক্তারা তা চাইবে, কিন্তু যৎসামান্য বৈ পাবে না। তখন দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহের জন্য তারা উচ্চমূল্য প্রদান করবে। এতে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাবে এবং বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয় পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বিক্রেতা পক্ষকে তাদের মাল বিক্রি করা থেকে নিষেধ করার কারণে এবং ক্রেতাকে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে নিষেধ করার কারণে। ফলে তা হারাম হবে'।[২১৬]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, স্বাভাবিক অবস্থায় দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করা বৈধ নয়। তবে যদি ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের কারসাজিতে অন্যায়ভাবে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে দেয়া হয়, তবে সরকারকে অবশ্যই বাজার ব্যবস্থাপনায় হস্তক্ষেপ করে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দিতে হবে। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) এ প্রসঙ্গে বলেন,

فَإِذَا تَضَمَّنَ ظُلْمَ النَّاسِ وَإِكْرَاهَهُمْ بِغَيْرِ حَقٍّ عَلَى الْبَيْعِ بِثَمَنٍ لَا يَرْضَوْنَهُ، أَوْ مَنَعَهُمْ مِمَّا أَبَاحَ اللهُ لَهُمْ، فَهُوَ حَرَامٌ، وَإِذَا تَضَمَّنَ الْعَدْلَ بَيْنَ النَّاسِ، مِثْلُ إِكْرَاهِهِمْ عَلَى مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُعَاوَضَةِ بِثَمَنِ الْمِثْلِ، وَمَنَعَهُمْ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَخْذِ الزِّيَادَةِ عَلَى عِوَضِ الْمِثْلِ، فَهُوَ جَائِزٌ، بَلْ وَاجِبٌ-

'মূল্য নির্ধারণ যদি মানুষের প্রতি যুলুম করা এবং তাদেরকে অন্যায়ভাবে এমন মূল্যে পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য করাকে শামিল করে, যাতে তারা সন্তুষ্ট নয় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য যা বৈধ করেছেন তা থেকে শাসক নিষেধ করেন, তাহ'লে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ হারাম। কিন্তু মানুষের মাঝে ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে যদি মূল্য নির্ধারণ করা হয় যেমন, বাজারের প্রচলিত দামে তাদেরকে বিক্রি করতে বাধ্য করা এবং প্রচলিত বিনিময় মূল্যের অধিক গ্রহণ করা থেকে শাসক তাদেরকে নিষেধ করেন, তাহ'লে তা শুধু জায়েযই নয়; রবং ওয়াজিব'।[২১৭]

তিনি আরো বলেন,

---

২১৬. *আল-মুগনী, ৬/৩১২।*

২১৭. *ইবনু তায়মিয়াহ, আল-হিসবাহ ফিল ইসলাম (কুয়েত : জামঈয়্যাতু ইহইয়াইত তুরাছ আল-ইসলামী, ১৪১৬ হিঃ/১৯৯৬ খ্রিঃ), পৃঃ ১৯-২০।*

فَإِذَا كَانَ النَّاسُ يَبِيْعُوْنَ سِلَعَهُمْ عَلَى الْوَجْهِ الْمَعْرُوْفِ مِنْ غَيْرِ ظُلْمٍ، وَقَدِ ارْتَفَعَ السِّعْرُ إِمَّا لِقِلَّةِ الشَّيْءِ، وَإِمَّا لِكَثْرَةِ الْخَلْقِ فَهَذَا إِلَى اللهِ، فَإِلْزَامُ الْخَلْقِ أَنْ يَبِيْعُوْا بِقِيْمَةٍ بِعَيْنِهَا إِكْرَاهٌ بِغَيْرِ حَقٍّ-

'মানুষেরা যখন প্রচলিত নিয়মে কোন রকম যুলুম ছাড়াই তাদের পণ্যসামগ্রী বিক্রি করবে আর পণ্যদ্রব্যের স্বল্পতা বা জনসংখ্যার আধিক্যের কারণে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাবে, তখন তা আল্লাহ্‌র নিকট ন্যস্ত করতে হবে। এরূপ পরিস্থিতিতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে জনগণকে পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য করা অন্যায় বা বাড়াবাড়ি বৈ কিছুই নয়'। তাঁর মতে, তবে মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও পণ্যের মালিকগণ যদি প্রচলিত দামের চেয়ে বেশী দাম গ্রহণ ছাড়া পণ্য বিক্রি করা হ'তে বিরত থাকে, তখন তাদেরকে প্রচলিত দামে বিক্রি করতে বাধ্য করা ওয়াজিব।[২১৮]

তদীয় ছাত্র ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) এ সংক্রান্ত আলোচনার উপসংহারে বলেন, وَجِمَاعُ الْأَمْرِ أَنَّ مَصْلَحَةَ النَّاسِ إِذَا لَمْ تَتِمَّ إِلَّا بِالتَّسْعِيْرِ سَعَّرَ عَلَيْهِمْ تَسْعِيْرَ عَدْلٍ، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، وَإِذَا انْدَفَعَتْ حَاجَتُهُمْ وَقَامَتْ مَصْلَحَتُهُمْ بِدُوْنِهِ: لَمْ يَفْعَلْ، 'মোটকথা, মূল্য নির্ধারণ ব্যতীত যদি মানুষের পূর্ণ কল্যাণ সাধিত না হয়, তাহ'লে শাসক তাদের জন্য ন্যায়সংগত মূল্য নির্ধারণ করবেন। কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করা বা কারো প্রতি অন্যায় করা যাবে না। আর মূল্য নির্ধারণ ছাড়াই যদি তাদের প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায় এবং কল্যাণ সাধিত হয়, তাহ'লে রাষ্ট্রপ্রধান মূল্য নির্ধারণ করবেন না'।[২১৯]

'আল-হেদায়া' প্রণেতা বলেন,

ولا ينبغى للسلطان أن يسعر على الناس، فإذا كان أرباب الطعام يتحكمون ويتعدون عن القيمة تعديا فاحشا، وعجز القاضى عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير فحينئذ لا بأس به بمشورة من أهل الرأى والبصيرة-

---

২১৮. *ঐ, পৃঃ ২০।*
২১৯. *ইবনুল ক্বাইয়িম, আত-তুরুকুল হুকুমিইয়াহ ফিস-সিয়াসাতিশ শারঈয়্যাহ, ১/২২২।*

‘লোকদের জন্য দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করা শাসকের উচিত নয়। তবে খাদ্যদ্রব্যের মালিকরা যদি বাজার নিয়ন্ত্রণ করে এবং দামের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড সীমালংঘন করে (মাত্রাতিরিক্ত দাম নেয়) আর বিচারক দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ ব্যতীত মুসলমানদের অধিকার সংরক্ষণ করতে অপারগ হন, তখন জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের পরামর্শে মূল্য নির্ধারণ করাতে কোন দোষ নেই’।[২২০]

সঊদী আরবের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদের এক ফৎওয়ায় বলা হয়েছে,

إذا تواطأ الباعة مثلا من تجار ونحوهم على رفع أسعار ما لديهم أثرة منهم، فلولى الأمر تحديد سعر عادل للمبيعات مثلا؛ إقامة للعدل بين البائعين والمشترين، وبناء على القاعدة العامة، قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد، وإن لم يحصل تواطؤ منهم وإنما ارتفع السعر بسبب كثرة الطلب وقلة العرض، دون احتيال، فليس لولى الامر أن يحدد السعر، بل يترك الرعية يرزق الله بعضهم من بعض–

‘যখন বিক্রেতারা তথা ব্যবসায়ী ও অন্যরা তাদের নিজেদের কাছে যে পণ্য আছে তার দাম তাদের ইচ্ছামত বৃদ্ধি করার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করবে, তখন ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মাঝে ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা এবং জনসাধারণের কল্যাণ করা ও ফিতনা-ফাসাদ দূর করার সাধারণ নিয়মের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপ্রধান বিক্রেয় দ্রব্যের ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ করবেন। আর যদি তাদের মধ্যে ঐক্যমত্য না হয়; বরং কোন প্রকার প্রতারণা ছাড়াই পর্যাপ্ত চাহিদা ও পণ্যসামগ্রীর সরবরাহ কম হওয়ার কারণে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায়, তাহ’লে রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য মূল্য নির্ধারণ করা উচিত নয়। বরং তিনি প্রজাদেরকে এমনভাবে ছেড়ে দেবেন যে, আল্লাহ তাদের কারো দ্বারা কাউকে রিযিক দিবেন’।[২২১]

---

২২০. *বুরহানুদ্দীন আল-মারগীনানী, আল-হেদায়া (দেওবন্দ : মাকতাবায়ে থানবী, ১৪০০হিঃ), ৪/৩৭১-৭২।*

২২১. *ফাতাওয়াল লাজনাহ আদ-দায়েমা লিল-বুহূছ আল-ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা (সঊদী আরব : মুআস্সাসাতুল আমীরাহ, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪২৩হিঃ/২০০২খ্রিঃ), ১৩/১৮৬।*

শায়খ ছালেহ ফাওযান বলেন,

إذا كان غلا الأسعار بسبب قلة وجود السلع قلة العرض فلا أحد له دخل؛ لكن يقال للتجار بيعوا مثل ما يبيع الناس ما تساوي في الأسواق لا تضربون بالناس، أما إذا كان غلا السعر بسبب تلاعب التجار يخزنون الأموال وتقل في الأسواق على شأن يبيعوها غالية هذا يمنع ولي الأمر، يجبرهم على أن يبيعوا مثل ما يبيع الناس، هذا هو العدل-

‘পণ্যের স্বল্পতা ও সরবরাহ কম হওয়ার কারণে যদি মূল্য বৃদ্ধি পায়, তাহ’লে এতে কারো কিছুই করার নেই। তবে ব্যবসায়ীদেরকে বলা হবে, মানুষেরা যে দামে বিক্রি করছে সে বাজার মূল্যে তোমরা বিক্রি করো। মানুষকে কষ্ট দিয়ো না। পক্ষান্তরে মাল গুদামজাত করার কারণে ব্যবসায়ীদের কারসাজিতে যদি মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং বাজারে পণ্যের ঘাটতি হেতু তারা বেশী দামে মাল বিক্রি করে, তাহ’লে শাসক এতে বাধা দিবেন। মানুষেরা যে দামে বিক্রি করছে সে দামে বিক্রি করতে তিনি তাদেরকে বাধ্য করবেন। এটাই আদল বা ন্যায়-নীতি’।[২২২]

মূল্যবৃদ্ধির সময় শারঈ দৃষ্টিতে কিছু করণীয় :

১. দো‘আ ও তওবা-ইস্তিগফার : দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিঃসন্দেহে সমাজের মানুষের উপর আপতিত একটি বিপদ। এখেকে মুক্তি লাভের জন্য অবশ্যই আল্লাহ্র দরবারে কাকুতি-মিনতিসহ দো‘আ করতে হবে এবং বেশী বেশী তওবা-ইস্তেগফার করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا-

‘আমি তাদের বলেছি, তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই তিনি অতীব ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্য আকাশ থেকে প্রচুর

---

২২২. *https://www.alfawzan.af.org.sa/en/node/14702*

Contents

বারি বর্ষণ করবেন। তিনি তোমাদের মাল-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিবেন এবং তোমাদের জন্য বাগিচাসমূহ সৃষ্টি করবেন ও নদীসমূহ প্রবাহিত করবেন' *(নূহ ৭১/১০-১২)*। ইবনু ছাবীহ বলেন, এক ব্যক্তি হাসান বাছরী (রহঃ)-এর নিকটে এসে অনুর্বরতার অভিযোগ করল। তখন তিনি তাকে বললেন, اِسْـتَغْفِرِ اللهَ 'তুমি আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাও'। অন্য আরেকজন এসে দরিদ্রতার অভিযোগ করলে তিনি বললেন, 'আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাও'। আরেকজন এসে বলল, আল্লাহ্র কাছে দো'আ করুন, তিনি যেন আমাকে একটি সন্তান দান করেন। তিনি তাকে বললেন, 'আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাও'। অপর এক ব্যক্তি তার বাগান শুকিয়ে যাওয়ার অভিযাগ করলে তিনি তাকেও বললেন, 'আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাও'। আমরা এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি নিজের পক্ষ থেকে কিছুই বলিনি। আল্লাহ তা'আলা সূরা নূহে একথাগুলিই বলেছেন। এরপর তিনি উক্ত আয়াতগুলো পাঠ করলেন।[২২৩]

মহান আল্লাহ আরো বলেন, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ- 'আমরা তোমার পূর্বেকার সম্প্রদায় সমূহের নিকট রাসূল পাঠিয়েছিলাম। অতঃপর (তাদের অবিশ্বাসের কারণে) আমরা তাদেরকে অভাব-অনটন ও রোগ-ব্যাধি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম। যাতে তারা কাকুতি-মিনতিসহ আল্লাহ্র প্রতি বিনীত হয়। যখন তাদের কাছে আমাদের শাস্তি এসে গেল, তখন কেন তারা বিনীত হ'ল না? বরং তাদের অন্তরসমূহ শক্ত হয়ে গেল এবং শয়তান তাদের কাজগুলিকে তাদের নিকটে সুশোভিত করে দেখালো' *(আন'আম ৬/৪২-৪৩)*। হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ এর ব্যাখ্যায় বলেন, أَيْ: يَدْعُوْنَ اللهَ وَيَتَضَرَّعُوْنَ إِلَيْهِ وَيَخْشَعُوْنَ 'অর্থাৎ তারা আল্লাহ্র

---

২২৩. *তাফসীরে কুরতুবী ১৮/৩০২।*

নিকটে দো‘আ করে, তাঁর নিকটে কাকুতি-মিনতি করে এবং বিনীত হয়’।[২২৪]

জনৈক পূর্বসূরী বিদ্বানকে বলা হ’ল, দ্রব্যমূল্য বেড়ে গেছে। তখন তিনি বললেন, أَنْزِلُوْهَا بِالْاِسْــتِغْفَارِ ‘তোমরা ইস্তিগফারের মাধ্যমে এর মূল্য হ্রাস করে দাও’। এর প্রমাণে তিনি সূরা নূহের ১০-১২ আয়াত তেলাওয়াত করলেন।[২২৫]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে একজন ব্যক্তি এসে তাঁকে মূল্য নির্ধারণের আবেদন জানালেন। তখন তিনি বললেন, بَلْ أَدْعُــوْ ‘বরং আমি আল্লাহ্র কাছে দো‘আ করব’।[২২৬] এ হাদীছ থেকেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে আল্লাহ্র নিকট মূল্য হ্রাসের জন্য বেশী বেশী দো‘আ করতে হবে। এ সময় নিম্নোক্ত দো‘আগুলি পড়া যায়।-

১. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ ‘(হে আল্লাহ!) তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি পবিত্র। আমি সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত’ *(আম্বিয়া ২১/৮৭)*।

২. اَللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوْ فَلاَ تَكِلْنِىْ إِلَى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِىْ شَأْنِىْ كُلَّهُ لَآ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ- ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার রহমত কামনা করি। তুমি আমাকে এক মুহূর্তের জন্যও আমার নিজের হাতে ছেড়ে দিও না। বরং তুমি স্বয়ং আমার সমস্ত ব্যাপার ঠিক করে দাও। তুমি ব্যতীত কোন মা‘বূদ নেই’।[২২৭]

৩. لَآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لَآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لَآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَــرِيْمِ- ‘সহনশীল মহান

---

২২৪. তাফসীর ইবনে কাছীর ৩/২৯০।
২২৫. https://www.saaid.net/Doat/mehran/87.htm
২২৬. আবূদাঊদ হা/৩৪৫০, হাদীছ ছহীহ।
২২৭. আবূদাঊদ হা/৫০৯০, সনদ হাসান; মিশকাত হা/২৪৪৭।

Contents

আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, যিনি মহান আরশের অধিপতি। আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, যিনি আসমান সমূহ ও যমীনের রব এবং মহান আরশের রব'।[২২৮]

২. অপচয় পরিহার : অপচয় যেকোন সময় পরিত্যাজ্য। বিশেষতঃ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সময় এটি আরো বেশী পরিত্যাজ্য। মহান আল্লাহ বলেন, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ 'তোমরা খাও ও পান কর। কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীদের ভালবাসেন না' *(আ'রাফ ৭/৩১)*। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلاَ مَخِيلَةٍ 'তোমরা খাও, পান করো, পরিধান করো এবং অপচয় ও অহংকার ছাড়াই দান করো'।[২২৯]

৩. অল্পে তুষ্টি : অল্পে তুষ্টি মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ 'তোমার ভাগ্যে আল্লাহ যা নির্ধারণ করে রেখেছেন তাতে খুশী থাকলে তুমি সবচেয়ে সুখী মানুষ বলে গণ্য হবে'।[২৩০] তিনি আরো বলেন, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ 'যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাকে প্রয়োজন পরিমাণ রিযিক দেয়া হয়েছে এবং আল্লাহ তাকে যে সম্পদ দিয়েছেন তাতে পরিতৃপ্ত হওয়ার শক্তি দিয়েছেন, সেই সফলতা লাভ করেছে'।[২৩১]

৪. বর্ধিত মূল্যের জিনিস পরিহার : ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর যুগে লোকেরা তাঁর নিকটে এসে বলল, আমরা আপনার নিকটে গোশতের মূল্য বৃদ্ধির অভিযোগ করছি। অতএব আপনি আমাদের জন্য এর মূল্য নির্ধারণ করে দিন। তখন তিনি বললেন, তোমরাই এর মূল্য হ্রাস করে দাও

---

২২৮. বুখারী হা/৬৩৪৬; মুসলিম হা/২৭৩০; মিশকাত হা/২৪১৭।
২২৯. নাসাঈ হা/২৫৫৯; ইবনু মাজাহ হা/৩৬০৫; মিশকাত হা/৪৩৮১, হাদীছ হাসান।
২৩০. তিরমিযী হা/২৩০৫, হাদীছ হাসান।
২৩১. মুসলিম হা/১০৫৪; মিশকাত হা/৫১৬৫।

(أَرْخِصُوْهُ أَنْتُمْ)। তখন তারা বলল, আমরা মূল্যবৃদ্ধির অভিযোগ করছি। গোশত কসাইদের নিকটে আছে এবং আমরা এর প্রয়োজন অনুভব করছি। আর আপনি কি-না বলছেন, তোমরা নিজেরাই এর মূল্য হ্রাস করে দাও? আমরা কি গোশতের মালিক যে, এর মূল্য কমিয়ে দিব? যে জিনিস আমাদের হাতে নেই, তার মূল্য আমরা কিভাবে হ্রাস করব? তখন তিনি তার সেই মূল্যবান উক্তিটি করলেন, أُتْرُكُوْهُ لَهُمْ 'তাদের নিকট থেকে গোশত কেনা ছেড়ে দাও'।

আলে আব্বাস-এর মুক্তদাস রাযীন বিন আল-আ'রাজ বলেন, মক্কায় কিশমিশের দাম বৃদ্ধি পেলে আমরা বিষয়টি লিখিতভাবে আলী (রাঃ)-কে জানালাম। তখন তিনি জবাবে লিখলেন, তোমরা খেজুর দ্বারা এর মূল্য হ্রাস করে দাও। অর্থাৎ তোমরা কিশমিশের পরিবর্তে খেজুর ক্রয় করো। যেটি হিজাযে পর্যাপ্ত ছিল এবং তার মূল্যও কম ছিল। এতে কিশমিশের চাহিদা কমে যাবে এবং তা সস্তা হয়ে যাবে।[২৩২]

আব্বাসীয় কবি মাহমূদ আল-অর্রাক (মৃঃ ৮৪৪ খৃ.) বলেন,

وَإِذَا غَلَا شَيْءٌ عَلَيَّ تَرَكْتُهُ * فَيَكُوْنُ أَرْخَصَ مَا يَكُوْنُ إِذَا غَلَا

'যখন আমার উপর কোন জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি পায়, তখন আমি তা ক্রয় করা পরিহার করি। তখন মূল্যবৃদ্ধির সময় তা সস্তায় পরিণত হয়'।[২৩৩]

৫. আল্লাহ্র প্রতি সুধারণা পোষণ করা : যেকোন বিপদ-আপদ আল্লাহ্র নিকট সোপর্দ করলে এবং তাঁর সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করলে আল্লাহ তা আমাদের জন্য সহজ করে দেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ 'যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্যে উত্তরণের পথ তৈরী করে দেন। আর তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক দান করবেন' *(তালাক ৬৫/২-৩)*।

---

২৩২. *https://www.saaid.net/Doat/hamesabadr/133.htm*

২৩৩. *দীওয়ানু মাহমূদ আল-অর্রাক, সংকলনে : ড. ওয়ালীদ কাছ্ছাব, ১ম প্রকাশ, ১৪১২/১৯৯১, পৃঃ ১৬৫।*

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সময় আল্লাহ্‌র প্রতি সুধারণা পোষণের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয় লক্ষ্যণীয় :

(ক) আল্লাহ্‌র প্রতি কেউ সুধারণা পোষণ করলে আল্লাহ তাকে সেই জিনিসটি দান করেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يَقُولُ اللهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ 'আল্লাহ বলেন, আমি সে রকমই, যে রকম আমার প্রতি বান্দা ধারণা রাখে'।[২৩৪]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন,

وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، مَا أُعْطِيَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ- وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، لَا يُحْسِنُ عَبْدٌ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ الظَّنَّ إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ظَنَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّ الْخَيْرَ فِيْ يَدِهِ-

'যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই সেই সত্তার কসম করে বলছি, মহান আল্লাহ্‌র প্রতি সুধারণা পোষণের চেয়ে উত্তম কোন জিনিস মুমিন বান্দাকে প্রদান করা হয়নি। যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই তার কসম করে বলছি, কোন বান্দা যদি আল্লাহ্‌র প্রতি সুধারণা পোষণ করে তাহ'লে আল্লাহ তাকে তার ধারণাকৃত জিনিসটি প্রদান করেন। এ কারণে যে, যাবতীয় কল্যাণ আল্লাহ্‌র হাতে রয়েছে'।[২৩৫]

(খ) আল্লাহ কষ্টের পর সহজতার ওয়াদা করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا 'অতঃপর নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে' *(শরহ ৫-৬)*।

(গ) আল্লাহ্‌র চেয়ে বান্দার প্রতি অধিক দয়ালু আর কেউ নেই। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَمَّا قَضَى اللهُ الْخَلْقَ

---

২৩৪. *বুখারী হা/৭৪০৫; মুসলিম হা/২৬৭৫।*

২৩৫. *ইবনু আবিদ দুনয়া, হুসনুয যন্ন বিল্লাহি, রাসাইলু ইবনু আবিদ দুনয়া (সংযুক্ত আরব আমিরাত : আল-মারকাযুল আরাবী লিল-কিতাব, ১ম প্রকাশ, ১৪২১/২০০০), ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২২, হা/৮৩।*

كَتَبَ فِي كِتَابِهِ، فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي ‘আল্লাহ যখন সৃষ্টির কাজ শেষ করলেন, তখন তিনি তাঁর কিতাবে (লওহে মাহফূযে) লিখেন, যা আরশের ওপর তাঁর নিকট আছে। ‘নিশ্চয়ই আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রবল’।[২৩৬]

(ঘ) আল্লাহ প্রত্যেকের জন্য রিযিক লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি বা অন্য কিছু আপনার ও রিযিকের মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِيْنٍ ‘আর ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যার রিযিক আল্লাহ্র যিম্মায় নেই। আর তিনি জানেন তার অবস্থানস্থল ও সমর্পণস্থল। সবকিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে (লওহে মাহফূযে) লিপিবদ্ধ রয়েছে’ *(হূদ ১১/৬)*। তিনি আরো বলেন, وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ‘এমন কত প্রাণী আছে যারা (আগামীকালের জন্য) তাদের খাদ্য সঞ্চয় করে না। আল্লাহ তাদের রিযিক দেন এবং তোমাদেরকেও দেন। তিনি সবকিছু শোনেন ও জানেন’ *(আনকাবূত ২৯/৬০)*। আল্লাহ আরো বলেন, وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ‘আর আকাশে রয়েছে তোমাদের রিযিক এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত বিষয়সমূহ’ *(যারিয়াত ৫১/২২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ هَرَبَ مِنْ رِزْقِهِ كَمَا يَهْرُبُ مِنَ الْمَوْتِ لَأَدْرَكَهُ رِزْقُهُ كَمَا يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ ‘আদম সন্তান যদি তার রিযিক থেকে পলায়ন করত, যেমন সে মৃত্যু থেকে পলায়ন করে, তবুও তার রিযিক তার নাগাল পেয়ে যেত, যেভাবে মৃত্যু তার নাগাল পায়’।[২৩৭]

৬. রিযিকে বরকত বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ : দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য রিযিক বৃদ্ধি হয় এমন কর্ম সমূহ সম্পাদনে

২৩৬. *বুখারী হা ৩১৯৪/; মুসলিম হা/২৭৫১।*
২৩৭. *সিলসিলা ছহীহা হা/৯৫২; ছহীহুল জামে‘ হা/৫২৪০, হাদীছ হাসান।*

Contents

মনোযোগী হ'তে হবে। কারণ সম্পদ বেশী হওয়াটা মুখ্য নয়; বরং মুখ্য হ'ল তাতে বরকত লাভ। রিযিকে বরকত বৃদ্ধির মৌলিক কয়েকটি উপায় হ'ল :

(ক) আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখা। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِى رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِى أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، 'যে ব্যক্তি চায় যে, তার রিযিক প্রশস্ত হোক এবং আয়ু বর্ধিত হোক, সে যেন তার আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখে'।[২৩৮]

(খ) বরকতের দো'আ করা। নবী করীম (ছাঃ) দো'আ করতেন, اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى صَاعِنَا اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى مُدِّنَا اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى مَدِينَتِنَا اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَــرَكَتَيْنِ 'হে আল্লাহ! আমাদের ছা-য়ে বরকত দান করুন! হে আল্লাহ! আমাদের মুদে বরকত দান করুন! হে আল্লাহ! আমাদের মদীনায় বরকত দান করুন! হে আল্লাহ! বরকতের সাথে আরো দু'টি বরকত দান করুন'।[২৩৯]

(গ) আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা। প্রত্যেক দিন সকালে দানশীল ব্যক্তির জন্য ফেরেশতা দো'আ করেন, اَللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً 'হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের উত্তম প্রতিদান দিন'।[২৪০]

(ঘ) ঋণ পরিশোধ করা। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَنْوِيْ أَدَاءَهُ كَانَ مَعَهُ مِنَ اللهِ عَوْنٌ وَسَبَّبَ اللهُ لَهُ رِزْقًا 'যে তার ঋণ পরিশোধের নিয়ত করে, সে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাহায্য লাভ করে এবং আল্লাহ তার জন্য রিযিকের ব্যবস্থা করে দেন'।[২৪১]

---

২৩৮. বুখারী হা/৫৯৮৬; মুসলিম হা/২৫৫৭।
২৩৯. বুখারী হা/২৮৮৯; মুসলিম হা/১৩৭৪।
২৪০. বুখারী হা/১৪৪২; মুসলিম হা/১০১০।
২৪১. তাবারানী আওসাত হা/৭৬০৮; সিলসিলা ছহীহা হা/২৮২২।

৭. দুর্বল ও অসহায়দের পাশে দাঁড়ানো : দুর্বল, অসহায় ও গরীব-দুঃখীদের সাহায্য-সহযোগিতা করা এবং বিপদে তাদের পাশে দাঁড়ানো দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও অন্যান্য বালা-মুছীবত থেকে মুক্তির উপায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَاللهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيـــهِ 'আল্লাহ বান্দার সাহায্যে অতক্ষণ থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে'।[২৪২] আবু দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ابْغُونِي الضُّعَفَاءَ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُـــعَفَائِكُمْ 'তোমরা দুর্বলদের মধ্যে আমাকে অনুসন্ধান করো। কারণ তোমরা তোমাদের মধ্যকার দুর্বলদের কারণেই রিযিক এবং সাহায্য প্রাপ্ত হয়ে থাক'।[২৪৩]

৮. ইবাদতে মনোযোগী হওয়া : দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির সময় রিযিকের চিন্তায় বিভোর হয়ে আল্লাহ্র ইবাদত থেকে গাফেল থাকা যাবে না। বরং ছবর ও ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করতঃ *(বাক্বারাহ ২/৪৩, ১৫৩)* রিযিকের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকতে হবে। জনৈক পূর্বসূরী বিদ্বানের যুগে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেল। তাকে এ খবর জানানো হলে তিনি বললেন, والله لا أبالي ولو أصبحت حبة الشعير بدينار! عليَّ أن أعبده كما أمرني، وعليه أن يرزقني كما وعدني- 'আল্লাহ্র কসম! যবের দানার মূল্য যদি এক দীনারও হয় তাতে কুছ পরোয়া নেই। আমার কর্তব্য হ'ল আল্লাহ আমাকে যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবে তাঁর ইবাদত করা আর আল্লাহ্র কর্তব্য হ'ল তাঁর ওয়াদা মোতাবেক আমাকে রিযিক দেওয়া'।[২৪৪]

৯. লেনদেনে সহজতা অবলম্বন : সহজতা ইসলামী শরী'আতের অনন্য বৈশিষ্ট্য। দৈনন্দিন লেনদেনের ক্ষেত্রে মানুষেরা সহজতার প্রয়োজন বেশী অনুভব করে। বিশেষত মুসলিম উম্মাহ্র উপর আপতিত সংকটের সময়। এজন্য সৎ ব্যবসায়ীর বৈশিষ্ট্য হ'ল তার সাথে যারা লেনদেন করে তাদের

---

২৪২. মুসলিম হা/২৬৯৯।

২৪৩. আবুদাঊদ হা/২৫৯৪, হাদীছ ছহীহ; সিলসিলা ছহীহা হা/৭৭৯।

২৪৪. https://www.saaid.net/Doat/mehran/87.htm

সাথে সহজতা অবলম্বন করা। হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, إِنَّ رَجُلاً كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَتَاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ فَقِيلَ لَهُ هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ مَا أَعْلَمُ، قِيلَ لَهُ انْظُرْ. قَالَ مَا أَعْلَمُ شَيْئًا غَيْرَ أَنِّى كُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ فِى الدُّنْيَا وَأُجَازِيْهِمْ، فَأُنْظِرُ الْمُوْسِرَ، وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ. فَأَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ، 'তোমাদের পূর্ববর্তীদের মাঝে জনৈক ব্যক্তি ছিল। তার জান কবয করার জন্য ফেরেশতা তার নিকট আসল। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, তুমি কি কোন ভাল কাজ করেছ? সে বলল, আমি জানি না। তাকে বলা হল, একটু চিন্তা করে দেখ। সে বলল, এ জিনিসটি ব্যতীত আমার আর কিছু জানা নেই যে, দুনিয়াতে আমি মানুষের সঙ্গে ব্যবসা করতাম। অর্থাৎ ঋণ দিতাম। আর তা আদায়ের জন্য তাদেরকে তাগাদা দিতাম। আদায় না করতে পারলে আমি সচ্ছল লোককে সময় দিতাম আর অভাবী লোককে ক্ষমা করে দিতাম। তখন আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন'।[২৪৫]

উক্ববা বিন আমের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ সম্পদ দান করেছিলেন তাঁর এমন এক বান্দাকে ক্বিয়ামতের দিন উপস্থিত করে বলবেন, তুমি দুনিয়ায় কি আমল করেছ? সে বলবে, مَا عَمِلْتُ مِنْ شَيْءٍ يَا رَبِّ إِلاَّ أَنَّكَ آتَيْتَنِيْ مَالًا، فَكُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ، وَكَانَ مِنْ خُلُقِيْ أَنْ أُيَسِّرَ عَلَى الْمُوْسِرِ وَأُنْظِرَ الْمُعْسِرَ قَالَ اللهُ تَعَالَى : أَنَا أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْكَ تَجاوَزُوْا عَنْ عَبْدِيْ– 'প্রভু হে! আমি কোন আমল করিনি। তবে আপনি আমাকে সম্পদ দান করেছিলেন। আমি মানুষের নিকট কেনাবেচা করতাম। আমার বৈশিষ্ট্য ছিল, আমি স্বচ্ছল ব্যক্তির জন্য সহজতা অবলম্বন করতাম এবং গরীব ব্যক্তিকে অবকাশ দিতাম। আল্লাহ বলেন, তোমার চেয়ে আমিই এর অধিক হকদার। তোমরা আমার বান্দার দোষ-ত্রুটি এড়িয়ে যাও'।[২৪৬]

---

২৪৫. বুখারী হা/৩৪৫১।
২৪৬. হাকেম হা/৩১৯৭; ছহীহুল জামে' হা/১২৫।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَدْخَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ رَجُلاً كَانَ سَهْلاً مُشْتَرِيًا وَبَائِعًا وَقَاضِيًا وَمُقْتَضِيًا ‘মহান আল্লাহ এমন একজন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যে ক্রেতা, বিক্রেতা, বিচারক ও বিচারপ্রার্থী অবস্থায় সহজতা অবলম্বনকারী ছিল’।[২৪৭] আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ يُحِبُّ سَمْحَ الْبَيْعِ، سَمْحَ الشِّرَاءِ، سَمْحَ الْقَضَاءِ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্রয়, বিক্রয় ও বিচারের ক্ষেত্রে উদারতাকে পসন্দ করেন’।[২৪৮]

১০. তাক্বওয়া অবলম্বন করা : সর্বোপরি তাক্বওয়া অবলম্বন করা একান্ত কর্তব্য। কারণ তাক্বওয়াই রিযিকে বরকত ও প্রশস্ততা আনয়ন করে। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ‘জনপদের অধিবাসীরা যদি বিশ্বাস স্থাপন করত ও আল্লাহভীরু হ’ত, তাহ’লে আমরা তাদের উপর আকাশ ও পৃথিবীর বরকতের দুয়ারসমূহ খুলে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যারোপ করল। ফলে তাদের কৃতকর্মের দরুণ আমরা তাদেরকে পাকড়াও করলাম’ *(আ‘রাফ ৭/৯৬)*। তিনি আরো বলেন, ‘যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্যে উত্তরণের পথ তৈরী করে দেন। আর তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক দান করবেন’ *(ত্বালাক ৬৫/২-৩)*।

মোটকথা, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি একটি বৈশ্বিক সমস্যা। বিভিন্ন দেশের জনগণ এতে নাকানি-চুবানি খাচ্ছে। এটি আমাদের উপর মুছীবত হিসাবে আপতিত হয়েছে। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে নৈতিকতাবোধের উজ্জীবন ঘটাতে হবে। এর দুনিয়াবী প্রতিকারের সাথে সাথে শারঈ যেসব করণীয় উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি পরিপালন করতে হবে। বেশী বেশী দো‘আ ও তওবা-ইস্তিগফার পাঠ করতে হবে। সর্বোপরি

---

২৪৭. নাসাঈ হা/৪৬৯৬; ইবনু মাজাহ হা/২২০২; আহমাদ হা/৪১০; সিলসিলা ছহীহা হা/১১৮১।

২৪৮. তিরমিযী হা/১৩১৯; হাকেম হা/২৩৩৮; সিলসিলা ছহীহা হা/৮৯৯।

মৃত্যুকে স্মরণ করতে হবে। তাহ'লে সব চিন্তা, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা দূর হয়ে যাবে। বিশর ইবনুল হারিছ যথার্থই বলেছেন, إذا اهتممت لغلاء السعر فاذكر الموت فانه يذهب عنك هم الغلاء 'তুমি যখন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য উদ্বিগ্ন হবে তখন মৃত্যুকে স্মরণ করবে। কারণ মৃত্যুকে স্মরণ তোমার মন থেকে মূল্যবৃদ্ধির দুঃশ্চিন্তা দূরীভূত করে দিবে'।[২৪৯]

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, من الدنيء؟ 'নিকৃষ্ট কে'? তিনি বলেছিলেন, الذي يذكر غلاء السعر عند الضيف 'যে অতিথির নিকট মূল্যবৃদ্ধির কথা বলে' *(আহমাদ বিন মারওয়ান আদ-দীনাওয়ারী, আল-মুজালাসাতু ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম, ১/৭২, ২/১৮১, নং ৩০০)*।

২৪৯. *হিলয়াতুল আওলিয়া ৮/৩৪৭।*

পণ্যে ভেজাল

খাদ্যদ্রব্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যে ভেজাল প্রদান করা হারাম। ১৯৬০ সালে উপমহাদেশের প্রাচীনতম দৈনিক 'আজাদ'-এর 'হুশিয়ারী' শীর্ষক এক সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছিল, 'খাদ্যে ভেজাল মিশান শুধু অপরাধই নহে, ইহা পাপ বলিয়াও আমাদের মনে হয়। বাহিরের দুশমন অপেক্ষাও খাদ্যে ভেজাল দানকারীরা দেশ ও জাতির অনেক বড় দুশমন। ইহাদের কাজের ফলে ধীরে ধীরে বিষ প্রয়োগের মত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং জাতি ক্রমে জীবনী শক্তিহীন হইয়া উঠিতে থাকে'।[২৫০] একজন খুনী গুলী করে কাউকে হত্যা করলে একজন ব্যক্তিই নিহত হয়। কিন্তু খাদ্যে ভেজাল কোটি কোটি মানুষকে অকাল মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। শিশুখাদ্যে ভেজাল সর্বনাশ করে গোটা একটা প্রজন্মের শরীর, জীবনীশক্তি, মেধা ও আয়ুর। স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞরা বলেন, ভেজাল এবং এক বা একাধিক রাসায়নিক দ্রব্য মেশানো খাবার খেলে মানুষের বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি ও স্মরণশক্তি হ্রাস পায়। মানুষ মেধাহীন হয়ে পড়ে। শরীরের জিনজাত স্নায়ুকোষগুলোর আয়ুও এসব ভেজাল ও রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত খাবার খাওয়ার ফলে কমে যায়। দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, স্বাদ গ্রহণের শক্তি, ঘ্রাণ নেয়ার ক্ষমতা হ্রাস পায়। শরীরে বাসা বাঁধে মরণব্যাধি ক্যান্সার সহ নানান রোগ-ব্যাধি।

বাংলাদেশে ভেজালের চিত্র :

বাংলাদেশে ব্যবসায়ীরা ভেজাল প্রদানের বল্গাহীন প্রতিযোগিতায় নেমেছে। আমাদের দেশে সম্ভবতঃ এমন কোন পণ্য বা খাদ্য নেই, যাতে ভেজাল দেয়া হচ্ছে না। এজন্যই সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট) পঞ্চম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বলেছেন, 'কচু ছাড়া সবকিছুতেই ফরমালিন। নির্ভেজাল খাবার পাওয়া এখন দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেছে। খাদ্যে ভেজালের কারণে ক্যান্সারসহ জটিল

---

২৫০. ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী সম্পাদিত, আজাদ ও সমকালীন সমাজ (ঢাকা : বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ১ম প্রকাশ, জুলাই ২০০৪), পৃ. ৩৯২। গৃহীত: দৈনিক আজাদ, সম্পাদকীয়, ৬ই মার্চ ১৯৬০, পৃ. ২।

রোগ হচ্ছে। কিছু মানুষ দানব হয়ে যাচ্ছে'।[২৫১] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অস্ট্রেলিয়ার ওলিংগং বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে গবেষণা জরিপ করে দেখেছে যে, দেশের মোট খাদ্যের ৩০ শতাংশে ভেজাল রয়েছে।[২৫২] সয়াবিন তেল, চিনি, মসলা, নুডুলস, সেমাই, বিস্কুট, পাউরুটি, দুধ, শিশুখাদ্য, ঘি, মিষ্টি, মধু, পানীয়, ফলমূল, ঔষধ, সার, কীটনাশক ইত্যাদি প্রায় সবকিছুতেই ভেজাল দেয়া হচ্ছে। গত ১০ই আগস্ট ২০১১ তারিখে ঢাকায় 'জাতীয় জীবনে ভেজাল খাদ্যের ঝুঁকিপূর্ণ প্রভাব' শীর্ষক আলোচনা সভায় 'ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডাইরিয়াল ডিজিজ রিসার্চ, বাংলাদেশ' (আইসিডিডিআরবি)-এর জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী এস কে রয় এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলেন, মিষ্টি, সন্দেশ, দই, ঘি, ছানা, সস, ডালডা, সয়াবিন, আইসক্রীমসহ কিছু পণ্য ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ৭৬ দশমিক ৩২ শতাংশ খাবারেই ভেজাল। ঐ আলোচনায় বক্তারা বলেন, খাবারে প্রায় ২০০ ধরনের বিষাক্ত পদার্থ ব্যবহার করা হচ্ছে।[২৫৩] প্রায় সব ফলেই ফরমালিন, কার্বাইড অথবা অন্য কোন রাসায়নিক স্প্রে করা হয়। একটি ইংরেজী দৈনিক লিখেছে, The another name of carbide is cancer. There is no answer of cancer.[২৫৪] 'কার্বাইডের অপর নাম ক্যান্সার। আর ক্যান্সারের পরিণাম নিশ্চত মৃত্যু'। এসব ভেজাল খাবার খেয়ে মানুষ নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। একটি গবেষণা থেকে জানা গেছে, বাংলাদেশে প্রতিবছর ১০ হাযার কোটি টাকা নষ্ট হচ্ছে ভেজাল খাবার খাওয়ার কারণে। কারণ ভেজাল খাবার খাওয়ার কারণে নানা রোগ হচ্ছে। আর এসব রোগ নিরাময়ের জন্য ঔষধের পেছনে ১০ হাযার কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে।[২৫৫]

দুধে ভেজাল : ২০০৮ সালে গুঁড়োদুধে মেলামাইনের অস্তিত্ব পাওয়ার বিষয়টি গোটা বিশ্বে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছিল। মেলামাইনযুক্ত

---

২৫১. *যুগান্তর, ২রা ডিসেম্বর ২০১৯।*
২৫২. *ইনকিলাব, ৮ই ডিসেম্বর'১৯, পৃ. ৭।*
২৫৩. *প্রথম আলো, ১১ই আগস্ট'১১, পৃঃ ৭।*
২৫৪. *হারুন-আর-রশিদ সংকলিত, খাদ্যে বিষক্রিয়া পরিত্রাণের উপায় (ঢাকা : পার্ল পাবলিকেশন্স, ২০১৫), পৃঃ ২৫।*
২৫৫. *কালের কণ্ঠ, ২৮শে এপ্রিল'১৮।*

গুঁড়োদুধ খেয়ে সে সময় চীনে প্রায় তিন লাখ শিশু অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। ৬ জন শিশু মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল।[২৫৬] চীন সরকারের হিসাব অনুযায়ী দেশটির গুঁড়োদুধ উৎপাদনকারী ২২ প্রতিষ্ঠানের ৬৯টি আইটেমেই বিষাক্ত উপাদান মেলামাইন পাওয়া গিয়েছিল। মূলতঃ দুধে প্রোটিনের পরিমাণ বেশী দেখানোর জন্যই মেশানো হয়েছিল এই রাসায়নিক পদার্থ। এ কেলেঙ্কারির মূল হোতা সানলু কোম্পানীকে দেওলিয়া ঘোষণা করা হয়েছিল। সে সময় বাংলাদেশের বাজারে প্রচলিত ইয়াশলি-১, ইয়াশলি-২ ও সুইট বেবী নামক তিনটি ব্র্যাণ্ডের গুঁড়োদুধে মেলামাইনের অস্তিত্ব প্রমাণিত হওয়াই তা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, মেলামাইন কার্বন, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেনের সম্বন্বয়ে গঠিত এক ধরনের জৈব যৌগ। যা মানবদেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।[২৫৭]

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োমেডিকেল রিসার্চ সেন্টারের সাবেক পরিচালক এবং ঔষধ প্রযুক্তি বিভাগের অধ্যাপক আ ব ম ফারুক ও তাঁর গবেষকদল দুধের ১০টি নমুনা পরীক্ষা করে ১০টিতেই ক্ষতিকর অ্যান্টিবায়োটিক পেয়েছেন।[২৫৮] এদিকে গত ২৪শে জুলাই'১৯ পাস্তুরিত তরল দুধে মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর ভারী ধাতব পদার্থের উপস্থিতি প্রমাণিত হওয়ায় দেশের ১০টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা করেছে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।[২৫৯]

পত্রিকায় প্রকাশিত এক রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, কিশোরগঞ্জের বাজিতপুরের লতিফপুর গ্রামের আজিজ মিয়ার বাড়ি বা খামারে কোন গাভী না থাকলেও তিন বছর ধরে বাবা-ছেলে মিলে প্রতিদিন ৮ মণ নকল দুধ বিক্রি করছেন। অল্প কিছু দুধ কিনে তার সঙ্গে পাউডার ও পানি মিশিয়ে তারা এই জালিয়াতি করতেন।[২৬০]

---

২৫৬. মশিউল আলম, আমাদের শিশুরা কী খাচ্ছে, প্রথম আলো, ২৬শে আগষ্ট ২০১০।

২৫৭. ড. এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ, গুঁড়োদুধে মেলামাইন : আমাদের করণীয়, আত-তাহরীক, ডিসেম্বর ২০০৮, পৃঃ ২৪-২৬।

২৫৮. প্রথম আলো, ১৪ই জুলাই'১৯, পৃঃ ১ ও ৪।

২৫৯. ঐ, ২৫শে জুলাই'১৯, পৃঃ ১ ও ৪।

২৬০. 'গরু ছাড়াই দিনে ৮ মণ দুধ', প্রথম আলো, ৭ই ফেব্রুয়ারী'২০, পৃঃ ৩।

ঔষধে ভেজাল : নকল, ভেজাল ও নিম্নমানের ঔষধের ছড়াছড়িতে মানুষের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছে। ৯ জুলাই'১২ পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট মোতাবেক দেশে বর্তমানে ২৫৮টি এলোপ্যাথী, ২২৪টি আয়ুর্বেদী, ২৯৫টি ইউনানী ও ৭৭টি হোমিওপ্যাথিসহ মোট ৮৫৪টি ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ঔষধ কোম্পানীগুলোর মধ্যে বড় জোর ৪০টি ছাড়া বাকী প্রতিষ্ঠানগুলো নকল ও নিম্নমানের ঔষধ তৈরী করে বলে অভিযোগ আছে।[২৬১] পরিসংখ্যান মতে, দেশীয় বাজারে ভেজাল ও নকল ঔষধের বার্ষিক বিক্রি প্রায় দেড় হাযার কোটি টাকার উপর। দেশের মোট চাহিদার আনুমানিক ২০% ভেজাল ঔষধ উৎপাদিত হচ্ছে।[২৬২] এমনকি দু'টি ঔষধে ইয়াবার উপাদান পাওয়ার খবর পর্যন্ত সম্প্রতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।[২৬৩]

হলুদের গুঁড়ায় ভেজাল : স্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণা সংস্থা 'ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডাইরিয়াল ডিজিজ রিসার্চ, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআরবি) ও যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের করা এক গবেষণায় হলুদে সীসা শনাক্ত করা হয়েছে, যা মানবদেহের ক্ষতি করে। বিশেষ করে গর্ভবতী নারী ও তার শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশ বাধাগ্রস্ত করে। প্রতিষ্ঠানদ্বয় তাদের গবেষণায় বাংলাদেশের ৯টি যেলার বাজার থেকে গুঁড়ো করার আগে সংগ্রহ করা হলুদের নমুনার ২০ শতাংশে সীসা বা লেড ক্রোমেট শনাক্ত করেছে। যা বিক্রির আগে হলুদের গায়ে ঘষে সেটি উজ্জ্বল করা হয়।

এই গবেষণায় আরো দেখা গেছে, ২০১১ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত আমদানী করা ১৭টি ব্র্যাণ্ডের প্যাকেট-জাত হলুদের গুড়া যুক্তরাষ্ট্র নয়বার ফেরত দিয়েছে। এসব কোম্পানির বেশীরভাগই ভারত ও বাংলাদেশের।

আইসিডিডিআরবি'র গবেষক ডঃ মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমানের মতে, এতে শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হওয়া ছাড়াও শিশুর ওযন কম হওয়া সহ অন্যান্য জটিলতা দেখা দিতে পারে। মায়ের গর্ভকালীন জটিলতা হতে পারে।

---

২৬১. *আত-তাহরীক, আগষ্ট ২০১২, পৃঃ ৮।*
২৬২. *ইনকিলাব, ২২শে জানুয়ারী'২০, পৃঃ ৭।*
২৬৩. *দুটি ওষুধে ইয়াবার উপাদান, কালের কণ্ঠ, ১০ই নভেম্বর'১৯, পৃঃ ২০ ও ৮।*

এটি মানবদেহে হৃদযন্ত্রের সমস্যা তৈরি করতে পারে, রক্তের উচ্চচাপ দেখা দিতে পারে, মস্তিষ্কের স্নায়ুজনিত রোগ দেখা দিতে পারে।[২৬৪]

কৃত্রিম উপায়ে গরু মোটাতাজাকরণ : একশ্রেণীর অসাধু খামারী নিষিদ্ধ ঔষধ প্রয়োগ করে কৃত্রিম উপায়ে গরু মোটাতাজা করে। তারা স্টেরয়েড গ্রুপের ঔষধ যেমন ডেকাসন, ওরাডেক্সন, প্রেডনিসোলন ইত্যাদি সেবন করিয়ে অথবা ডেকাসন, ওরাডেক্সন স্টেরয়েড ইনজেকশন দিয়ে গরুকে মোটাতাজা করে। এছাড়া হরমোন প্রয়োগ (যেমন ট্রেনবোলন, প্রোজেস্টিন, টেস্টোস্টেরন) করেও গরুকে মোটাতাজা করা হয়।

স্টেরয়েড দিয়ে মোটাতাজা করা গবাদিপশুর গোশত মানবদেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এজাতীয় ঔষধ অতিরিক্ত মাত্রায় দিলে গরুর কিডনি ও যকৃৎ অকার্যকর হয়ে যায়। এতে শরীর থেকে পানি বের হতে পারে না। ফলে পানি সরাসরি গরুর গোশতে চলে যায়। এতে গরুকে মোটা, তুলতুলে ও নাদুসনুদুস দেখায়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মোটাতাজাকরণের এসব ঔষধের কার্যকারিতা নষ্ট হয় না। গরুর দেহের গোশতে থেকে যায়। এসব গোশত যখন মানুষ খায়, তখন ঔষধের প্রতিক্রিয়া মানুষের শরীরেও দেখা দেয়। স্টেরয়েড ঔষধ মানবদেহের কিডনি, ফুসফুস, লিভার, হৃৎপিণ্ডকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। রক্তচাপ বাড়িয়ে দেয়। ফলে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, অনিদ্রা, অস্থিরতাসহ নানা রোগের সৃষ্টি করে। এতে মানুষের শরীরে পানি জমে যাওয়া, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া, মূত্রনালী ও যকৃতের বিভিন্ন রকম সমস্যা দেখা দিতে পারে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এসব ক্ষতিকর ঔষধ মানবশরীরে জমা হয়ে টিউমার, ক্যানসার, কিডনি নষ্ট করার মতো মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করে। বিশেষ করে নারীদের গর্ভধারণের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।[২৬৫]

নিম্নমানের ১১ পণ্যের লাইসেন্স বাতিল : ল্যাবে পরীক্ষা করে নিম্নমান পাওয়ায় ৯ কোম্পানীর ১১ পণ্য উৎপাদনের লাইসেন্স বাতিল করেছে

---

২৬৪. *https://www.bbc.com/bengali/news50293766?SThis FB&fbclid =IwAR03hMOBwlP78eKhe8gjwxluGv N4ieoSDPLlEoKgn_ZzJzzLZJqsdZKuDA*
২৬৫. *ড. এ কে এম হুমায়ুন কবির, সব 'মোটাতাজা' গরু মোটাতাজা নয়, প্রথম আলো, ২১শে জুলাই'১৯, পৃঃ ১১।*

‘বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যাণ্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই)। একই সঙ্গে পণ্যগুলো উৎপাদন এবং বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে। পণ্যগুলো হচ্ছে- একে খান ফুড এ্যাণ্ড বেভারেজের ফার্টিফাইড সয়াবিন তেল, জে কে ফুডের মদিনা ব্র্যাণ্ডের লাচ্ছা সেমাই, মডার্ণ কসমেটিক্সের মডার্ণ ব্র্যাণ্ডের স্কিন ক্রীম, নিউ চট্রলার এরাবিয়ান স্পেশাল ব্র্যাণ্ডের ঘি, রেভেন ফুডের রেভেন ব্র্যাণ্ডের লাচ্ছা সেমাই, খাজানা মিঠাইয়ের খাজানা ব্র্যাণ্ডের লাচ্ছা সেমাই, ঘি ও চানাচুর, প্রমি এগ্রো ফুডের প্রমি ব্র্যাণ্ডের হলুদের গুঁড়া এবং ইফাদ সল্ট অ্যাণ্ড কেমিক্যালের ইফাদ ব্র্যাণ্ডের আয়োডিনযুক্ত লবণ।[২৬৬] ইতিপূর্বে গত ১২ই মে’১৯ প্রাণের হলুদ গুঁড়া, পাউডার ও লাচ্ছা সেমাই সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ৫২টি মানহীন ও ভেজাল পণ্য বাজার থেকে প্রত্যাহারের নির্দেশ দেন হাইকোর্ট।[২৬৭]

সারকথা হ’ল, আমরা প্রতিনিয়ত যেসব খাদ্য খাচ্ছি তার অর্ধেকই ভেজাল। শিশু খাদ্য থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা পণ্যে ভেজাল। ভেজালের ভিড়ে আসলটা চেনাই দুষ্কর। বহু পূর্বে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য রচিত **‘ভেজাল’** কবিতাটি যেন আমাদের বর্তমান অবস্থার সাথে পুরোপুরি যায়। তাঁর ভাষায়,

ভেজাল, ভেজাল, ভেজাল রে ভাই, ভেজাল সারা দেশটায়,
ভেজাল ছাড়া খাঁটি জিনিস মিলবে নাকো চেষ্টায়!
ভেজাল তেল আর ভেজাল চাল, ভেজাল ঘি আর ময়দা,
‘কৌন ছোড়ে গা ভেজাল ভেইয়া, ভেজালসে হায় ফয়দা’।
ভেজাল পোষাক, ভেজাল খাবার, ভেজাল লোকের ভাবনা,
ভেজালেরই রাজত্ব এ পাটনা থেকে পাবনা।
ভেজাল কথা-বাংলাতে ইংরেজী ভেজাল চলছে,
ভেজাল দেওয়া সত্যি কথা লোকেরা আজ বলছে।
‘খাঁটি জিনিস’ এই কথাটা রেখো না আর চিত্তে,
‘ভেজাল’ নামটা খাঁটি কেবল আর সকলই মিথ্যে।

---

২৬৬. *বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২৪শে ডিসেম্বর’১৯, পৃ. ১ ও ২।*
২৬৭. *যুগান্তর, ১২ই মে’১৯।*

কলিতে ভাই 'ভেজাল' সত্য ভেজাল ছাড়া গতি নেই,
ছড়াটাতেও ভেজাল দিলাম, ভেজাল দিলে ক্ষতি নেই'॥[২৬৮]

ভেজালের পরিচয় :

আভিধানিক অর্থ : ভেজাল শব্দের অর্থ : মিশ্রিত, মেকি; খাঁটি নয় এমন (ভেজাল দুধ, ভেজাল ঘি), উৎকৃষ্ট দ্রব্যের সঙ্গে নিকৃষ্ট দ্রব্যের মিশ্রণ (ভেজাল দেওয়া)।[২৬৯] ভেজালের আরবী প্রতিশব্দ হ'ল اَلْغِــشُّ، مُزَيَّــفٌ، مَغْشُوْشٌ، مَمْذُوْقٌ তবে পণ্যে ভেজাল প্রদানের ক্ষেত্রে الغش শব্দটিই বেশী ব্যবহৃত হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও এক্ষেত্রে غَشَّ শব্দ ব্যবহার করেছেন।[২৭০]

أحكام الغش التجارى শীর্ষক অভিসন্দর্ভে বলা হয়েছে, وإنما اشتهر اســـم الغش فى مجال المعاملات التجارية لأنه الميدان الذى يتجلـــى فيـــه الغـــش بوضوح ويكثر وقوعه فيه نتيجة الحرص على جمع المال وزيـــادة الثـــروة- 'ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে الغش বা প্রতারণা শব্দটি বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে প্রতারণা মোটাদাগে ধরা পড়ে এবং সম্পদ জমা ও বৃদ্ধির লোভের ফলশ্রুতিতে এক্ষেত্রে বেশী প্রতারণা সংঘটিত হয়'।[২৭১]

ইবনু ফারিস বলেন, (غَشَّ) الْغَيْنُ وَالشِّيْنُ أُصُولٌ تَدُلُّ عَلَى ضَعْفٍ فِي الشَّيْءِ وَاسْتِعْجَالٍ فِيهِ، مِنْ ذَلِكَ الْغِشُّ- '(গাশ্‌শা) গাইন ও শীন মূল অক্ষর। যা কোন জিনিসের মধ্যে কিছু বৃদ্ধি করা ও তাতে তাড়াহুড়া করাকে বুঝায়।

---

২৬৮. *সুকান্ত রচনা সমগ্র, মুহাম্মদ জমির হোসেন সম্পাদিত (ঢাকা : বিশ্বসাহিত্য ভবন, ১ম প্রকাশ, জুলাই ২০১২), পৃ. ১৪৪।*

২৬৯. *ড. মুহাম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত, ব্যবহারিক বাংলা অভিধান (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, নভেম্বর ২০১২), পৃঃ ৯৩৬।*

২৭০. *মুসলিম হা/১০২।*

২৭১. *আব্দুল মুহসিন বিন নাদির আদ-দূসারী, আহকামুল গিশ্‌শ আত-তিজারী ফিল ফিক্বহি ওয়ান নিযাম, মাস্টার্স থিসিস, ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদ বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ, ১৪১৭ হিঃ, পৃঃ ১২।*

এখান থেকে এসেছে الغش ‘প্রতারণা’ বা ভেজাল’।[২৭২] ইবনু মানযূর বলেন, الغِشُّ: نَقِيضُ النُّصْح وَهُوَ مأْخوذٌ مِنَ الغَشَش المَشْرَب الكدِر؛ وَمِنْ الغَشَشَ هَذَا الغِشُّ فِي الْبِيَاعَاتِ. ‘নছীহতের বিপরীত হ’ল الغش। এটি الغَشَشَ থেকে গৃহীত। অর্থ: ঘোলা পানি। এ অর্থের উপর ভিত্তি করে ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকা দেয়া বা ভেজাল প্রদানের ক্ষেত্রে الغش শব্দটি ব্যবহৃত হয়’।[২৭৩]

الغــش শব্দটি অভিধানে কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর সবগুলোই একটি অর্থকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। সেটি হ’ল اَلْخِــدَاعُ বা প্রতারণা।[২৭৪] এছাড়া অন্য আরো যেসব অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলি হল :-

১. المخالطة ‘সংমিশ্রণ’। الشّيْءُ المَغْشُوشُ أَى الغَيْرُ الخَالِصُ ‘মিশ্রিত/ভেজাল হল যা খাঁটি নয়’। কারণ এর সাথে অন্য কিছু মেশানো হয়েছে।[২৭৫] যেমন বলা হয়, لَبَنٌ مَغْشُوْشٌ أَىْ مَخْلُوْطٌ بِالْمَاءِ ‘পানিমিশ্রিত দুধ’, فِضّةٌ مَغْشُوشَةٌ أى مَخْلُوطَةٌ بالنُّحَاسِ ‘তামামিশ্রিত চাঁদি’।

২. الإفساد ‘নষ্ট করা’। এটি غشيش الْخُبْزِ إِذَا فَسَدَ অর্থাৎ রুটি বাসি হওয়া থেকে নেয়া হয়েছে।[২৭৬]

পারিভাষিক অর্থ : ‘নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩’-এর প্রথম অধ্যায়ের ২-এর ২৯ ধারায় ভেজালের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলা হয়েছে,

‘ভেজাল খাদ্য’ অর্থ এমন কোন খাদ্য বা খাদ্যদ্রব্যের অংশ,-

---

২৭২. *মু‘জামু মাকায়ীসিল লুগাহ ৪/৩৮৩।*
২৭৩. *লিসানুল আরাব ৬/৩২৩।*
২৭৪. *আবূ হাবীব, আল-কামূসুল ফিক্বহী ১/২৭৪।*
২৭৫. *তাজুল আরূস ১৭/২৯০।*
২৭৬. *মুহাম্মাদ আব্দুল করীম নাসমান, জারীমাতুল গিশ্‌শ ফিল মাওয়াদ আল-গিযাইয়্যাহ ওয়াল আছার আল-মুতারাত্তাবাহ আলায়হা (দিরাসাতুন ফিক্বহিয়্যাহ), মাস্টার্স থিসিস, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, গাযা, ফিলিস্তীন, জানুয়ারী ২০১৯, পৃঃ ৮।*

(ক) যাহাকে রঞ্জিত, স্বাদ-গন্ধযুক্ত, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ বা আকর্ষণীয় করিবার জন্য এইরূপ পরিমাণ উপাদান দ্বারা মিশ্রিত করা হইয়াছে, যে পরিমাণ উপাদান মিশ্রিত করা মানব-স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং যাহা কোন আইনের অধীন নিষিদ্ধ; বা

(খ) যাহাকে রঞ্জিতকরণ, আবরণ প্রদান বা আকার পরিবর্তন করিবার জন্য এমন কোন উপাদান মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে মিশ্রিত করা হইয়াছে যাহার ফলে মূল খাদ্যদ্রব্যের ক্ষতি সাধিত হইয়াছে এবং যাহার ফলে তার গুণাগুণ বা পুষ্টিমান হ্রাস পাইয়াছে; বা

(গ) যাহার মধ্য হইতে কোন স্বাভাবিক উপাদানকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অপসারণপূর্বক অপেক্ষাকৃত স্বল্প মূল্যের ভিন্ন কোন উপাদান মিশ্রিত করিবার মাধ্যমে আপাতঃ ওজন বা পরিমাণ বৃদ্ধি বা আকর্ষণীয় করিয়া খাদ্যক্রেতার আর্থিক বা স্বাস্থ্যগত ক্ষতি সাধন করা হয়'।[২৭৭]

উক্ত আইনের প্রথম অধ্যায়ের ২ (১৬) ধারায় বলা হয়েছে, **'নকল খাদ্য'** অর্থ বিক্রয়ের জন্য অনুমোদিত কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের অনুকরণে অননুমোদিতভাবে অনুরূপ খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রস্তুত বা লেবেলিং করা, যাহার মধ্যে অনুমোদিত খাদ্যের উপাদান, উপকরণ, বিশুদ্ধতা ও গুণগত মান বিদ্যমান থাকুক বা না থাকুক'।[২৭৮]

আল-মুনাবী (৯৫২-১০৩১ হিঃ) বলেন, الغش: ما يخلط من الرديء بالجيد 'ভাল পণ্যের সাথে খারাপ বা নিম্নমানের পণ্য মিশ্রিত করাকে ভেজাল বলে'।[২৭৯]

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক চ্যান্সেলর শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ (জন্ম: ১৩৫৩ হিঃ) বলেন, والغش هو الشيء فيه عيب فيخفيه البائع ويبيعه على أساس أن ظاهره السلامة، ولكنه من الداخل على عكس

---

২৭৭. *নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩, প্রকাশকাল : বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ১০, ২০১৩, পৃঃ ৮৮২৭।*

২৭৮. *ঐ, পৃঃ ৮৮২৬।*

২৭৯. *আত-তাওকীফ আলা মুহিম্মাতিত তা'আরীফ, পৃ. ২৫২।*

الذي يراه الناس، مثل أن تكون الأطعمة التي تباع ظاهرها جميل، ولكن إذا قُلِّبَتْ ونُكِسَتْ وُجِدَ أسفلها يختلف عن أعلاها، فهذا من الغش، 'বিক্রেতা কোন পণ্যের ত্রুটি গোপন করে এমনভাবে তা বিক্রি করে যে, বাহ্যিকভাবে সেটাকে ভাল-নিরাপদ মনে হয়। কিন্তু মানুষ যা দেখে ভেতরটা তার বিপরীত। যেমন বিক্রীত খাদ্যদ্রব্যের বাহ্যিকটা দেখতে সুন্দর। কিন্তু উল্টিয়ে-পাল্টিয়ে দেখলে তার নিচেরটা উপরের অংশের সম্পূর্ণ বিপরীত পাওয়া যায়। এটাই হ'ল প্রতারণা বা ভেজাল'।[২৮০]

আধুনিক গবেষক মুহাম্মাদ আব্দুল করীম নাসমান খাদ্যে ভেজালের সংজ্ঞায় বলেন, تقديم المواد الغذائية للمستهلك علي خلاف المواصفات والمقاييس الفنية للدولة 'রাষ্ট্র নির্ধারিত গুণ ও মানের বিপরীত খাদ্যদ্রব্য ভোক্তাকে সরবরাহ করাকে ভেজাল খাদ্য বলে'।[২৮১]

মোটকথা, ভেজাল বলতে কেবল পণ্যসামগ্রীতে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য বা পদার্থের মিশ্রণকেই বুঝায় না; বরং পণ্যের ত্রুটি গোপন করা, ভাল পণ্যের সাথে খারাপ বা নিম্নমানের পণ্য মিশ্রিত করা, দুধের সাথে পানি মেশানো, জাল মুদ্রার প্রচলন ঘটানো, মাপে ও ওযনে কম দেয়া, পণ্যের গুণগত মান সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য প্রদান, মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রি করা, মিথ্যা বিজ্ঞাপন প্রচার এগুলি সবই ভেজাল ও প্রতারণার শামিল।[২৮২] ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, والغش يدخل فى البيوع بكتمان العيوب وتدليس السلع، مثل أن يكون ظاهر المبيع خيرا من باطنه– 'ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্যের ত্রুটি গোপন করা ও তাতে ভেজাল প্রদান করা ধোঁকার শামিল। যেমন, পণ্যের উপরের অংশ নিচের অংশের চেয়ে ভাল হওয়া'।[২৮৩] তিনি আরো বলেন,

২৮০. শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ, শারহু সুনানে আবীদাঊদ ১৮/৬২।

২৮১. জারীমাতুল গিশ্‌শ ফিল মাওয়াদ আল-গিযাইয়্যাহ, পৃ. ১১।

২৮২. ড. মুহাম্মাদ বিন মূসা নাছর, জারীমাতুল গিশ্‌শ আহকামুহা ওয়া ছুওয়ারুহা ওয়া আছারুহা আল-মুদাম্মিরাহ (দুবাই : মাকতাবাতুল ফুরক্বান, ১৪২৯/২০০৮), পৃ. ৩২; জারীমাতুল গিশ্‌শ ফিল মাওয়াদ আল-গিযাইয়্যাহ, পৃ. ১৫-১৮।

২৮৩. আল-হিসবাহ, পৃ: ১৫।

ويدخل فى الصناعات مثل الذين يصنعون المطعومات من الخبز والطبخ والعدس والشواء و غير ذلك، أو يصنعون الملبوسات كالنساجين والخياطين ونحوهم، أو يصنعون غير ذلك من الصناعات، فيجب نهيهم عن الغش والخيانة والكتمان. ومن هؤلاء الكيماوية الذين يغشون النقود والجواهر والعطر وغير ذلك-

‘পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রেও ধোঁকা বা ভেজাল প্রদান করা হয়। যেমন যারা রুটি তৈরী করে, খাবার রান্না করে, ডাল, কাবাব প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করে অথবা যারা পোষাক তৈরী করে যেমন, তাঁতী, দর্জি প্রমুখ অথবা যারা অন্যান্য পণ্য উৎপাদন করে তাদের কর্তব্য হ’ল প্রতারণা, খিয়ানত ও পণ্যের ত্রুটি গোপন করা থেকে বিরত থাকা। এদের মধ্যে রয়েছে রসায়নবিদগণ যারা জাল মুদ্রা তৈরী করে এবং মণি-মুক্তা ও আতর প্রভৃতিতে ভেজাল প্রদান করে’।[২৮৪]

ইসলামের দৃষ্টিতে পণ্যে ভেজাল :

ইসলামে পণ্যে ভেজাল প্রদান সম্পূর্ণরূপে হারাম। এ মর্মে কুরআন ও সুন্নাহ্র দলীল সমূহ নিম্নে আলোচিত হ’ল :

ক. কুরআনের দলীল :

১. মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ‘শৃংখলা স্থাপনের পর তোমরা পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করো না’ *(আ‘রাফ ৭/৫৬)*।

উক্ত আয়াতে ‘আমভাবে যাবতীয় ফাসাদ থেকে নিষেধ করা হয়েছে।[২৮৫] তন্মধ্যে খাদ্যদ্রব্য বা পণ্যে ভেজাল প্রদান অন্যতম। আধুনিক মুফাস্সির ইবনু আশূর (১৮৭৯-১৯৭৩) বলেন, فالإفساد في الأرض منه تصيير الأشياء الصالحة مضرة كالغش في الأطعمة، ‘পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টির মধ্যে

২৮৪. ঐ।

২৮৫. তাফসীরে কুরতুবী ৭/২২৬।

রয়েছে ভাল জিনিস সমূহকে ক্ষতিকারকে পরিণত করা। যেমন খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল প্রদান করা’।[২৮৬]

২. আল্লাহ বলেন, وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَــرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ‘যখন সে ফিরে যায় (অথবা নেতৃত্বে আসীন হয়), তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির এবং শস্য ও প্রাণী বিনাশের চেষ্টা করে। অথচ আল্লাহ অশান্তি পছন্দ করেন না’ *(বাক্বারাহ ২/২০৫)*।

উক্ত আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টির অন্যতম রূপ হ’ল, মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করা।[২৮৭] যার প্রভাব তাদের জীবন, সন্তান-সন্ততি, ফল-ফসল ও গবাদিপশুর উপর গিয়ে পড়ে। এর সবগুলিই খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল প্রদানের ফলে ঘটে থাকে।

৩. মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِــالْحَقِّ ‘ন্যায্য কারণ ব্যতীত কাউকে হত্যা করবে না, যা আল্লাহ হারাম করেছেন’ *(আন‘আম ৬/১৫১)*।

এ আয়াতে অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। যেভাবেই তা হোক না কেন। আর খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল প্রদান ধীরে ধীরে মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয় বিধায় তা হারাম।

৪. মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ‘আর তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের সম্পদ ভক্ষণ করো না এবং অন্যের সম্পদ গর্হিত পন্থায় গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তোমরা জেনেশুনে তা বিচারকদের নিকট পেশ করো না’ *(বাক্বারাহ ২/১৮৮)*।

আয়াতটি দু’দিক থেকে খাদ্যে ভেজাল প্রদান হারাম হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে। ক. অন্যায়ভাবে যেকোন পন্থায় মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করতে আয়াতে নিষেধ করা হয়েছে। তন্মধ্যে খাদ্যে ভেজাল অন্যতম। খ. ক্রেতা

---

২৮৬. *আত-তাহরীর ওয়াত তানবীর ১/২৮৪।*
২৮৭. *ঐ ২/২৭০।*

Contents

নির্ভেজাল ও নিরাপদ পণ্য ক্রয় এবং এর দ্বারা পরিপূর্ণরূপে উপকৃত হওয়ার জন্য বিক্রেতাকে সম্পূর্ণ মূল্য প্রদান করে। যদি পণ্যে ভেজাল থাকে তাহলে কখনো কখনো তা মূল্য কমে যাওয়ার কারণ হতে পারে। এভাবে ভেজাল প্রদানের ফলে পণ্যের মূল্য যতটুকু কম হবে ততটুকু বিক্রেতা ক্রেতার মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করেছে বলে গণ্য হবে।

৫. মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না, তোমাদের পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা ব্যতীত' *(নিসা ৪/২৯)*।

দু'দিক থেকে উক্ত আয়াতটি ভেজাল হারাম হওয়ার দলীল বহন করে। ক. যেকোন পন্থায় অন্যায়ভাবে সম্পদ ভক্ষণ করা। পণ্যে ভেজাল প্রদান এর অন্যতম মাধ্যম। খ. ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার অন্যতম শর্ত হ'ল সম্মতি। এমনকি কতিপয় মালেকী বিদ্বান একে প্রথম রুকন হিসাবে গণ্য করেছেন। আর এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, পণ্য ক্রয়কারী ভেজাল ছাড়াই তা ক্রয় করতে সম্মত হয়। কেননা ভেজালে প্রতারণা ও ক্ষতি রয়েছে। তাই কোন পণ্যে ভেজাল পরিদৃষ্ট হলে তা সম্মতিকে নষ্ট করে দেয়। অতএব প্রমাণিত হ'ল যে, পণ্যে ভেজাল প্রদান হারাম।

৬. আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 'হে মুমিনগণ! তোমরা (অবাধ্যতার মাধ্যমে) আল্লাহ ও রাসূলের সাথে খিয়ানত করো না এবং (এর অনিষ্টকারিতা) জেনে-শুনে তোমাদের পরস্পরের আমানত সমূহে খিয়ানত করো না' *(আনফাল ৮/২৭)*।

যা কিছু মানুষ অন্যকে আদায় করে সে বিষয়ে আমানতের খিয়ানত হারাম হওয়ার ব্যাপারে আয়াতটি 'আম *(কুরতুবী)*। তন্মধ্যে খাদ্যদ্রব্যও রয়েছে। মানুষ পণ্যের গুণাগুণ, কার্যকারিতা, মাপ ও ওযন প্রভৃতি বিষয়ে কাউকে বিশ্বস্ত মনে না করলে তার নিকট থেকে তা ক্রয় করে তার দ্বারা উপকৃত হতে চাইবে না। পণ্যে ভেজাল প্রদান এর বিপরীত। কাজেই প্রমাণিত হল যে, পণ্যে ভেজাল প্রদান হারাম।

৭. মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوْا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক' *(তওবা ৯/১১৯)*।

আল্লাহ তা'আলা সর্বাবস্থায় এবং সকল কথা ও কাজে সত্যবাদিতা অবলম্বন করাকে আবশ্যক করেছেন। এটি এসব বিষয়ে মিথ্যা হারাম হওয়ার প্রমাণ বহন করে। পণ্যে ভেজাল প্রদানও এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ মিথ্যা তথ্য প্রদানের মাধ্যমে ভেজাল জিনিস বাজারজাত করা হয়। এতে ক্রেতাকে ধোঁকা দিয়ে চড়ামূল্য হাতিয়ে নেয়া হয়।

৮. আল্লাহ বলেন, وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِيْنَ، الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ، وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَوْ وَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ، 'দুর্ভোগ মাপে কম দানকারীদের জন্য। যারা লোকদের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় নেয় এবং যখন লোকদের মেপে দেয় বা ওযন করে দেয়, তখন কম দেয়' *(মুতাফফিফীন ৮৩/১-৩)*।

উক্ত আয়াতগুলি পণ্য আদান-প্রদানের সময় সঠিকভাবে তা মাপা ও ওযন করা আবশ্যক হওয়া এবং মাপে ও ওযনে কম দেয়া হারাম হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে। কারণ তা প্রতারণা। মানুষের মনে এর দারুণ প্রভাব বিস্তার করে। কারণ বিক্রেতার কাছ থেকে তার অসম্মতিতে বেশী নিলে যেমন সে কষ্ট পাবে, তেমনি ক্রেতাকে কম দিলে তারও একই অবস্থা হবে *(কুরতুবী)*। এতে ক্রয়-বিক্রয়ে সম্মতির যে শর্ত রয়েছে তা ভঙ্গ হবে। তাছাড়া ওযনে কম দেয়া প্রতারণা বা ভেজালের অন্যতম মাধ্যম। কাজেই তা হারাম।[২৮৮]

খ. হাদীছের দলীল :

বেশ কিছু হাদীছে পণ্যে ভেজাল প্রদান হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ করা হ'ল:

১. আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا 'যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে

২৮৮. *জারীমাতুল গিশ্‌শ ফিল মাওয়াদ আল-গিযাইয়্যাহ, পৃ. ১৯-২১।*

অস্ত্র ধারণ করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। যে ব্যক্তি আমাদেরকে ধোঁকা দিবে সেও আমাদের দলভুক্ত নয়'।[২৮৯]

শামসুল হক আযীমাবাদী বলেন, وَالْحَدِيْثُ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيْمِ الْغِشِّ وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ 'হাদীছটি প্রতারণা বা ভেজাল হারাম হওয়ার দলীল। এ বিষয়ে সবাই একমত'।[২৯০] যে কোন ধরনের প্রতারণা এবং তার উপায় অবলম্বনকে এই হারাম হওয়া শামিল করে। তন্মধ্যে পণ্যে ভেজাল প্রদান অন্যতম।

২. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً فَقَالَ : مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ : أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَىْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّى– আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন একটি খাদ্যস্তূপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় তিনি তার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলে তাঁর হাত ভিজে গেল। তিনি বললেন, হে খাদ্যের মালিক! এটা কি? সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! বৃষ্টিতে ভিজে গেছে। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, তাহ'লে তুমি কেন ভিজা অংশটি উপরে রাখলে না? তাহলে লোকেরা দেখে নিতে পারতো। মনে রেখ, যে প্রতারণা করে, সে আমার দলভুক্ত নয়'।[২৯১] পণ্যে ভেজাল প্রদান হারাম হওয়ার ব্যাপারে হাদীছটি দ্ব্যর্থহীন।

৩. বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছিলেন, فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ 'তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সম্মান তোমাদের জন্য সম্মানিত'।[২৯২]

---

২৮৯. মুসলিম হা/১০১।
২৯০. আওনুল মা'বূদ ৯/২৩১।
২৯১. মুসলিম হা/১০২; মিশকাত হা/২৮৬০।
২৯২. বুখারী হা/১৭৩৯; মুসলিম হা/১৬৭৯।

জীবন, সম্পদ ও সম্মানের ক্ষেত্রে সীমালংঘন কঠিনভাবে হারাম হওয়ার ব্যাপারে হাদীছে জোরালো তাকীদ রয়েছে। সেটা যেভাবেই হোক না কেন।[২৯৩] খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল প্রদানের ক্ষতিকর প্রভাব এর সবগুলোর উপরেই প্রযোজ্য। কারণ খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল প্রদান মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। এর মাধ্যমে অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভক্ষণ করা হয় এবং সন্তানদের ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়। যেটিকে সম্মান নিয়ে বাড়াবাড়ি বা সীমালংঘন হিসাবে গণ্য করা যায়।

৪. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ ضَـــرَرَ وَلاَ ضِـــرَارَ ‘ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না এবং কারো ক্ষতি করো না’।[২৯৪]

উক্ত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্যের ক্ষতিসাধন করতে নিষেধ করেছেন। এটি সাধারণ নিষেধ, যা সকল প্রকার ক্ষতিকে শামিল করে। আর পণ্যে ভেজাল প্রদানের ফলে ব্যক্তি ও সমষ্টি পর্যায়ে জীবন ও সম্পদের যে ক্ষতি সাধিত হয় তা বলাই বাহুল্য।

৫. আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, একজন ব্যক্তি নবী (ছাঃ)-এর নিকট উল্লেখ করলেন যে, তাঁকে ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকা দেয়া হয়। তখন তিনি বললেন, إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ ‘যখন তুমি ক্রয়-বিক্রয় করবে তখন বলে নিবে কোন প্রকার ধোঁকা ও প্রতারণা নেই’।[২৯৫]

উক্ত হাদীছ দ্বারা দু’ভাবে পণ্যে ভেজাল প্রদান হারাম হওয়া প্রমাণিত হয়। ক. বিক্রেতার জন্য ক্রেতাকে কোন পণ্যে ধোঁকা দেয়া জায়েয নেই। সেটা খাদ্যদ্রব্য হোক বা অন্য কিছু। খ. পণ্যের মূল্য বা পণ্যে প্রভাব বিস্তারকারী প্রতারণা হ’লে বিক্রয় সাব্যস্ত হবে না। যদি পণ্যে ভেজাল প্রদানের মাধ্যমে ধোঁকা দেয়া জায়েয হত তাহলে বিক্রয় সাব্যস্ত হওয়া আবশ্যক হত। নিম্নের হাদীছটি এ ব্যাখ্যাকে জোরালো করে।

৬. হাকীম বিন হিযাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا- أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا- فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا

---

২৯৩. আল-মিনহাজ শারহু ছহীহ মুসলিম ১১/১৬৯।
২৯৪. ইবনু মাজাহ হা/২৩৪০; ছহীহা হা/২৫০।
২৯৫. বুখারী হা/২১১৭; মুসলিম হা/১৫৩৩।

بُورِكَ لَهُمَا فِى بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا 'ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের অবকাশ থাকবে (ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি ভঙ্গ করার), যতক্ষণ না তারা পরস্পর বিছিন্ন হয়। যদি তারা সততা অবলম্বন করে ও পণ্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে, তাহলে তাদের দু'জনের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত দান করা হবে। আর যদি তারা পণ্যের দোষ গোপন করে এবং মিথ্যার আশ্রয় নেয় তাহ'লে তাদের ক্রয়-বিক্রয় থেকে বরকত নির্মূল হয়ে যাবে'।[২৯৬]

উক্ত হাদীছটি তিন দিক থেকে ভেজাল হারাম হওয়ার প্রমাণ বহন করে। ক. কল্যাণ ও প্রয়োজনের দিকে খেয়াল করে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য খিয়ার (ক্রয়-বিক্রয় কার্যকরকরণ বা বাতিলের স্বাধীনতা) বিধিসম্মত করা হয়েছে। আর তা হ'ল প্রতারণা প্রতিরোধ এবং উভয়কে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা।[২৯৭] যদি ভেজাল প্রদান করা জায়েয হত তাহ'লে খিয়ার বিধিসম্মত করা অনর্থক হয়ে যেত। অথচ শরী'আতকে এ থেকে পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে।

খ. পণ্যের যে ত্রুটি সম্পর্কে বিক্রেতা জ্ঞাত তা বলে দেয়া এবং ক্রয়-বিক্রয়ে সততা অবলম্বন করাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওয়াজিব বা আবশ্যক করেছেন। এর উপর বিক্রয়ে বরকত ভিত্তিশীল সে কথাও তিনি বলেছেন। যদি ভেজাল প্রদান জায়েয হত তাহলে তিনি তা আবশ্যক করতেন না।

গ. মিথ্যার আশ্রয় নেয়া ও ত্রুটি গোপন করা খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল প্রদানের অন্যতম উপায়। এর ফলে বরকত নির্মূলের কথা উক্ত হাদীছে বলা হয়েছে। কাজেই প্রমাণিত হল যে, ভেজাল হারাম।

৭. 'আদ্দা বিন খালেদের হাদীছে এসেছে, هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم، اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً لاَ دَاءَ وَلاَ غَائِلَةَ وَلاَ خِبْثَةَ بَيْعَ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট থেকে 'আদ্দা বিন খালেদ বিন হাওযা একটি দাস বা দাসী ক্রয় করল। যার

---

২৯৬. *বুখারী হা/২০৭৯; মুসলিম, হা/১৫৩২।*
২৯৭. *ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর ৬/৩২৫।*

কোন অসুখ নেই, যা পলায়নপর নয় এবং চরিত্রহীনও নয়। এটা হ'ল এক মুসলমানের সাথে অন্য মুসলমানের ক্রয়-বিক্রয়'।[২৯৮]

উক্ত হাদীছে গুপ্ত দোষ লুকানো, কৌশল অবলম্বন করা এবং যার মধ্যে প্রতারণা ও হারাম রয়েছে তা বিক্রি করতে নিষেধ করা হয়েছে।[২৯৯] দাস-দাসীর ক্ষেত্রে যদি এ বিধান প্রযোজ্য হয় তাহলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তা ভেজালের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

৮. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ 'ক্রয়-বিক্রয় কেবল পারস্পরিক সম্মতিতে অনুষ্ঠিত হয়'।[৩০০]

উক্ত হাদীছে সম্মতির ভিত্তিতে পণ্যের বিক্রয় সংঘটিত হওয়াকে আবশ্যক ঘোষণা করা হয়েছে। ভেজাল এই শর্তের খেলাফ। কাজেই তা হারাম।

৯. আবূ যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ- قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَ مِرَارٍ. قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ 'আল্লাহ কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর মানুষের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। বরং তাদের জন্য রয়েছে ভয়ানক শাস্তি। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ কথাটি তিনবার বললেন। আবু যার (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! কারা ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে? তিনি বললেন, (১) যে ব্যক্তি অহংকারবশত টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরে (২) যে ব্যক্তি দান করে খোটা দেয় এবং (৩) যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে অধিক দামে পণ্য বিক্রি করে ও তা চালু করার চেষ্টা করে'।[৩০১]

---

২৯৮. তিরমিযী হা/১২১৬, হাদীছ হাসান।
২৯৯. ফাতহুল বারী ৪/৩১০।
৩০০. ইবনু মাজাহ হা/২১৮৫।
৩০১. মুসলিম হা/১০৬।

Contents

বিক্রির জন্য ক্রেতার নিকট পণ্য উপস্থাপন করার সময় মিথ্যা বলা হারাম হওয়ার প্রতি হাদীছটি নির্দেশ করে। আর মিথ্যার আশ্রয় নেয়া পণ্যে ভেজাল প্রদানের অন্যতম মাধ্যম। অতএব প্রমাণিত হল যে, ভেজাল হারাম।

১০. আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বলেন, يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوذُ بِاللهِ أَنْ تُدْرِكُوْهُنَّ ‘হে মুহাজিরগণ! তোমরা পাঁচটি বিষয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। তবে আমি আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যেন তোমরা তার সম্মুখীন না হও’। তন্মধ্যে তিনি উল্লেখ করেন, وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلاَّ أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. ‘যখন কোন জাতি ওযন ও পরিমাপে কারচুপি করে তখন তাদের উপর নেমে আসে দুর্ভিক্ষ, কঠিন বিপদ-মুছীবত এবং শাসকদের যুলুম-অত্যাচার’।[৩০২]

হাদীছটি মাপে ও ওযনে কম প্রদান হারাম হওয়ার দলীল। এটি পণ্যে ভেজাল প্রদানের অন্যতম মাধ্যম। এর ফলশ্রুতিতে দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি ও খাদ্য ঘাটতির সৃষ্টি হয় এবং সমাজের মানুষের উপর যালেম শাসকরা চেপে বসে।

১১. আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ ‘তোমরা উটনী ও বকরীর দুধ (স্তনে) আটকিয়ে রেখো না। যে ব্যক্তি এরূপ পশু ক্রয় করে, সে দুধ দোহনের পরে দু’টি অধিকারের যেটি তার পক্ষে ভাল মনে করবে তাই করতে পারবে।

৩০২. ইবনু মাজাহ হা/৪০১৯, হাদীছ হাসান।

যদি সে ইচ্ছা করে তবে ক্রীত পশুটি রেখে দিবে আর যদি ইচ্ছা করে তবে তা ফেরৎ দিবে এবং এর সাথে এক ছা‘ পরিমাণ খেজুর দিবে।[৩০৩]

আলোচ্য হাদীছটি পণ্যে ভেজাল প্রদান হারাম হওয়ার প্রমাণ বহন করে। কারণ ক্রেতাকে ইচ্ছাকৃতভাবে ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যে পশুর স্তনে দুধ আটকিয়ে রাখা হয়েছে। যা বিক্রেতা অবগত, কিন্তু ক্রেতা অনবগত। আর নিঃসন্দেহে প্রতারণা বা ধোঁকা দেয়া হারাম।[৩০৪]

ভেজালের ব্যাপারে সালাফে ছালেহীনের সতর্কতা :

সালাফে ছালেহীন বা পূর্ববর্তী যুগের পুণ্যবান মুসলমানরা পণ্যদ্রব্যের দোষ-ক্রটি স্পষ্টভাবে বলে দিতেন এবং ভেজাল প্রদান থেকে সর্বদা বিরত থাকতেন। তাঁরা লেনদেনে সর্বদা ধোঁকা ও প্রতারণা থেকে বেঁচে থাকতেন এবং ব্যবসায় সততার পরিচয় দিতেন।

বিশিষ্ট ফকীহ ইবনু সিরীন একটি ছাগী বিক্রি করার সময় ক্রেতাকে বললেন, তোমার নিকট ছাগীটির দোষ বর্ণনা করে আমি দায়িত্বমুক্ত হতে চাই। সে পা দিয়ে ঘাস এদিক-ওদিক ছড়ায়। হাসান বিন ছালেহ একটি ক্রীতদাসী বিক্রি করার সময় ক্রেতাকে বললেন, মেয়েটি একবার থুথুর সাথে রক্ত ফেলেছিল। এটি মাত্র একবারের ঘটনা ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঈমানের তাগিদ হেতু তিনি তা উল্লেখ না করে চুপ থাকতে পারেননি। যদিও তাতে মূল্য কম পাওয়ার আশংকা ছিল।[৩০৫]

তারা ছিলেন রাসূল (ছাঃ)-এর নিম্নোক্ত বাণীর প্রতি আমলকারী। উকবা বিন আমির (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلاَّ بَيَّنَهُ لَهُ ‘মুসলমান মুসলমানের ভাই। সুতরাং কোন মুসলমানের পক্ষে পণ্যের ক্রটি বর্ণনা না করে নিজের ভাইয়ের কাছে তা বিক্রি করা বৈধ নয়’।[৩০৬]

---

৩০৩. বুখারী হা/২১৪৮; মুসলিম হা/১৫১৫।
৩০৪. জারীমাতুল গিশ্শ ফিল মাওয়াদ আল-গিযাইয়্যাহ, পৃ. ২৩-২৭।
৩০৫. আল-হালালু ওয়াল হারামু ফিল ইসলাম, পৃ: ২২৮।
৩০৬. ইবনু মাজাহ হা/২২৪৬, হাদীছ ছহীহ।

ভেজাল প্রতিরোধে করণীয় :

১. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ‘মা‘রূফ’ বা সুনীতির প্রতিষ্ঠা এবং ‘মুনকার’ বা দুর্নীতির প্রতিরোধ করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। অর্থনীতিতে সুনীতি প্রতিষ্ঠার অর্থ হচ্ছে যাবতীয় উপায়ে ইনছাফভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তোলা। আর দুর্নীতি প্রতিরোধের অর্থ হচ্ছে সব ধরনের অর্থনৈতিক দুর্নীতি ও শোষণের পথ রুদ্ধ করা। এলক্ষ্যে রাষ্ট্র যে কোন ধরনের আইন রচনা করতে পারে। আর সেই আইন প্রয়োগ করে ভেজাল প্রতিরোধ করতে পারে দৃঢ়হস্তে।

২. খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশ্রণ এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর খাদ্যসামগ্রী বিপণন রোধে স্থাপিত ‘বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত’-কে সক্রিয় ও কার্যকর করতে হবে।[৩০৭]

৩. খাদ্যে ভেজালের সর্বোচ্চ শাস্তি ১২ লক্ষ টাকা জরিমানা ও ৩ বছর কারাদণ্ডের বিধান[৩০৮] যথাযথভাবে প্রয়োগ করে খাদ্যে ভেজাল রোধ করা যেতে পারে। প্রয়োজনে অবস্থা বিবেচনা করে জরিমানা ও শাস্তির মেয়াদ বাড়ানো যেতে পারে। এমনকি ভেজাল প্রদানের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডও দেয়া যেতে পারে। গোটা বিশ্বে শিশু-খাদ্যে ভেজালকারীদের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে। সুতরাং শিশুরা যেহেতু জাতির ভবিষ্যত সেহেতু তাদের খাদ্যে ভেজাল প্রদানকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে এবং তা প্রতিরোধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। উল্লেখ্য যে, প্রতি বছর ভেজাল খাবার খেয়ে দেশের ১০ শতাংশ শিশু মারা যায়।[৩০৯]

৪. ‘বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এণ্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন’ (বিএসটিআই)-এর দায়িত্ব হচ্ছে খাদ্যসহ বিভিন্ন পণ্যের মান নিশ্চিতকরণ। খাদ্যসহ অন্যান্য পণ্যে ভেজাল রোধের জন্য এই প্রতিষ্ঠানটিকে ঢেলে সাজিয়ে প্রয়োজনীয় লোকবল দিয়ে একে একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে, যাতে তা সকল পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিতকরণ ও নিয়ন্ত্রণে সমর্থ্য হয়। তবে সর্ষের মধ্যে যেন ভূত না থাকে সেজন্য গোয়েন্দা নযরদারী বাড়াতে হবে।

---

৩০৭. দ্রঃ নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩, দশম অধ্যায়, ধারা ৬৪, পৃঃ ৮৮৫৭।
৩০৮. ঐ, পৃঃ ৮৮৬৫ দ্রঃ।
৩০৯. প্রথম আলো, ১৯ নভেম্বর’১৯।

এ প্রসঙ্গে সাবেক সচিব আকবর আলি খান একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে যখন সামরিক শাসন জারি হয়, তখন সামরিক শাসকেরা শহরাঞ্চলের নাগরিকদের খুশি করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ঐ সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের শহরগুলিতে একটি বড় সমস্যা ছিল খাঁটি দুধের অভাব। দুধে পানি মেশানো হতো। অর্থনৈতিক দিক থেকে দুধে পানি মেশানোর কারণ হলো এই যে, খাঁটি দুধের দাম দেওয়ার মুরদ বেশির ভাগ ক্রেতারই নেই। ক্রেতাদের ক্রয়ক্ষমতার অভাবে দুধের উৎপাদন ছিল সীমিত। দুধের সরবরাহ না বাড়লে দুধের দাম বা দুধে ভেজাল কোনটিই কমবে না; কাজেই এ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সমাধান হলো দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি। এ ধরনের সমাধানে সময় লাগবে, আরও লাগবে অর্থ। সামরিক শাসকেরা তাই অর্থনৈতিক সমাধান উপেক্ষা করে এর রাজনৈতিক সমাধানের চেষ্টা করে। সামরিক শাসনের আগে দুধে ভেজাল দিলে বিচারক তার ইচ্ছামত নগণ্য জরিমানা করত। সামরিক শাসকেরা মনে করল জরিমানা বাড়ালেই ভেজাল দেওয়া কমে যাবে। তাই ১৯৫৯ সনে একটি নতুন আইন জারি করে খাদ্যে ভেজাল দেওয়ার সর্বনিম্ন জরিমানা ১৫০ টাকাতে নির্ধারণ করা হয়। ১৯৫৯ সালে ১৫০ টাকা আজকের কয়েক হাজার টাকার সমান। ষাটের দশকে এই আইন প্রয়োগ করার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল। এ আইনের অধীনে একটি মফস্বল শহরে প্রায় শ' খানেক আসামিকে আমি দেড় শত টাকা হারে জরিমানা করি। এরপর আমি আশা করেছিলাম যে, দুধে পানি মেশানো কমে যাবে। বাজার থেকে খবর নিয়ে জানা গেল, এসব শাস্তির পর দুধে পানি মেশানো বেড়ে গেছে। এর কারণ হল, আদালত কর্তৃক ভেজালের জন্য উঁচু হারে জরিমানা আরোপের ফলে বাজারে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের দৌরাত্ম্য বেড়ে যায়। তারা দুধ ব্যবসায়ীদের হুমকি দিতে থাকে যে, তাদের ঘুষ না দিলে তারা আদালতে মামলা ঠুকে দেবে এবং আদালতে গেলেই নতুন হাকিম দুধওয়ালাদের জরিমানা করবে। স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের ঘুষ দেওয়ার ক্ষতি পোষানোর জন্য দুধে পানি মেশানো আরও বেড়ে গেল। বিচারক হিসাবে আমি স্বচক্ষে দেখতে পেলাম যে, সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে সমস্যাটিকে আরও প্রকট করে তুলেছি।[৩১০]

---

৩১০. *আকবর আলি খান, পরার্থপরতার অর্থনীতি (ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড,*

৫. শুধু দেশে উৎপাদিত পণ্য নয়, বিদেশ থেকে আমদানীকৃত পণ্য স্বাস্থ্যসম্মত ও মানসম্মত কি-না তা পরীক্ষা করার জন্য উন্নত প্রযুক্তির সহায়তায় আমদানীকৃত পণ্য খালাসের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া দরকার। ভেজাল ও মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্য যাতে কোনভাবেই দেশে ঢুকতে না পারে সে ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্ক ও সজাগ থাকতে হবে।

৬. কোন প্রতিষ্ঠান পণ্যে ভেজাল প্রদান করছে প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ বা সীল করে দিতে হবে। সাথে সাথে তা মিডিয়ায় ফলাও করে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে কেউ ভেজাল সন্ত্রাস করার দুঃসাহস না দেখায়।

৭. অধুনা মানুষ সাধারণতঃ ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় পণ্যের বিজ্ঞাপন দেখে তা কিনতে প্রলুব্ধ হয়। সুতরাং ভেজাল প্রতিরোধের জন্য এসব মাধ্যমে পণ্যের গুণগত মান যাচাই-বাছাই না করে বিজ্ঞাপন প্রচার নিষিদ্ধ করতে হবে।

৮. বাজারে প্রচলিত কোন কোন খাবারে কোন কোন ক্ষতিকারক উপাদান ভেজাল দেয়া হচ্ছে এবং নির্ভেজাল খাদ্য কোনগুলো এবং সেগুলো কোথায় পাওয়া যায় এ বিষয়ে একটা গাইডবুক প্রণয়ন করা যেতে পারে। এতে প্রতিটি খাদ্যসামগ্রী সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতামত থাকলে তাতে ক্রেতা সাধারণ উপকৃত হবে।

৯. ক্রেতারা যাতে ভেজাল পণ্য সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে পারে সেজন্য একটি ‘ইনফরমেশন সেল’ গঠন করতে হবে।

১০. ঔষধে ভেজালের ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। কোনক্রমেই যেন ভেজাল ও মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ বাজারে ব্যবসায়ীরা চালান না দিতে পারে সেদিক সুতীক্ষ্ম নযর রাখতে হবে। প্রয়োজনে ভেজাল ও নকল ঔষধ তৈরীকারী কোম্পানী বন্ধ করে দিতে হবে।

১১. ‘মোবাইল কোর্ট’ বা ভ্রাম্যমাণ আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধি করে এর কার্যক্রম সবসময় চালু রাখার জন্য দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচী হাতে নিতে হবে। রাজধানী থেকে শুরু করে উপযেলা পর্যন্ত এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ করতে হবে।

১৭তম মুদ্রণ, মার্চ ২০১৯), পৃ. ১৯-২০।

উল্লেখ্য যে, ভ্রাম্যমাণ আদালত প্রতিষ্ঠায় শারঈ কোন বাধা নেই। ইমাম বুখারী (রহঃ) এর প্রমাণে তাঁর ছহীহ বুখারীর 'আহকাম' অধ্যায়ে بَاب الْقَضَاءِ وَالْفُتْيَا فِى الطَّرِيقِ 'রাস্তায় বিচারকার্য সম্পাদন ও ফৎওয়া দান' মর্মে অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন। এরপর তিনি উল্লেখ করেছেন, وَقَضَى يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ فِى الطَّرِيقِ وَقَضَى الشَّعْبِىُّ عَلَى بَابِ دَارِهِ 'ইয়াহ্ইয়া বিন ইয়া'মার রাস্তায় বিচারকার্য সম্পাদন করেছেন এবং শা'বী তাঁর বাড়ীর দরজায় বিচার করেছেন'। অতঃপর তিনি আনাস বিন মালেক (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন।[৩১১]

১২. খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য পণ্যে বাস্তবিকই ভেজাল দেয়া হয়েছে কি-না বা তাতে ক্ষতিকারক কোন উপাদান মিশিয়েছে কি-না, তা নির্ণয়ের জন্য প্রত্যেক মোবাইল কোর্টের সাথে অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান ও প্রয়োজনীয় অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি থাকতে হবে।

১৩. প্যাকেটজাত তেল, ঘি, চিনি, আটা, ময়দা, মসলা, বোতলজাত পানীয় ইত্যাদিতে ভেজালের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট হোটেল, রেস্তোরাঁ, ফাস্টফুডের দোকান ও বিপণী কেন্দ্রগুলোর মালিকদের বদলে পণ্য উৎপাদককে শাস্তি দিতে হবে।

১৪. কোন প্রতিষ্ঠান, উৎপাদক, পরিবেশক যেন অযথা হয়রানির শিকার না হন সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

১৫. ব্যবসায়ীরা বাজারে যাতে পচা মুরগী, পচা ডিম, পচা মাছ এবং এক গোশতের নাম করে আরেক গোশত চালিয়ে দিতে না পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৬. প্রত্যেক পাড়া-মহল্লায় ও ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে জনগণ 'ভেজাল প্রতিরোধ কমিটি গঠন' করে ভেজালের বিরুদ্ধে স্থানীয়ভাবে জনমত গড়ে তুলতে পারে। সাধারণ মানুষ ভেজালের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেই ভেজাল প্রদানকারীরা ভেজাল পণ্য বিপণন করতে সাহস পাবে না।

১৭. সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির জন্য ভেজাল সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি পাঠ্যসূচীভুক্ত করা যেতে পারে। তাছাড়া সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, সভা-

৩১১. *বুখারী হা/৭১৫৩।*

সমাবেশ, জুম‘আর খুৎবা ও ওয়ায -মাহফিলে এ সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা যেতে পারে।

১৮. সকল রাজনৈতিক, সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মসূচীতে ভেজাল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার কর্মসূচী অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।

১৯. ভেজালমুক্ত পণ্য উৎপাদক ও পরিবেশকদেরকে বছরান্তে সরকারীভাবে পুরস্কৃত করতে হবে এবং মিডিয়ায় তা ফলাও করে প্রচার করতে হবে।

২০. নির্ভেজাল পণ্য উৎপাদনের জন্য উৎপাদকদেরকে সরকারীভাবে অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।

২১. বাজারে কোন পণ্যে ভেজাল দেয়া হচ্ছে কি-না তা তদারকির ব্যবস্থা করতে হবে। ইসলামী শাসনামলে ‘মুহতাসিব’ এ দায়িত্ব পালন করতেন। মোল্লা আলী কারী হানাফী (রহঃ) মিশকাতের ২৮৬০ নং হাদীছের (فَـــوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ) অংশের ব্যাখ্যায় বলেন, فِيهِ إِيذَانٌ بِأَنَّ لِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يَمْتَحِنَ بَضَائِعَ السُّوقَةِ لِيَعْرِفَ الْمُشْتَمِلَ مِنْهَا عَلَى الْغِشِّ مِنْ غَيْرِهِ. ‘এখানে নির্দেশ রয়েছে যে, মুহতাসিবকে জনসাধারণের পণ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে। যাতে তিনি ভেজাল ও খাঁটি পণ্য চিনতে পারেন’।[৩১২]

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন,

ويأمر المحتسب بالجمعة والجماعات، وبصدق الحديث وأداء الأمانات وينهى عن المنكرات: من الكذب والخيانة، وما يدخل في ذلك من تطفيف المكيال والميزان، والغش في الصناعات، والبياعات، والديانات، ونحو ذلك–

‘মুহতাসিব জুম‘আ ও জামা‘আত কায়েম করার এবং সত্য কথা বলা ও আমানত সমূহ আদায়ের নির্দেশ দিবেন। তিনি যাবতীয় অন্যায় তথা মিথ্যা ও খিয়ানত, মাপে ও ওযনে কম দেয়া, পণ্য উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয়, ধার্মিকতা প্রভৃতি ব্যাপারে প্রতারণা করা থেকে নিষেধ করবেন’।[৩১৩]

---

৩১২. *মিরকাতুল মাফাতীহ ৫/১৯৩৫।*
৩১৩. *আল-হিসবাহ, পৃ. ১৪।*

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও ফকীহ আল-মাওয়ার্দী বলেন,

ومما يتعلق بالمعاملات غش المبيعات وتدليس الأثمان، فينكره ويمنع منه، ويؤدب عليه بحسب الحال فيه- فإن كان هذا الغش تدليسًا على المشتري ويخفى عليه فهو أغلظ الغش تحريمًا وأعظمها مأثمًا، فالإنكار عليه أغلظ، والتأديب عليه أشد، وإن كان لا يخفى على المشتري كان أخف مأثمًا وألين إنكارًا،

‘লেনদেনের সাথে সম্পর্কিত বিষয় হ’ল বিক্রীত পণ্যে ভেজাল দেয়া ও মূল্যের ব্যাপারে ধোঁকা দেয়া। মুহতাসিব এটি প্রত্যাখ্যান করবেন, এ থেকে নিষেধ করবেন এবং অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করে শাস্তি দিবেন। যদি এই ভেজাল ক্রেতাকে ধোঁকা দেয়ার জন্য হয় এবং ক্রেতার কাছে বিষয়টি গোপন বা অজ্ঞাত থাকে, তাহ’লে তা কঠিনভাবে হারাম প্রতারণা এবং গুরুতর পাপ বলে গণ্য হবে। এ থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করতে হবে এবং কঠিন শাস্তি দিতে হবে। আর যদি পণ্যের ত্রুটি ক্রেতার কাছে গোপন না থাকে তাহ’লে এর পাপ হালকা হবে এবং কোমলভাবে তা নিষেধ করতে হবে’।[৩১৪]

২২. দেশের কৃষি বিজ্ঞানীদের এমন পদ্ধতি আবিষ্কার করতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, যা বিষ মুক্তভাবে শস্য ও ফলমূল সংরক্ষণে সহায়ক হবে।

২৩. চাষী ও ব্যবসায়ীদেরকে আল্লাহ্র উপরে ঈমান বৃদ্ধি ও তাক্বদীরে বিশ্বাসী হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং তাদেরকে হালাল রূযী গ্রহণের প্রতি উৎসাহিত করতে হবে।[৩১৫]

২৪. সর্বোপরি সাধারণ ভোক্তা বা জনগণকে সাধ্যপক্ষে ভেজাল খাদ্য ও পণ্য বর্জন করতে হবে, তাহলে ভেজালের কবল থেকে দেশ ও জাতি রক্ষা পেতে পারে।

---

৩১৪. আল-আহকাম আস-সুলতানিইয়াহ, পৃঃ ৩৬৭।

৩১৫. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ‘খাদ্যে ও ঔষধে ভেজাল’, আত-তাহরীক, আগষ্ট’১২, পৃঃ ১১।

উপসংহার

মুনাফাখোরী, মজুদদারী, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও ভেজাল পণ্য অক্টোপাসের ন্যায় আমাদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। মজুদদার সিণ্ডিকেটের কারসাজিতে দ্রব্যমূল্যের পাগলা ঘোড়া ছুটছে তো ছুটছেই। অন্যদিকে ভেজালের জয়জয়কার চলছে সর্বত্র। এমন কোন খাদ্য নেই যাতে ভেজাল দেয়া হচ্ছে না। ভেজালের সমুদ্রে যেন আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি। ইসলামে এ ধরনের কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হ'লেও একশ্রেণীর দুনিয়াদার মুনাফাখোর ব্যবসায়ী অত্যধিক মুনাফার নেশায় বুঁদ হয়ে তা করে যাচ্ছে দিব্যি। হালাল-হারামের কোন তারা তোয়াক্কা করছে না। এ যেন কিয়ামতের পূর্বলক্ষণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لاَ يُبَالِى الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلاَلِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ 'মানুষের নিকট এমন একটা যুগ আসবে, যখন সে পরোয়া করবে না যে, সে কোথা হতে সম্পদ উপার্জন করল, হালাল হতে না হারাম হতে'।[৩১৬]

এর জন্য প্রধানত দায়ী মানুষের তাক্বওয়াহীনতা ও বিবেকশূন্যতা। নৈতিক চেতনা তাদের মাঝে শূন্যের কোঠায়। সুতরাং ব্যবসায়ীদের মাঝে আল্লাহভীতি ও পরকালে প্রবল প্রতাপান্বিত প্রভুর কাছে জবাবদিহিতার মানসিকতা গড়ে না উঠলে এসব অর্থনৈতিক দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সুদূরপরাহত। কারণ তারা নীতি-নৈতিকতাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে লোভের বশবর্তী হয়েই এগুলি করে। আর লোভ মানুষকে দুনিয়ার মোহে পাগলপারা করে দেয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যদি আদম সন্তানকে দুই ময়দান ভর্তি মাল দেওয়া হয়, তাহলে সে তৃতীয় আরেকটি ময়দান চাইবে। কবরে যাওয়া পর্যন্ত আদম সন্তানের পেট ভরবে না। তবে যে ব্যক্তি তওবা করে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন'।[৩১৭]

এভাবে বান্দার হক নষ্ট ও তাদের প্রতি যুলুম করে অবৈধ পন্থায় অর্জিত সম্পদ পরকালে কোনই কাজে আসবে না। বরং গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সবাইকে বললেন, 'তোমরা কি জানো নিঃস্ব কে? তারা বলল, আমাদের মধ্যে নিঃস্ব সেই ব্যক্তি যার কোন টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদ নেই। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে নিঃস্ব ঐ ব্যক্তি, যে ক্বিয়ামতের দিন ছালাত, ছিয়াম, যাকাত ইত্যাদির নেকী নিয়ে হাযির

---

৩১৬. *বুখারী হা/২০৫৯।*
৩১৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫২৭৩ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়।*

হবে। কিন্তু দেখা যাবে যে, সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, কারো মাল আত্মসাৎ করেছে, কারো রক্ত প্রবাহিত করেছে ও কাউকে মেরেছে। তখন তার নেকীসমূহ থেকে তাদের বদলা দেওয়া হবে। এভাবে দিতে দিতে তার সব নেকী শেষ হয়ে গেলে বাকী বদলার জন্য দাবীদারদের পাপসমূহ তার উপরে চাপানো হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে' (এভাবেই নেকীর পাহাড় নিয়ে আসা লোকটি অবশেষে নেকীহীন নিঃস্ব ব্যক্তিতে পরিণত হবে এবং জাহান্নামে পতিত হবে)।[৩১৮] আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর যে ব্যক্তি সীমালংঘন করে' ও দুনিয়াবী জীবনকে অগ্রাধিকার দেয়', 'জাহান্নামই তার ঠিকানা হবে' *(নাযি'আত ৭৯/৩৭-৩৯)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র। পবিত্র বস্তু ভিন্ন তিনি কবুল করেন না। আর আল্লাহ মুমিনদের সেই নির্দেশ দিয়েছেন, যে নির্দেশ তিনি রাসূলগণকে দিয়েছেন। অতঃপর তিনি পাঠ করেন আল্লাহ্র বাণী, 'হে রাসূলগণ! আপনারা পবিত্র খাদ্য গ্রহণ করুন এবং সৎকর্ম সম্পাদন করুন। (মনে রাখবেন) আপনারা যা কিছু করেন, সকল বিষয়ে আমি সম্যক অবহিত' *(মুমিনূন ২৩/৫১)*। অতঃপর মুমিনদের উদ্দেশ্যে তিনি একই কথা বলেছেন, 'হে মুমিনগণ তোমাদেরকে আমরা যে পবিত্র রূযী দান করেছি, সেখান থেকে খাদ্য গ্রহণ কর' *(বাক্বারাহ ২/১৭২)*। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একজন ব্যক্তির উদাহরণ দিয়ে বললেন, যে ব্যক্তি দীর্ঘ সফরে থাকা অবস্থায় এলোমেলো চুল ও ধূলি-মলিন চেহারায় দু'হাত আকাশের দিকে তুলে আল্লাহকে ডাকে, হে প্রভু! হে প্রভু! অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় ও পরিধেয় বস্ত্র হারাম এবং সে হারাম খাদ্য দ্বারা পরিপুষ্ট হয়েছে। ফলে কিভাবে তার দো'আ কবুল হবে'?[৩১৯]

রাসূল (ছাঃ) তদানীন্তন অসভ্য-বর্বর জাহেলী সমাজের লোকদের মাঝে এমন নৈতিক বিপ্লবের আবহ সৃষ্টি করেছিলেন, যার ছোঁয়ায় অল্পদিনের ব্যবধানে অন্যায়-অপকর্মের সাগরে ডুবে থাকা মানুষগুলো সোনার মানুষে পরিণত হয়েছিল। ভীতু সারমেয়-এর মত লেজ গুটিয়ে পালিয়েছিল যতসব সামাজিক অবিচার-অনাচার। আজো সমাজে যদি সেই আবহ ফিরিয়ে আনা যায়, তাহলে উল্লেখিত অপকর্মগুলো মূলোৎপাটিত হবে ইনশাআল্লাহ। দেশ-জাতি ও মানবতা রক্ষা পাবে মজুদদার-মুনাফাখোরদের কবল থেকে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে পিষ্ট হবে না সাধারণ জনগণ। ভেজালের বিষাক্ত দংশনে নীল হবে না কারো জীবন। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন! আমীন!!

---

৩১৮. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫১২৭ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'যুলুম' অনুচ্ছেদ।*
৩১৯. *মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়।*

Contents

‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত বই সমূহ

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ১. আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? ৬ষ্ঠ সংস্করণ (২৫/=)। **২.** ঐ, ইংরেজী (৪০/=)। **৩.** আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস)। ২৫০/= **৪.** ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ (১০০/=)। **৫.** ঐ, ইংরেজী (২০০/=)। **৬.** নবীদের কাহিনী-১, ২য় সংস্করণ (১৫০/=)। **৭.** নবীদের কাহিনী-২ (১২৫/=)। **৮.** নবীদের কাহিনী-৩ [সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ] ৫৫০/=। **৯.** তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, ৩য় মুদ্রণ (৩৭০/=)। **১০.** ফিরক্বা নাজিয়াহ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১১.** ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি, ২য় সংস্করণ (২০/=)। **১২.** সমাজ বিপ্লবের ধারা, ৩য় সংস্করণ (১৫/=)। **১৩.** তিনটি মতবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৪.** জিহাদ ও ক্বিতাল, ২য় সংস্করণ (৩৫/=)। **১৫.** হাদীছের প্রামাণিকতা, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **১৬.** ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৭.** জীবন দর্শন, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৮.** দিগদর্শন-১ (৮০/=)। **১৯.** দিগদর্শন-২ (১০০/=)। **২০.** দাওয়াত ও জিহাদ, ৩য় সংস্করণ (১৫/=)। **২১.** আরবী ক্বায়েদা (১ম ভাগ) (৩০/=)। **২২.** ঐ, (২য় ভাগ) (৪০/=)। **২৩.** ঐ, (৩য় ভাগ) তাজবীদ শিক্ষা (৪০/=)। **২৪.** আক্বীদা ইসলামিয়াহ, ৪র্থ প্রকাশ (১০/=)। **২৫.** মীলাদ প্রসঙ্গ, ৫ম সংস্করণ (২০/=)। **২৬.** শবেবরাত, ৪র্থ সংস্করণ (১৫/=)। **২৭.** আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়, ২য় প্রকাশ (২০/=)। **২৮.** উদাত্ত আহ্বান (১০/=)। **২৯.** নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা, ২য় সংস্করণ (১০/=)। **৩০.** মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা, ৫ম সংস্করণ (২৫/=)। **৩১.** তালাক ও তাহলীল, ৩য় সংস্করণ (৩০/=)। **৩২.** হজ্জ ও ওমরাহ (৩০/=)। **৩৩.** ইনসানে কামেল, ২য় সংস্করণ (২০/=)। **৩৪.** ছবি ও মূর্তি, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৩৫.** হিংসা ও অহংকার (৩০/=)। **৩৬.** বিদ‘আত হ’তে সাবধান, অনু: (আরবী) -শায়খ বিন বায (২০/=)। **৩৭.** নয়টি প্রশ্নের উত্তর, অনুঃ (আরবী)-শায়খ আলবানী (১৫/=)। **৩৮.** সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি অনু: (আরবী)-আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক (৩৫/=)। **৩৯.** জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে কিছু পরামর্শ এবং চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব (১৫/=)। **৪০.** ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়?, ২য় প্রকাশ (১৫/=)। **৪১.** মাল ও মর্যাদার লোভ (১৫/=)। **৪২.** মানবিক মূল্যবোধ, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৪৩.** কুরআন অনুধাবন (২৫/=)। **৪৪.** বায়‘এ মুআজ্জাল (২০/=)। **৪৫.** মৃত্যুকে স্মরণ (৩৫/=)। **৪৬.** সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী (৩০/=)। **৪৭.** আরব বিশ্বে ইস্রাঈলের আগ্রাসী নীল নকশা, অনুঃ (ইংরেজী) -মাহমূদ শীছ খাত্ত্বাব (৪০/=)। **৪৮.** অছিয়ত নামা, অনুঃ (ফার্সী) -শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) (২৫/=)। **৪৯.** ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন, ২য় সংস্করণ (৪৫/=)। **৫০.** তাফসীরুল কুরআন ২৬-২৮ পারা (৩৫০/=)। **৫১.** তাফসীরুল কুরআন ২৯তম পারা (২৫০/=)। **৫২.** এক্সিডেন্ট (২০/=)।

লেখক : মাওলানা আহমাদ আলী ১. আক্বীদায়ে মোহাম্মাদী বা মাযহাবে আহলেহাদীছ, ৬ষ্ঠ প্রকাশ (১০/=)। **২.** কোরআন ও কলেমাখানী সমস্যা সমাধান, ২য় প্রকাশ (৩০/=)।

লেখক : শেখ আখতার হোসেন ১. সাহিত্যিক মাওলানা আহমাদ আলী, ২য় সংস্করণ (১৮/=)।

লেখক : শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ১. সূদ (২৫/=)। **২.** ঐ, ইংরেজী (৪০/=)।

লেখক : আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ১. একটি পত্রের জওয়াব, ৩য় প্রকাশ (১২/=)।

লেখক : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ১. ছহীহ কিতাবুদ দো‘আ, ৩য় সংস্করণ (৪৫/=)। **২.** সাড়ে ১৬ মাসের কারাস্মৃতি (৪০/=)।

লেখক : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ১. ধৈর্য : গুরুত্ব ও তাৎপর্য (৩০/=)। **২.** মধ্যপন্থা : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (৩০/=)। **৩.** ধর্মে বাড়াবাড়ি, অনুঃ (উর্দূ) -আব্দুল গাফফার

হাসান (১৮/=)। **৪.** ইসলামী পরিবার গঠনের উপায় (৪০/=)। **৫.** মুমিন কিভাবে দিন-রাত অতিবাহিত করবে (৩৫/=)। **৬.** ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকার (২৫/=)। **৭.** আত্মীয়তার সম্পর্ক (২০/=)।

লেখক : শামসুল আলম ১. শিশুর বাংলা শিক্ষা (৪০/=)। ২. শিশুর ইংরেজী (৩০/=)। ৩ শিশুর গণিত (৩০/=)।

অনুবাদক : আব্দুল মালেক ১. ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ, অনুঃ (আরবী) -ড. নাছের বিন সোলায়মান (৩০/=)। **২.** যে সকল হারাম থেকে বেঁচে থাকা উচিত, অনুঃ (আরবী) -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (৩৫/=)। **৩.** নেতৃত্বের মোহ, অনুঃ -ঐ (২৫/=)। **৪.** মুনাফিকী, অনুঃ - ঐ (২৫/=)। **৫.** প্রবৃত্তির অনুসরণ, অনুঃ -ঐ (২৫/=)। **৬.** আল্লাহ্র উপর ভরসা, অনুঃ - ঐ (৩০/=)। **৭.** ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি, অনুঃ - ঐ (৫৫/=)। **৮.** ইখলাছ, অনুঃ -ঐ (২০/=)। **৯.** চার ইমামের আক্বীদা, অনুঃ (আরবী) -ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-খুমাইয়িস (২৫/=)। **১০.** শরী'আতের আলোকে জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা, অনুঃ (আরবী) - আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক (২৫/=)। **১১.** আত্মসমালোচনা (৩০=)।

লেখক : নূরুল ইসলাম ১. ইহসান ইলাহী যহীর (৩০/=)। ২. শারঈ ইমারত, অনুঃ (উর্দূ) ২৫/=। ৩. এক নযরে আহলেহাদীছদের আক্বীদা ও আমল, অনুঃ (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (২৫/=)। ৪. ইসলামের দৃষ্টিতে মুনাফাখোরী, মজুদদারী ও পণ্যে ভেজাল (৫০/=)।

লেখক : রফীক আহমাদ ১. অসীম সত্তার আহ্বান (৮০/=)। **২.** আল্লাহ ক্ষমাশীল (৩০/=)।

লেখিকা : শরীফা খাতুন ১. বর্ষবরণ (১৫/=)।

অনুবাদক : আহমাদুল্লাহ ১. আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম, অনুঃ (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৫০/=)। **২.** যুবকদের কিছু সমস্যা, অনুঃ (আরবী) -মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **৩.** ইসলামে তাক্বলীদের বিধান, অনুঃ (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৩০/=)।

অনুবাদক : মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম ১. বিদ'আত ও তার অনিষ্টকারিতা, অনুঃ (আরবী) - মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **২.** জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের অপরিহার্যতা, অনুঃ ড. হাফেয বিন মুহাম্মাদ আল-হাকামী (৩০/=)।

অনুবাদক : তানযীলুর রহমান ১. আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে কতিপয় মিথ্যা অপবাদ পর্যালোচনা, অনুঃ (উর্দূ) -মাওলানা আবু যায়েদ যমীর (৩০/=)।

অনুবাদক : মীযানুর রহমান ১. হাদীছ শরী'আতের স্বতন্ত্র দলীল অনু : (আরবী) -মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (৪৫/=)। **আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী ১.** জাগরণী (২৫/=)।

গবেষণা বিভাগ হা.ফা.বা. ১. হাদীছের গল্প (৩০/=)। **২.** গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান (৬৫/=)। **৩.** জীবনের সফরসূচী (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৪.** ছালাতের পর পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৫.** দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৬.** ফৎওয়া সংকলন, মাসিক আত-তাহরীক (১৯তম বর্ষ) ৮০/=। **৭.** ঐ, ১৮তম বর্ষ ৮০/=। **৮.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (প্রথম ভাগ) (৩০/=)। **৯.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (দ্বিতীয় ভাগ) (৪৫/=)। **১০.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (তৃতীয় ভাগ) (৪৫/=)। **১১.** সাধারণ জ্ঞান (প্রথম ভাগ) (৩০/=)। **১২.** সাধারণ জ্ঞান (দ্বিতীয় ভাগ) (৩০/=)। **১৩.** সাধারণ জ্ঞান (তৃতীয় ভাগ) (৪০/=)। **১৪.** সাধারণ জ্ঞান (চতুর্থ ভাগ) (৪০/=)। **১৫.** ছালাতের মধ্যে পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। এতদ্ব্যতীত প্রচারপত্র সমূহ এযাবৎ ১৬টি।